কণ্ঠহার

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠহার

(সামাজিক নাটক)

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

সপ্তম সংস্করণ

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪, আপার চিৎপুর রোড. কলিকাতা—৬

১৩৫৬, ভাদ্র

মূল্য—দুই টাকা

প্রকাশক :—

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর

১০৪, আপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর—

সুবোধচন্দ্র মণ্ডল

কল্পনা প্রেস

১১বি, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কণ্ঠহার

১৩২২ সাল, ৮ই আশ্বিন তারিখে মনোমোহন
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

স্বত্বাধিকারী	....	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে
অধ্যক্ষ	....	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
সঙ্গীত-শিক্ষক	....	„ দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি
নৃত্য-শিক্ষক	....	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	....	„ কালীচরণ দাস

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা অভিনেত্রীগণ

রণলাল		শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী বাবু)
রতন পোদ্দার ও ষ্টেশন-মাষ্টার		„ বাণীকণ্ঠ মিত্র
গৌরীকান্ত ও মুকুন্দ	....	„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ
মুরারি	....	„ অহীন্দ্রনাথ দে
নরেন্দ্র	....	„ হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
নবীনকৃষ্ণ	....	Mr. N. Banerjee (খাক বাবু)
শ্যামল	....	শ্রীমতী নীহারবালা
মধু	...	শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র বটব্যাল
বিনয়	....	„ সত্যেন্দ্রনাথ দে
নগেন	....	„ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য
হরেকৃষ্ণ	....	„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
নরহরি	....	„ মৃত্যুঞ্জয় পাল
দুখীরাম	....	„ উপেন্দ্রনাথ বসাক
ভিক্ষুক	....	„ ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
চুণীলাল ও ১ম পুরুষ-যাত্রী		„ নির্ম্মল গঙ্গোপাধ্যায়
সরোজ	....	শ্রীমতী শশিমুখী
মোহিনী	....	„ হেমন্তকুমারী
রঙ্গিলা	....	„ নীরদাসুন্দরী
রামী	....	„ রাজবালা

নাটকীয় চরিত্রাবলী

পুরুষগণ

রতন পোদ্দার	....	কুসীদ-জীবী
গৌরীকান্ত	....	কালী গ্রামের জমিদার পুত্র
মুরারি	....	ঐ অনুগত যুবক
নবীনকৃষ্ণ	....	রাণীগঞ্জের ধনী সওদাগর
মুকুন্দ	....	ঐ কর্ম্মচারী
নরেন্দ্র	....	'প্রেমারা'র হৃত-সর্ব্বস্ব যুবক
শ্যামল	...	ঐ পুত্র
মধু	...	ঐ শ্বশুরালয়ের ভৃত্য
বিনয়	....	পুলিশের গোয়েন্দা
নগেন	..	ঐ ইন্‌স্পেক্টার
হরেকৃষ্ণ	....	'প্রেমারা'র আড্ডধারী
রণলাল	....	ভদ্রবেশী তস্কর
নরহরি	....	ঐ সহচর (দালাল)
দুখীরাম	....	ঐ ঐ (স্বর্ণকার)
তুলসী	....	রণলালের ভৃত্য
চুণীলাল	....	ডাক্তার
লছমন	....	'প্রেমারা'র আড্ডার গুণ্ডা

পাহারাওয়ালাগণ, দাড়ী-মাঝিগণ, পান-চুরুটওয়ালা, জলখাবারওয়ালা, টিকিট-কলেক্টার, রেলযাত্রিগণ, ষ্টেশন-মাষ্টার, রেল-পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার, বেলিফ, পিয়াদাদ্বয়, ব্রাহ্মণগণ, বালকগণ, ভিক্ষুক, ষ্টেশন-কুলী, মুটে ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

সরোজ	....	নরেন্দ্রের স্ত্রী
মোহিনী	....	রণলালের বন্দিনী
রঙ্গিলা	....	হরেকৃষ্ণের রক্ষিতা
রামী	....	রণলালের নিযুক্তা বৃদ্ধা

স্ত্রী-যাত্রী, জনৈক বিধবা, কুলীরমণীগণ, হিন্দুস্থানী-রমণীগণ।

কণ্ঠহার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গৌরীকান্তের বহির্বাটীর কক্ষ

গৌরীকান্ত, নরেন্দ্র ও রতন

গৌরী। বুঝ্‌তে তো পারছ রতন—বেচারা নিরুপায়! আপাততঃ ৫০০৲ টাকা দিচ্চে, আর কিছু সময় দাও। ভদ্রসন্তানটা ভিটে-ছাড়া হয়!

রতন। ও সমট-টময় বুঝি না মশায়—আমরা ব্যবসাদার। বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা নিলেন—আদায় হ'ল না, ডিক্রী ক'রে বাড়ী নিলেমে কিনে নিলুম। পরশু দখল নেবার দিন! এখন পাঁচশো টাকা নিয়ে কি পীরের সিন্নি দেবো?

গৌরী। সবই তোমার দয়ার উপর নির্ভর করে! লোকটা নাতোয়ান হয়ে পড়েছে!

রতন। সময় থাকতে এ সব ওঁর বিবেচনা করা উচিত ছিল!

গৌরী। বিবেচনার ত্রুটী কি বল! মফঃস্বলের জমিজমা যা কিছু ছিল, বেচে দেনা শোধবার জন্যে টাকা আন্‌লে, এমনি গেরো—সিঁধেল চোর ঢুকে সে টাকাকড়ি সমস্তই নিয়ে গেল! যা'ই বল নরেন, আমার কিন্তু মেধো বেটাকেই সন্দেহ হয়।

রতন। সে সব আপনারা বুঝুন, আমি এখন চল্‌লুম। আজকাল-কার বাজারে দাঁও পেলে কি কেউ ছাড়ে? (প্রস্থানোদ্যত)

নরেন্দ্র। পোদ্দার মশাই, আমার একটি শেষ অনুরোধ আছে! পরশু থেকে এ-বাড়ী আপনারই হবে। কিন্তু এখনও আমরা সুবিধে মত একটা বাসা ঠিক করতে পারিনি। যদিই এর মধ্যে যোগাড় না হয়ে ওঠে, আর দু'পাঁচ দিন কি অপেক্ষা করতে পারবেন না? অবশ্য, ভাড়া হিসাবে যা পড়বে, আমি দিতে প্রস্তুত।

রতন। এত দিনের মধ্যে সহরে একটা বাড়ী পেলেন না মশাই, এর ভেতর আইনের মো কোফের আছে! আমার এক কথা— বাড়ী পান, আর না পান, আদালতের লোক এনে পরশু দখল নিচ্চি।

[প্রস্থান।

গৌরী। বেটা অর্থ-পিশাচের পাড়ী! এমন চশমখোর জানলে কি ওর কাছে তোমায় টাকা ধার করতে নিয়ে যেতুম!

নরেন্দ্র। এখন একটা ছোটখাট বাড়ীর কি করা যায়? তুমি তো রোজ বল—সন্ধান করে দেবে!

গৌরী। যখন কথা দিয়েছি, নিশ্চিন্ত থাক। বাড়ী আমি যে করে' পারি ঠিক করবো। কিন্তু ভাবছি, অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা ধার ক'রতে পারলে ভিটেটা এখনও উদ্ধার ক'রে দিতুম!

নরেন্দ্র। কোথায় পাব ভাই! শেষাশেষি কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা কিছু সম্বল করেছিলুম, চোরের হাতে সঁপে দিয়েছি। কি কষ্টে যে এই পাঁচশো টাকা যোগাড় হয়েছে, তা আর তোমায় কি বলবো!

গৌরী। তোমার শ্বশুরের তো প্রায় ২।৩ লাখ টাকার সম্পত্তি ছিল!

নরেন্দ্র। সব গেছে! সর্ব্বনেশে খেলায় সমস্ত গেছে! কুক্ষণে তোমার এখানে drink করতে শিখেছিলুম—কুক্ষণে মুরারির সঙ্গে প্রেমারার আড্ডায় খেলা দেখতে গিয়েছিলুম!

(মুরারির প্রবেশ)।

মুরারি। বেশ মশায় নিজে তাল সামলাতে পার্‌লেন না, এখন দোষ হ'ল বুঝি আমার! মনে করুন দেখি, জিত হ'লে ওই টাকা কি রকম ফেঁপে উঠ্‌তো!

গৌরী। আর, drink করাতেই বা এমন কি মহা-অন্যায় হয়েছে! আজকাল কে না করে! Health ভাল থাকে, মন প্রফুল্ল হয়! আমার মতে, নশ্বর সংসারে ঈশ্বর-প্রেরিত দু'টী খাটী সত্য সোণার অক্ষরে জ্বল্-জ্বল্ করছে—Drink and Death! তবে তুমি যদি extremist হয়ে পড়, সে কি আমার দোষ, না বিলেতে যে সব ভদ্রসন্তানেরা তৈরী কর্‌ছেন, তাঁরা অপরাধী। এ যে তোমার আবদেরে কথা।

নরেন্দ্র। রাগ কর কেন! আমি তো ভাই তোমাদের দোষ দিই নি! দোষ আমার অদৃষ্টের—আমার কুগ্রহ! বল কি—ছেলে-পুলে নিয়ে দাঁড়াবার একটা জায়গা রইল না!

গৌরী। ও কথা বোল না। আমার বাড়ী কি তোমার বাড়ী নয়? যেদিন ইচ্ছে family transfer করে এখানে আন, যতদিন ইচ্ছে থাক! আমার স্ত্রী পুত্র কেউ নেই যে অ-বনিবনাও হবে! আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করতেও যাচ্চি না।

নরেন্দ্র। এ প্রস্তাব তোমার মহত্ত্বের পরিচয়—সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাই, সেটা কি ভাল দেখাবে? না, সরোজ তাতে রাজী হবে?

গৌরী। কেন, এতে আর আপত্তি কি?

নরেন্দ্র। তর্ক থাক্—আমার ভাই এখন একটা বাড়ী খুঁজে দাও, যত কম ভাড়ায় হয়! মনে রেখো—তোমারই ওপর ভার! ~~[প্রস্থান।~~

অাচ্ছা চেষ্টা করবো। আমি এখন যাচ্ছি নরেন।

গৌরী। মচকাবে না—এখনও self-respect!

~~আর দু'দিন পরেই চক্ষে আঁধার দেখতে হবে!~~

গৌরী। তারপর মুরারি, তোমার থাকবার একটা আস্তানা ঠিক করলে ?

মুরারি। আজ্ঞে, কোথায় যাই ! আপনার জন তো দুনিয়ায় কেউ নেই ! আর, লেখাপড়াও তেমন শিখিনি যে চাকুরী বাকুরী জুটবে ! আপনি মনিব,—

গৌরী। তা বলে তো চিরকাল তোমায় বসিয়ে খাওয়াতে পারি না ! বয়েস হয়েছে, কানা খোঁড়া নও। ট্রামের কণ্ডাক্টারী করেও তো লোকে সংসার চালাচ্চে !

মুরারি। আজ্ঞে—সেটা—

গৌরী। বুঝেছি। এক হপ্তা সময় দিলুম, এর মধ্যে যা হয় জোগাড় ক'রে নিয়ো ! তারপর, আমার এখানে আর থাকা পোষাবে — সোজা কথা !

[মুরারির প্রস্থান।

পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল ! নরেন পথের ভিখিরী—সরোজ ভিখিরীর ঘরনী ! সেই সরোজ ! সদ্যঃস্ফুটযৌবনা সেই মোহিনী মূর্ত্তি যেদিন প্রথম আমার চোখে পড়ল, চোখ ঝল্‌সে গেল ! সাধ হল, এই অমূল্য স্পর্শ-মণি গলায় বেঁধে জীবনের স্রোত ফিরিয়ে দোব। মান-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে উপযাচক হয়ে তার বাপের কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করলুম, বৃদ্ধ কঠোর উত্তর করলে—"আমার একমাত্র কন্যাকে একটা উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হাতে দিয়ে পথে বসাতে পারি না ! বিষয়-সম্পত্তি বজায় রাখতে পারে, এমন জামাই খুঁজছি !" বটে ! এখন বৃদ্ধ—এখন একবার আকাশ ভেদ করে চেয়ে দেখ দেখি, তোমার সাধের জামাই নরেন বিষয়-সম্পত্তি কেমন সুন্দর বজায় রাখ্‌ছে ! তোমার সেই আদরের বাসন্তীলতা সরোজের সদা-প্রফুল্লমুখে আর সে হাসির ফোয়ারা নেই ! আজন্ম বিলাসবর্দ্ধিতা ননীর পুতুলের—আজ একটা মাতাল-জুয়ারীর হাতে

পড়ে'—সংসারে একটু মাথা গোঁজবার স্থান নেই! আমার হাতে দিলে বড় কষ্ট পেত—না!

(রণলালের প্রবেশ)

এ কে।

রণ। এ রণলাল! তোমার পাওনাদার! গৌরীবাবু, আমার টাকা?

গৌরী। তোমার লোক অনেকবার এসেছিল বটে, কিন্তু একটু টানাটানি চলেছে, তাই সুবিধে করতে পারিনি!

রণ। দেনাদারের সুবিধের মুখ চাইতে গেলে মহাজনের চলে না। টাকা দাও!

গৌরী। এখন হবে না!

রণ। হবে না! আমি কি তোমার দোরে ভিক্ষের জন্য এসেছি?

গৌরী। আমি তো আর টাকা হাওলাত নিই নি যে, তাগাদার ওপর তাগাদা ক'রে উদ্ব্যস্ত কচ্চ! বরং সন্ধান দিয়েছিলুম—নরেনকে আটকে রেখেছিলুম, তাই সে রাত্রে অত টাকা তার বাড়ী থেকে পাচার করতে পেরেছিলে। উপকার করেছি, তার বুঝি এই প্রতিদান?

রণ। উপকার আমাদের করেছিলে! না, বন্ধুর সর্ব্বনাশের জন্য তার বাড়ী খালাস করবার সঞ্চিত টাকা লোক লাগিয়ে লুট করিয়েছিলে! বলেছিলে—কাজ সাফাই হ'বার পরদিনেই আমাদের চারশো টাকা দেবে! পর পর অনেক দিন গেছে,—কই সে টাকা?

গৌরী। তোমার যে বড় কড়া কড়া কথা হে! যাও, আদালত আছে, নালিশ ক'রে আদায় কোরো! [প্রস্থান।

রণ। বেশ! তাই হবে—আদালতেই এর বিচার হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরেন্দ্রের বাটীর দরদালান

নরেন্দ্র ও সরোজের প্রবেশ

সরোজ। দুপুর রোদ্দুরে বেরোবে! একটু ঘুমোও না কেন!

নরেন্দ্র। সন্ধ্যার আগেই ফিরবো। ভয় নেই, মদ আর জীবনে ছোঁব না!

সরোজ। সে জন্যে বলিনি! একে তো ভাবনা-চিন্তায় শরীর শুখিয়ে গেছে, ভাতে-হাতে এক করেছ মাত্র! রোদের তাত্ লেগে যদি অসুখ-বিসুখ করে! না, আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই!

নরেন্দ্র। সরোজ! কখনও তো তুমি এমন ক'রে আমায় বারণ করনি! আগে প্রত্যহ মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরেছি, কত উপদ্রব—কত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছ, একদিনও তো কিছু বলনি!

সরোজ। তোমার যাতে আমোদ হয়, কেন তায় বাধা দোব? তবে যখন বমি করতে করতে অঘোর হ'য়ে পড়তে, বুঝতে পারতুম তোমার বুকের ভেতর কি একটা বিষম যন্ত্রণা হচ্চে—ঘুম ভেঙ্গে উঠে ছেলেটা তোমার অসুখ হয়েছে মনে করে' বিছানায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো, আমিও আর চোখে জল রাখতে পারতুম না! সেই সময় দু' একদিন মনে হয়েছিল—তোমায় বারণ করবো, কিন্তু পারিনি! নির্ব্বুদ্ধি আমি, তোমায় কি উপদেশ দোব!

নরেন্দ্র। সরোজ, তুমি যদি এত সরলা না হ'তে, যদি এক কথায় তোমার বাপের সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লেখাপড়া ক'রে না দিতে, তা হলে বুঝি এতটা প্রশ্রয় পেতুম না! তোমারও আজ এ দুর্দ্দশা হতো না!

সরোজ। দুর্দ্দশা কেন বলছ! তুমি থাকতে দুর্দ্দশা কিসের! বিষয়-সম্পত্তি গেছে, তা সে তোমার অপরাধ কি! কমলা অচঞ্চলা কোথায়?

নরেন্দ্র। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন আমাকে একরকম পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তোমার বাপ ছেলের মত মানুষ করেছিলেন। শেষে অগাধ বিশ্বাসে তাঁর প্রাণের নিধি কন্যাটীকে আমার হাতে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সেই অপরিসীম কৃতজ্ঞতার ঋণ কেমন চমৎকার পরিশোধ করলেম! তাঁর প্রাণপণ-যত্নার্জ্জিত অতুল সম্পত্তি অপব্যয়ে ধূলোর মত উড়িয়ে দিয়ে সেই আদরের কন্যাকে—তাঁর সোণার কমল নাতীকে গাছতলায় দাঁড় করাতে বসেছি!

সরোজ। তুমি অমন ক'রে ব'লোনা—আমার কান্না পায়! কপালে থাকে, আবার আমাদের ঘরবাড়ী হবে! প্রাণে বেঁচে থাকলে দুঃখু কি! কত লোকে যে পাতার ঘরে রয়েছে! মাথা খাও, তুমি কিন্তু আর অমন ক'রে ভেবোনা!

নরেন্দ্র। ঠিক বলেছ! আর ভাববো না—আর পেছোবো না! অনেক আকাশ-পাতাল ভেবেছি। ভেবে ভেবে আজ কি গোঁয়ারতুমি করতে যাচ্চি শোন! (নোটের তাড়া বাহির করিয়া) এই পাঁচশো টাকা হাতে আছে—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব! এই নিয়ে আর একবার খেলবো! জীবন-মরণ খেলা খেলবো! তোমার মুখ চাইব না—ছেলের মুখ চাইব না! হয় সব শেষ, নয় অন্ততঃ বাড়ীখানার কিনারা করবো।

সরোজ। আবার খেলবে?

নরেন্দ্র। আবার খেলবো! মরিয়া হয়ে খেলবো! এমন খেলা কেউ খেলেনি! আর এমন ক'রে জীবন্মৃত হ'য়ে ঘরের কোণে অকূলপাথার ভাবতে পারি না। কোন্ দিন হয়ত আত্মহত্যা ক'রে বসবো!

সরোজ। তোমার পায়ে পড়ি, ও সর্ব্বনেশে কথা মনেও এনো না! তুমি যাও, খেল। হেরেই যদি যাও, তাতেই বা কি! এত গেল, কত লোকের কত যাচ্চে, আমাদেরও না হয় যাবে!

নরেন্দ্র। কি বল্‌ছ! আমি মাতাল, নেশার চোখে দু'দণ্ডের হোশ্ নাই দেখ্‌তে শয়নকক্ষে আগুন ধরিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছি, পাগলের মন রাখতে তুমি আবার তাতে আঁচলের বাতাস দিতে ছুটে আসছ! সাবধান! ~~ওই আগুনের আঁচে তোমার আঁচল ধরে গিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ভস্মীভূত হয়ে যাবে~~।

সরোজ। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, মন-রাখা কথা নয়! তুমি খেল, আমার কোন দুঃখ নেই।

নরেন্দ্র। (স্বগত) কি করি! যাই যাই করেও পা এগুচ্চে না— সাহসে কুলোয় না! যদি এও মারা যায়!

সরোজ। আবার কেন ভাবছ! বুকের ভেতর এমন একটা ধুক্-পুকুনি নিয়ে নিরুপায়ে বসে বসে ভাবার চেয়ে একেবারে নিরাশ হওয়া ভাল।

নরেন্দ্র। বেশ কথা। তার চেয়ে নৈরাশ্যই ভাল। পাতাল দেখে আসি, তারপর আবার গোড়া থেকে পত্তন করবো। বেশ কথা—~~সুন্দর~~ কথা! নৈরাশ্যই ভাল – নৈরাশ্যই ভাল —

[দ্রুত প্রস্থান।

সরোজ। দুর্গা! দুর্গা! মাগো! কথা শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দেয়! ভাবতে ভাবতে কোন্‌দিন আবার কি করে বস্‌বেন! তার চেয়ে যাতে ওঁর মন সুস্থির হয়, তাই করুন। আর কে জানে, আজ জিতও তো হতে পারে! সর্ব্বমঙ্গলা কি এমনই কর্‌বেন! আমাদের কি একেবারেই পাথারে ভাসাবেন!

[প্রস্থান।

(মধুর প্রবেশ)

মধু। থাক বেটারা, তোমাদের ঘুঘুর বাসা পোড়াবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। গোয়েন্দাবাবুর কাছে জুয়ার আড্ডার সন্ধানটি ঠিকঠাক্ বলে দিয়েছি। আড্ডা শুধ্ধু যখন পিঠ-মোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাবে, তখন মজা টের পাবে। ভাল মানুষের ছেলেকে সর্ব্বস্বান্ত করলে গা! আমরা ত গিছিই, তবে শোধটা তুলে যাই।

(সরোজের পুনঃ প্রবেশ)

মধু। বাড়ী একখানা দেখে এলুম মা, বারো টাকার কমে দিতে চায় না। জামাইবাবুকে দেখিয়ে আনি। তাঁর পছন্দ হয়, কথাবার্ত্তা পাকা ক'রে আস্‌বো।

সরোজ। তিনি তো বাড়ী নেই মধু! এইমাত্র বেরোলেন!

মধু। এই সেরেছে! এত সাবধান করে' গেলুম, তবু ছেড়ে দিলে? নাও, এখন তৈরী হও। মাঝ্‌ রাত্তিরে এসে মাতলামি সুরু করবেন, হ্যাপা সাম্‌লাতে প্রাণ যাবে।

সরোজ। না মধু, তিনি আর ও খাবেন না—দিব্বি করেছেন।

মধু। না, খাবেন না! বোকা মেয়ে! হাঁ—ভাল কথা! তিনি আড্ডায় যাননি তো? আমি যে আবার গোয়েন্দাকে দিয়ে এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে এসেছি।

সরোজ। সে কি মধু! কি করেছ? তিনি যে সেইখানেই গেছেন!

মধু। সর্ব্বনাশ! আমি চল্‌লুম মা! এখুনি তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। বড় বিপদ! [বেগে প্রস্থান।

সরোজ। কি বিপদ। কি বিপদ! বলে যাও—ও মধু! না—চলে গেলেন! তাই তো কি করি! এ যে বিষম দুর্ভাবনায় পড়লুম!

(গৌরীর প্রবে

গৌরী। ব্যাপার কি! এদিক দে' যাচ্ছিলুম, রাস্তায় দেখি—মধু হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছে! কি হয়েছে? নরেনের কোন অসুখ বিসুখ নয় ত?

সরোজ। (ঘাড়নাড়া)

গৌরী। ছেলে ভাল আছে?

সরোজ। (মৃদুস্বরে) হাঁ।

গৌরী। যাক্—বাঁচা গেল! তা তুমি আমার কাছে এমন ঘোমটা দিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে কথা কচ্চ কেন? নরেন আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। তা'তে আমাতে কতদিন এ বাড়ীতে একপাতে খেয়েছি! সে জোর ক'রে তোমাকে পরিবেশন করিয়েছে। আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা ক'বার জন্যে সে নিজে তোমায় কতবার সেধেছে। আর তুমি আজ এমন করে আমায় অপমান করছ! বন্ধু-বান্ধব ছাড়া নরেনের আর শুভাকাঙ্ক্ষী এখন কে আছে! যদি কোনও বিপদ আপদ হয়ে থাকে, আমায় বল।

সরোজ। কি হয়েছে, তা' তো জানি না। তিনি বেরিয়েছেন শুনে মধু তাড়াতাড়ি তাঁকে ডাক্তে গেল।

গৌরী। ওঃ—বুঝেছি! দেখ, কি আর বলবো, ছোঁড়া একেবারে অধঃপাতে গেছে, এততেও চেত্‌লো না। বাড়ী বাঁধা দিয়ে—এমন সোণার প্রতিমাকে পথে বসিয়ে যে লোক জুয়ার নেশায় উন্মত্ত, পাষণ্ড ছাড়া তা'কে আর ~~কি বলি~~! ওকি! চলে যাচ্ছ কেন? চ'লে যাচ্ছেন?

[সরোজের প্রস্থান।

এঃ

গৌরী। কথাগুলো একটু বেফাঁস হয়ে গেছে! চলে গেল—কি সুন্দর! ~~আহা! রূপ উছলে পড়ছে শ্রাবণের প্লাবন! এ রূপের~~

কদর নরেনটা কি বুঝবে ! ইস্—আহম্মুকাটা না করলে আরও খানিক-ক্ষণ দেখতে পেতুম—আরও দু'চারটে কথা শুনতে পেতুম। সরোজ—নামটিও সুন্দর। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শুঁড়ি গলি—দুখীরামের দোকান

দুখীরাম, রণলাল ও নরহরি

নর। আরে মশাই, হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। এর একচুল গরমিল হবার যো নেই। কাল্‌গাঁর বাবুদের তালুক-মুলুকের কি কমি আছে! বার্ষিক মুনাফাই কত !

রণ। চুলোয় যাক্,—তাদের তালুক-মুলুক আর বার্ষিক মুনফা! প্রজাদের রক্ত শুষে নিয়ে তাদের টাকা তাদেরই ধার দিচ্চে মামলা কর্‌ছে, জমিদারী কিন্‌ছে,—তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ? কথা হচ্চে, জুয়ার আড্ডার লোহার সিন্দুকে গৌরীকান্ত যে হীরের কণ্ঠহার রেখেছে বলছ, খবরটা খাঁটী সত্যি তো ?

নর। অব্যর্থ সত্যি! স্বয়ং যুধিষ্ঠির এর চেয়েও নিছক সত্যি বলেন নি! এই দুখের মুখেই ইতিহাসটা শোন না!

দুখী। তুমি বল দাদাঠাকুর! আমি তেমন গুছিয়ে বল্‌তে পারবো না।

নর। আচ্ছা আমিই বল্‌ছি। গৌরীকান্তের স্বভাবচরিত্র বেওড়াবার খবর পাওয়া অবধি তার বাপ দেশ থেকে খরচপত্র পাঠান বন্ধ ক'রে দেয়। গৌরীকে এক রকম ত্যেজ্য-পুত্তুর করেছে বল্লেই হয়। অথচ

বাবুর এদিকে বাবুয়ানার কম্‌তি নেই! কাজেই দেনা দাঁড়িয়ে গেল। উপায় না দেখে গৌরী দেশে গিয়ে চুপি চুপি তার মার সঙ্গে দেখা ক'রে বলে যে, পঞ্চাশ হাজার টাকা না পেলে সে আত্মহত্যা করবে। মা'র প্রাণ! মাগী কল্লে কি জান? ওদের পূর্ব্বপুরুষের কে একজন নবাবের কাছ থেকে ওই হীরের কণ্ঠহার বখ্‌শিস পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেইটে বার ক'রে এনে দিলে! গুণধর ছেলে অমনি তাই নিয়ে চম্পট! এই কণ্ঠহারই হচ্চে আমাদের শিকার।

রণ। অত টাকার জিনিস সে আড্ডাধারীর হাতে বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিলে?

নর। করে কি! রেতে তো গৌরী কোনও দিন বাড়ী থাকে না! জিনিস আগলায় কে? কাজেই সেটা হরেকৃষ্ণের আড্ডা-ঘরে লোহার সিন্ধুকে পুরে চাবি নিজের কাছে রেখেছে।

দুখী। আর ওই গয়নার দোহাই দিয়ে আড্ডাধারীর কাছে ধারটা আস্‌টাও নেওয়া চল্‌ছে। শুনেছি হীরেগুলো যেন এক একটা কাঁই-বিচি। ওই রত্না পোদ্দারই যার তিরিশ হাজার দর দিয়েছে।

রণ। তোমরা এত খবর পেলে কি করে?

দুখী। ওই যে গো—গৌরীবাবুর হ্যাঙ্‌বোট মুরারি ছোঁড়া ক'দিন আনাগোনা করছে। তার বাক্সর চাবি হারিয়েছে, তাই ময়দার ছাপ্‌ থেকে বিনি পয়সায় একটা চাবি তৈরী করে নিতে চায়। ছোঁড়া ওই বেঞ্চিতে বসে লাক্‌-পাঁচাশী মারে, আর দাদাঠাকুর দম্‌ দিয়ে বোকাটার পেট থেকে কথা বার করে নেয়।

রণ। বেশ। তাহ'লে কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেল। আজই!

নর। পল্লীটি দিব্যি নিরেল্য। আবার বাড়ীর পেছনে একটা

আঁধারে পগার। দড়ীর সিঁড়িটা সেইদিকে খাটাতে হবে। লোকের মধ্যে—আড্ডাধারী, একটা মাগী, গুণ্ডাগোছ এক দরোয়ান। সে তোমার কাছে ফুঁয়ে উড়ে যাবে। (নেপথ্যে দেখিয়া) ওই হে, নাম করতে করতে মক্কেল হাজির।

রণ। চুপ্! ঢুখীরাম, হাতুড়ী ধর।

(দূরে মুরারি ও হরেকৃষ্ণের প্রবেশ)

মুরারি। বলিহারী খুড়ো! প্রাণ ধরে বাবা দশটা টাকা দিতে পারলে না?

হরে। কি জান বাবাজি, দিই কোত্থেকে! বিবেচনা কর—ঢুশো নিলে রঙি, একশো দিতে হ'ল নদে জুয়ারীকে, এখনও গৌরীর বখরা বাকী! তা বাবা, বিবেচনা কর—এই মাগ্‌গী সওদার দিনে বাড়ীভাড়া খাইখরচ ইত্যাদি প্রভৃতি করে হাতীর খরচ জুগিয়ে তোমায় আবার এর ওপর উপরি দিতে গেলে আমার চলে কই!

মুরারি। যে যার নিজের কোলে ঝোল্ টান্‌ছে, আমার দিকে কেউ চায় না! খামকা নিরীহ লোকটাকে ধনে প্রাণে মারলুম! গৌরীবাবুর ষড়যন্ত্র শুনে বেচারা যে রকম মুষ্‌ড়ে গেছে, আত্মহত্যা না ক'রে বসে!

হরে। ও কথা নরেনকে বলে' দিয়ে বাবাজী ভাল করনি।

মুরারি। বল্‌বো না? অমন নেমক-হারাম ঢুনিয়ায় আছে? আমার সঙ্গে কি ব্যাভারটা করলে!

হরে। ও বোধ হয় একটু শাসন করবার জন্তে—

মুরারি। আচ্ছা বাবা, আমিও এক চাল চালবো। লোকে আমায় যতটা নিরেট ঠাওরায়, তত নই!

হরে। আরে রাম! তুমি হ'লে বাবাজী একটা বুদ্ধি-রাজ! তা বাবা, এ বাঁকা-চোরা রাস্তায় চলেছ কেন?

মুরারি। এসোনা—এই স্যাকরার দোকানটা হয়ে যাব।

(দোকানের দিকে অগ্রসর)

নর। (হাই তুলিয়া) গোপী-গোবিন্দ-শ্যাম রাধে-বল্লভ কৃষ্ণ হে !

মুরারি। কই হে দুখীরাম, আমার সেটা—

দুখী। নিলেই হয় ! আমার মশাই, যে কথা সেই কাজ। বাক্সয় লাগিয়ে দেখবেন—অবিকল আপনার সেই হারান চাবি ! (চাবি প্রদান)

মুরারি। আচ্ছা বাবা—দেখা যাবে তোমার কেরামতি। খুড়োকে একটা পৈতেওলা হুঁকো দাও হে (বেঞ্চে বসা)

দুখী। এই যে—ইচ্ছে করুন দেবতা। (নরহরির হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া হরেকৃষ্ণকে প্রদান)

(দূরে বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। (স্বগত) বাঃ ! এ যে ঘোঁজের ভেতর মণি-কাঞ্চন-সংযোগ ! জুয়ার আড্ডার সঙ্গে স্যাকরার দোকানের amalgamation. চাকরটা খাসা information দিয়েছে ! এতগুলো serious cases undetected রয়ে গেল ! সাহেব তো রেগে কাঁই ! তিন তিনটা Officer বদনাম কিনে ফিরে গেছে ! আমার ভবিষ্যতও তেমন উজ্জ্বল বলে মনে হয় না ! দেখা যাক্—এ gangটা watch ক'রে ! শ্যালের গর্ত্ত খুঁজতে বাঘের সন্ধানও তো বেরিয়ে পড়ে ! (অগ্রসর হইয়া) ওহে মিস্ত্রী, দেখ দেখি আংটিটা !

দুখী। এখন হবে না মশাই, দিনের বেলা আসবেন।

বিনয়। বাপু হে, বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে কি এমন সময় কাদা ঘেঁটে তোমার কাছে আধাকড়িতে বেচতে আসি ! মৌতাতে টান পড়েছে ! ওজন ক'রে দেখ না বাবা !

(অঙ্গুরী প্রদান ও মুরারির পার্শ্বে বেঞ্চিতে উপবেশন)

দুখী। চোরাই মাল নয় ত! দেখবেন মশাই, ফ্যাসাদে না পড়ি!

(দুখীরামের আংটি কষা, ওজন ইত্যাদি)

বিনয়। (রণলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বগত) এ লোকটা কে! এদের দলে এমন সভ্য-ভব্য সুন্দর চেহারা, অথচ চোখ দেখে হাণ্ডনোট-কাটা কাপ্তেন বলেও মনে হয় না! আলাপ কর্‌তে হ'ল! (প্রকাশ্যে) উঃ—এখানটায় কি ছারপোকা হে! বস্‌তে না বস্‌তে কামড়াতে সুরু করেছে। (উঠিয়া অপর বেঞ্চিতে রণলালের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন)

রণ। ছারপোকার ভয়েই যদি এই অস্থির, ভীমরুলের মুখে পড়লে কি দুর্গতি হবে!

বিনয়। হাঃ হাঃ! মশাই বলেছেন মিথ্যা নয়!

রণ। পরিচয়ের জন্যে যে ব্যাকুল দেখছি!

বিনয়। তা'ই যদি হয়, পরিচয় দিতে কি ভয়ের কারণ আছে?

রণ। গায়ে পড়ে' পরের পরিচয় নিতে গেলে আগে নিজের পরিচয় দিতে হয়।

বিনয়। ঠিক কথা! আমার নাম শ্রীরামকমল ঘোষ। নিবাস—

রণ। ঘোষ? বটে! কায়স্থ, না! আচ্ছা, বাপের নাম?

বিনয়। অত খবরের আবশ্যক দেখি না। আমি বিবাহিত!

রণ। আর বুঝি চল্‌লো না। এই বুদ্ধি নিয়ে কোম্পানীর কাজে বাহবা নেবে! এই বুদ্ধি নিয়ে! বাঃ! বাঃ! (উঠিয়া দুখীরামের প্রতি) কই হে! তোমার ছোক্‌রা তো এখনো ফিরলো না! নমুনোর বইখানা আনিয়ে রেখো, আর এক সময় এসে দেখবো! (প্রস্থানোদ্যত)

বিনয়। পরিচয়টা তা হ'লে না দেবার মতলব!

রণ। দেখ বিনয় বাড়ুয্যে, পরিচয় তোমাদের অনেক দিয়েছি, আরও অনেক দোব! কিন্তু তোমরা অন্ধ, তোমাদের দৃষ্টিশক্তি তো দিতে পারি না! [প্রস্থান।

বিনয়। (নেপথ্যে রণলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) আচ্ছা, আজ তো আজ্ঞাধারীর কার্য্য-কলাপ দেখি, পরে তোমার পালা। ~~যখন মুখ-চেনা হয়েছে, আর ছাড়ান নেই~~!

মুরারি। আচ্ছা ঝগড়াটে লোক তো!

নর। তা বই কি! বাপ বল্‌তে শালা ব'লে গেল! আমি হ'লে ওই লাঠি তার পিঠে ভাঙ্গতুম!

হরে। বলি বাবা মুরুলি, উঠবে—না আমি এগোব?

মুরারি। চল খুড়ো!

[হরেকৃষ্ণ ও মুরারির প্রস্থান।

বিনয়। বাবুটী কে হে?

দুখী। কে জানে মশাই, রাস্তার-লোক! গয়না গড়াতে দেবেন বলে' নক্সার বই দেখতে চাইলেন, তা আবাগের বেটা রাখালে আজও গেছে, কালও গেছে! এই নিন্ আপনার আংটি—একদম্ মরা সোণা—টাকা পাঁচেক হয় তো রেখে যান!

বিনয়। তোমার যে রাক্কুসে খিদে হে। পাঁচ টাকায় গিনি সোণার আংটি! দাও—দাও। [আংটি লইয়া প্রস্থান।

দুখী। সর্দ্দার বাবুর পিছু নেবে না তো?

নর। আরে রাখ্! রণু অমন শাতটা টিক্‌টিকিকে ট্যাকে গুঁজে এড়ে গরু বলে' চেত্‌লার হাটে বেচে আসতে পারে।

চতুর্থ দৃশ্য

নরেন্দ্রের বাটী

সরোজ

সরোজ। কখন সন্ধ্যে হয়েছে, এখনও দেখা নেই! এতক্ষণ তো খেলা হয় না! কোন কি বিপদ-আপদ হ'ল। মধু বল্‌লে—তিনি খেলায় উন্মত্ত, কিছুতেই উঠ্‌লেন না। আবার ডাকতে পাঠালুম, এখনও ফিরলো না! তবে কি তাঁকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। মধু কি আমায় বোঝাবার জন্যে মিছে করে ব'লে গেল। কি হবে! আমাদের আর কে আছে, তাঁকে খালাস করে আনবে! হে ঠাকুর! তাঁকে আমার ফিরিয়ে দাও! টাকা যাক্—বাড়ী যাক্—যেমন নেশা করে' আসতেন, তেমনি আসুন—শুধু তিনি ফিরে আসুন, তাঁকে নিরাপদে দেখি, এই ক'রে দাও!

(নেপথ্যে গৌরী) দোর খোল—দোর খোল—

সরোজ। ওই কে ডাক্‌ছে—বোধ হয় তাঁর খবর [প্রস্থান।

(সরোজ ও গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে! খেলায় আজ নরেন—যা কাছে ছিল—সর্ব্বস্ব হেরে গেল! তারপর—

সরোজ। কোথায় তিনি? বাড়ী এলেন না কেন?

গৌরী। শোন! হেরে গিয়ে টাকার শোকে তার মাথাটা কেমন বিগড়ে গেল! কথাবার্ত্তা নেই, হঠাৎ কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা ছোরা বের করে' একেবারে নিজের বুকে বসিয়ে দিল!

সরোজ। অ্যাঁ! অ্যাঁ! ~~ঠাকুর! এই করলে~~! (ভূতলে বসিয়া পড়া)

গৌরী। ভয় নেই—বেঁচে আছে।

সরোজ। (উঠিয়া) বল—বল—

গৌরী। তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করে' তো হাঁসপাতালে নিয়ে গেলুম,—

সরোজ। ডাক্তারে কি বল্‌লে? সেরে উঠবেন তো?

গৌরী। ভগবানের হাত! জীবন-সঙ্কট ব্যাপার! যা হোক— আর দেরী নয়, তুমি এস। দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে! তোমায় দেখবার জন্যে সে ছট্‌ফট্‌ করছে! যেমন আছ, তেমনি চলে এস।

সরোজ। চলুন (গমনোদ্যতা)। কিন্তু, বাড়ীতে যে কেউ নেই! ছেলে ঘুমুচ্চে। মধু এলেই—

গৌরী। মধু তো হাঁসপাতালে! ঝর্ ঝর্ করে' কাঁদছে, আর ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে নরেনের বুক থেকে রক্ত মুছিয়ে দিচ্চে। তুমি গেলে তা'কে পাঠিয়ে দোব। নাও—আর দেরী কোরো না! লজ্জা করবার এ সময় নয়!

সরোজ। শ্যামলকে তুলে নিয়ে আসি! (প্রস্থানোদ্যত)

গৌরী। ক্ষেপেছ! মরণাপন্ন রোগীর ঘরে কখন ছোট ছেলে মেয়ে যেতে দেয়? হাঁসপাতালের দরজা থেকেই তাড়িয়ে দেবে! সে থাক্— ঘুমুক!

সরোজ। তবে আপনি যান। দয়া করে' মধুকে পাঠিয়ে দিন ছেলেকে একা ফেলে কি করে যাই!

গৌরী। ওবুঝেছি, আমায় অবিশ্বাস করছ! বেশ—আমি চল্লুম! কিন্তু যা অবস্থা দেখে এসেছি, ঈশ্বর না করুন—নরেন আর বেশীক্ষণ নয়! এর পর যদি দেখা না হয়, আমায় দোষ দিও না! আহা! বেচারা শেষ-দেখা দেখবার জন্যে আকুল হয়ে চেয়ে আছে!

সরোজ। মাগো! (মূর্চ্ছা)

গৌরী। আঁ্যা। কি হ'ল—কি হ'ল! faint হ'ল নাকি! তাই তো, জল কোথা পাই!

সরোজ। (উঠিয়া) চলুন—আমি একলাই যাব।

গৌরী। এস।

(চোখ মুছিতে মুছিতে শ্যামলের প্রবেশ)

শ্যামল। মা! ভয় করছে!

গৌরী। যা—যা ঘুমুগে! তোর মা এখনি ফিরে আস্‌বে।

শ্যামল। মা! মা! কাঁদছ কেন ?

সরোজ। বাপরে আমার! অজ্ঞান তুই—কি বুঝবি কেন কাঁদছি!

গৌরী। লক্ষীটি, বিছানায় গিয়ে ঘুমোও গে। কাল তোমায় কাঠের ঘোড়া কিনে দেব। কি গেরো—চলে এসনা গো!

সরোজ। শ্যামল আমার সঙ্গে যাক্! ওকে তিনি বড় ভালবাসেন!

গৌরী। তবে আমি চল্লুম, তোমার যা খুসী কর।

শ্যামল। ওমা! মধু দাদা আসছে।

গৌরী। আঁ্যা! আঁ্যা!

(মধুর প্রবেশ)

সরোজ। মধু! মধু! তাঁকে কোথায় রেখে এলে! আমার পোড়া অদৃষ্টে এই ছিল!

মধু। আঃ স্থির হও না মা! তোমার যে সব বাড়াবাড়ি! একি! গৌরী বাবু যে!

গৌরী। হাঁ—আমি এই নরেনের খবরটার জন্য—

[দ্রুত প্রস্থান।

সরোজ। মধু! মধু! সত্যি বল—শ্যামলের গা ছুঁয়ে বল—তিনি বেঁচে আছেন তো!

মধু। এ আবার কি ছিষ্টিছাড়া কথা! জামাইবাবুকে যে এইমাত্র বাইরের ঘরে শিকলি দিয়ে আস্‌ছি! (গমনোদ্যতা সরোজকে বাধা দিয়া) না মা—এখন যেও না—তাঁর মেজাজ ঠিক নেই!

সরোজ। তা' হোক—আমি যাব—একবার তাঁকে দেখ্‌ব!

[প্রস্থান।

মধু। ছাড়া পেলেই এখুনি একটা হৈ চৈ বাধাবে! এ বিষ খাওয়া কেন? তা কি ছাই শুনবে? এত করেও বোতলটা কাড়্‌তে পারলুম না! চল দাদা, আমরা ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সরোজ ও মদ্যের বোতল হস্তে নরেন্দ্রের প্রবেশ)

সরোজ। ওগো, কি কর! কি কর! আর খেয়ো না।

নরেন্দ্র। তুমি যাও—খুসী—আরও খাব—দশ ডবল খাব—বিশগুণ খাব! যে বিষমাথান কথা শুনিয়েছ, এক পিপে না খেলে মাথা ঠিক হবে না! (মদ্যপান) সে Rascalএর মুখ দে' রক্ত তুলতে পার্‌ব না! এত স্পর্দ্ধা! পাজী! আমায় ফতুর করেও আশ্‌ মিট্‌ল না? শেষে—(মদ্যপান) টাকা গেছে বলে' কি মরেছি? রক্তমাংশের শরীর নয়? (মদ্যপান)

সরোজ। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—চুপ কর!

নরেন্দ্র। এই দাঁড়াও না—চুপ করেছি। (মদ্যপান ও পানান্তে বোতল ফেলিয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে বেগে প্রস্থান)

সরোজ। অমন করে' ছুটো না—এখনই পড়ে যাবে। মধু! মধু!

(ছোরা-হস্তে নরেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

নরেন্দ্র। চোপরাও! মেধো কি কর্‌বে! সে বেটা চাকর, তাকে care করি? (প্রস্থানোদ্যত)

সরোজ। ছুরি নিয়ে কোথায় যাও? ওগো, ছুরি নিয়ে কোথায় যাও?

নরেন্দ্র। যমের বাড়ী! শয়তানের সঙ্গে দাঙ্গা করতে! সরে যাও—সরে যাও— [সরোজকে ঠেলিয়া দিয়া বেগে প্রস্থান।

সরোজ। (উঠিয়া) মধু! মধু! শীগ্‌গীর নেমে এস!

[নরেন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন।

পঞ্চম দৃশ্য

রাস্তা

(হরেকৃষ্ণ ও মুরারির প্রবেশ)

মুরারি। আচ্ছা হরু খুড়ো, গৌরীবাবুর ওপর বাস্তবিক কি তোমার আন্তরিক টান আছে? দেখো বাবা, ধাপ্পা দিওনা।

হরে। অর্থাৎ?

মুরারি। অর্থাৎ—এই ধর না কেন—তাঁর কোনও রকম যৎসামান্ত ক্ষতি-টতি হলে—

হরে। আমার বুকটা চড়চড়্ করে কি না?

মুরারি। হ্যাঁ বাবা! দোহাই ধর্ম্ম—দিল্ খোলসা করে' বোলো!

হরে। আমার কাছে বাবাজী রোকা কড়ি চোখা মাল! কাজ কর, বখ্‌রা নাও। নইলে গৌরীও যেমন, তুমিও তেমনি! ও পরের জন্তে মাথাব্যথা হরুঠাকুরের গুষ্টির কুষ্টিতে লেখেনি।

মুরারি। তা হলে খুড়ো, একটা মনের কথা তোমায় বলি।

হরে। স্বচ্ছন্দে বল বাবা।

মুরারি। বাবুর ওখানে আমার দানা-জল তো ফুরুল!

হরে। তা—এক রকম তা'ই ধরে নাও।

মুরারি। মনে করেছি—সুবিধে পেলেই বাবুর বাক্সয় যা কিছু পাব,—বুঝেছ ?

হরে। হাতাবে ? তা—আমার তা'তে বাবাজীবন কোন আপত্য নেই। বরং এ রকম সৎকাজে উৎসাহ দিতে তোমার খুড়ো চির-প্রসিদ্ধ।

মুরারি। কিন্তু, ধরা যদি পড়ি, অবস্থাটা একটু কেমন-কেমন হবে না ?

হরে। তা—যৎসামান্য একটু গোলমেলে হবে বই কি বাবা !

মুরারি। বেটা যে বদমেজাজী, হাজার হাতে পায়ে ধর্‌লেও পুলিশ লেলিয়ে দেবেই !

হরে। আর, তা হলেই গভর্ন্মেণ্টের খাস বন্দোবস্ত ! এর আর নড়-চড় নেই।

মুরারি। হাঁ ! সেই রকমই তো শোনা যায়। আচ্ছা খুড়ো, সেখানকার হাল-চাল কেমন ? ভদ্রলোকের সঙ্গে কি রকম ব্যাভার করে ?

হরে। তা—অমায়িক। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে বাবা খাই-খরচ ঘরভাড়া লাগে না। দেউড়ীতে হরদম্ বরকন্দাজ মোতায়েন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবরদারী করবারও লোক আছে। আবার—কুড়েমি করে বসে থেকে শরীরে না বাত আশ্রয় করে, হুজুরদের সেদিকেও বিলক্ষণ শুভদৃষ্টি আছে ! ঘানী বলে' একরকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে জান তো ?

মুরারি। ও বাবা ! সত্যি টানাবে নাকি ?

হরে। সে আনন্দের কথা আর বল কেন !

মুরারি। তবেই তো ! কি করা যায় খুড়ো ? পাকা লোক তুমি,— একটা কিছু ক্যাটান্-প্যাচ বাত্‌লে দাও বাবা !

হরে। ছাথ বাবাজী, অত আগু-পেছু ভাব্‌তে গেলে জগতের কোনও মহৎ কাজই সম্পন্ন হয় না! সাদা কথা—মাল যদিস্যাৎ হস্তগত করে' ফুগ্‌লিস কেটে বেরিয়ে আসতে পার, সেই ধূল-পায়েই রওনা হয়ে আমার কাছে এস। যথানিয়ম বখ্‌রা দাও, তারপর মেদিনীপুর অঞ্চলের কোনও একটা অজ্‌ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস কর। প্রাণান্তে আর ও নচ্ছার মনিবের মুখদর্শন করো না।

মুরারি। যা বলেছ! থাকে ফাঁড়া, খেটে আসব!

হরে। নয়তো ব্যাটা ছেলে কিসের? তোমরা বাবা মানুষ মুনুষ হও, আমার আর কি—দেখে সুখ বই ত নয়! কিন্তু আগে আমার কাছে হয়ে, তারপর—

মুরারি। সে বলতে হবে না!

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। বিদ্যে-বুদ্ধি যতই যাঁর থাকুক না কেন, এক অন্তর্য্যামি না হ'তে পারলে এ কাজের এক একটা জটিল সমস্যায় চটপট কৃতকার্য্য হ'বার আশা দুরাশা! তবে বরাতে লেগে যায়, স্বতন্ত্র কথা! সন্দেহ করে' তো আঁধারে ঢিল ছুঁড়ে চলেছি, লাগে—দশমুখে জয়জয়কার, নইলে ব্যর্থ পরিশ্রম, উৎসাহ ভঙ্গ, দুর্নাম!

মধুর দ্রুত প্রবেশ)

বিনয়। কি হে কর্ত্তা! ব্যাপার কি?

মধু। গোয়েন্দা বাবু! বাবু, বড় বিপদ! নেশার ঘোরে জামাই-বাবুর মাথায় খুন চেপেছে! এতবড় এক ছোরা নিয়ে গৌরীবাবুকে খুন করতে ছুটেছে! দোহাই বাবু, শীগ্‌গীর এস—নইলে একটা রক্তারক্তি করে' বসবে!

বিনয়। কে গৌরী বাবু? কোথায় বাড়ী?

মধু। ওই গোঁসাইপাড়ার মোড়ে। বড়লোকের ছেলে—খুব ফিটফাট, কিন্তু বেটার জুড়ী বদমাইস এ তল্লাটে নাই। ওই যে জুয়ার আড্ডার কথা বলেছি, গৌরীবাবু তাদের চাঁই!

বিনয়। তা' গোঁসাইপাড়া এদিকে কোথায় চলেছ?

মধু। গৌরীবাবু তো রেতে বাড়ী থাকে না! সেই বেবুশ্যেটার ওখানে যেতে হবে!

বিনয়। (স্বগত) এ গৌরী আর কেউ নয়, আজকের সেই স্যাকরার দোকানের পরিচিত বন্ধু! দলপতির আস্তানাটা এই সূত্রে দেখে আসা যাক্! (প্রকাশ্যে) চল—তোমার জামাইবাবুর কীর্ত্তিটা দেখি!

মধু। ছুটে এস বাবু!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হরেকৃষ্ণের বাটী—দোতালার কক্ষ

রঙ্গিলা

(গীত)

দেখি দেখি আঁখি ভরে'।
এলে যদি, এস বস কাছে বস,
রাখিব না ধরে জোরে॥
ছিল দিন, কথা গাঁথা আছে মনে,
কত সাধাসাধি আকুল নয়নে,
'ভুলিব না আর'— কত শত বার
বলাবলি গলা ধরে।

(গৌরীকান্তের প্রবেশ)

রঙ্গিলা। কি গো! আজ যে এমন সময়!

গৌরী। খুড়োর সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে!

রঙ্গিলা। সে যে তোমার বাড়ীতেই গেছে! বলে গেল—যাব আর আসব! এদিকে আমার জ্বালা দেখ্! 'মনের কথা' মাথার দিব্বি দিয়ে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে! সেজে-গুজে ঠায় বসে আছি, মিন্‌সের দেখা নেই! অত টাকার হীরের হার সিন্দুকে, বাড়ী খালি রেখে তো যেতে পারি না!

গৌরী। ~~ও "দাস কোম্পানীর" সিন্দুক—ভাঙ্গে এমন চোর এ দেশে নেই।~~ ~~আর~~, এখন তুমি যেতে পার। খুড়ো না আসা পর্য্যন্ত আমি রয়েছি!

(~~লছমনের প্রবেশ~~)

~~লছ। গাড়োয়ান শালা হাল্লা করছে!~~

রঙ্গিলা। ~~চল্—চল্। (গৌরীর প্রতি)~~ দেখ, আমরা সদরে কুলুপ দিয়ে চল্লুম নইলে তোমার খুড়োর যে ঘুম—ফিরে এসে ডাকাত-পড়া হাঁকাহাঁকি করতে হবে! তোমরা খিড়কী দিয়ে আসা-যাওয়া কোরো!

[~~লছমন ও~~ রঙ্গিলার প্রস্থান।

গৌরী। এমন অপমানিত—পূর্ণ আশায় এতদূর নিরাশ কখনও হইনি! আর একটু হলেই তো কাজ উদ্ধার হয়ে যেতো। এ আপশোষ কি রাখবার স্থান আছে! যত বাধা—যত বিফলতা সাম্‌নে এসে দাঁড়াচ্ছে, বুকের ভেতর উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা ততই কেঁপে উঠ্‌ছে! চাই—সরোজকে চাই! নরহত্যা করতে হয়—তা'ও স্বীকার, সরোজকে চাই!

(হরেকৃষ্ণের প্রবেশ)

হরে। ওরে রাঙি !

গৌরী। তা'রা নেমন্তন্নে গেছে !

হরে। আরে বাবাজী যে ! আমি বাবা তোমার বাসায়—

গৌরী। চুলোয় যাক্ ! এখন একটা কাজ করতে পারবে ? দশ হাজার টাকা দেব !

হরে। দশ হাজার !

গৌরী। দশ হাজার ! নরেনের বাড়ী চেনো তো ? বৈঠকখানায় সে আধ-মাতাল অবস্থায় পড়ে আছে ! একটা ওষুধের গুঁড়ো দোব, মদের সঙ্গে মিশিয়ে এখনি তাকে খাইয়ে আসতে হবে !

হরে। ও বাবা ! মানুষ খুন !

গৌরী। না—না—খুন নয় ! বড় জোর—মাথাটা একটু বিগড়ে যাবে ! দেখ খুড়ো, পার তো দশ হাজার !

হরে। ঠিক দেবে তো বাবা !

গৌরী। ওই হীরের কণ্ঠহার জামিন রইল।

হরে। কই—নিয়ে এস তোমার ওষুধের গুঁড়ো।

গৌরী। হীরেলালের কম্পাউণ্ডারের কাছে আমার নাম করলেই ওষুধটা পাবে। এতক্ষণে বোধ হয় তৈরী হয়ে গেছে।

হরে। না বাবাজী, ও সাক্ষী-সাবুদে নেই ! কাছেই তো ডাক্তারখানা ! ওষুধ আমার হাতে পৌঁছে দিয়ে তুমি এখানে এসে গট্ হয়ে বসে থাক, আমি বাবা আধ ঘণ্টায় কাজ ফতে করে' আসছি !

গৌরী। বেশ, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জানালার বাহিরে দুখীরামের প্রবেশ)

দুখী। গরাদগুলো সরু আছে—কাট্‌তে বেশীক্ষণ যাবে না!

(উকো দ্বারা গরাদে কাটিবার চেষ্টা এবং জানালায় রণলাল ও নরহরির আগমন)

রণ। দেরী কত?

দুখী। এই তো মশাই সুরু করেছি!

রণ। সর্! (সবলে দুইটী গরাদ বাঁকাইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ)

দুখী। বাঃ সর্দ্দার বাবু!

নর। সাবাস্ রণু!

(নরহরি ও দুখীরামের কক্ষমধ্যে আগমন)

দুখী। ফাঁকা ঘর দেখছি! দাদাঠাকুর, ভারি সুবিধে হয়েছে!

নর। হবে না! স'পাঁচ আনার পূজো মান্‌ত করেছি! জয় মা কপালিনী কৈবল্যদায়িনী তারা—

রণ। চুপ্—বুজরুকী রাস্তায় কোরো—

নর। ওহে, ঠাকুর দেবতার নামটা—

রণ। ব্যাস্—ব্যাস্—সিন্দুক কই!

দুখী। এই তো একটা লোহার সিন্দুক দেখছি!

রণ। নরুর কাছে চাবির থোলো আছে! দেখ্—যদি একটা লেগে যায়!

দুখী। (চেষ্টা করিয়া) না মশাই, এ ভাল কল্—আমাদের চাবির কর্ম্ম নয়!

রণ। তবে যন্তর্ কই? বাটালি, ছেনি, হাতুড়ী—

দুখী। এই যে সব! (যন্ত্র বাহির করা)

রণ। নে চট্‌পট্‌! সাবধানে ঘা দিবি!

দুখী। যদি কেউ এসে পড়ে! আলো জ্বল্‌ছে!

রণ। সে ভাবনা আমার, তোকে যা বল্‌ছি কর্‌! (সহসা চমকিত হইয়া) চুপ্‌! পা'র শব্দ পাচ্চি! হুঁসিয়ার! (নরহরি ও দুখীরাম খাটের পশ্চাতে লুকান)

(মুরারির প্রবেশ)

মুরারি। (প্রবেশ করিতে করিতে) সদরে তালা কেন বাবা! খুড়ো! খুড়ো! বড় সু-খবর! বাজীমাৎ করে এসেছি।

(রণলাল পশ্চাৎ হইতে মুরারি গলা টিপিয়া ধরিল)

উঃ। গেলুম—গেলুম—দম্‌ আট্‌কে যায়।

রণ! চুপ্‌।

মুরারি। দোহাই বাবা, চুপ করছি—মেরো না।

রণ। হীরের হার কোথায় আছে?

মুরারি। ওই—ওই সিন্দুকে।

রণ। যদি না থাকে, তোমায় টুক্‌রো করে রেখে যাব। আর থাকে, বখরা পাবে। নরু, এটাকে নজর-বন্দী করে রাখ। যন্তর নে দুখে—কাজ আরম্ভ কর্‌ সিন্দুক খুল্‌তেই হবে। এতদূরে এগিয়ে না ফস্কে যায়।

দুখী। সময় নেবে মশাই। সিন্দুকটা ভারি মজবুত।

(যন্ত্রের দ্বারা সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা)

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। ঘরের ভেতর এরা কারা! এ যে রণলাল। কণ্ঠহার চুরি করতে এসেছে। পাহারওয়ালা—পাহারওয়ালা—

নর। মজালে। পাড়া শুধ্ধু এখনি জাগ্‌বে।

গৌরী। চোর—চোর—পুলিশ—

রণ। (গৌরীকে ধরিয়া) চেঁচিও না গৌরীবাবু। যদি প্রাণের মায়া থাকে টুঁ শব্দ কোরো না। (পলায়নোদ্যত মুরারীর প্রতি) খবরদার ছোক্‌রা, পালাবার চেষ্টা করলে খুন করবো।

গৌরী। অ্যাঁ! ছোরা এনেছে! খুন করবে! পুলিশ—পুলিশ—

রণ। চুপ কর—এখনও বলছি চুপ কর।

গৌরী। কে আছ—ছুটে এস—খুন করলে—খুন করলে—

রণ। খুন হয়ত করতুম না, কিন্তু না করলে উপায় নাই! ~~বিশ্বাসঘাতক~~! (গৌরীর বক্ষে আঘাত ও গৌরীর পতন)

দুখী। খুন—খুন—সর্দ্দার-বাবু খুন করেছে।

মুরারি। রক্তের ফোয়ারা—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌ছে।

নর। করলে কি রণু? সত্যি সত্যি খুন করলে?

রণ। হ্যাঁ! খুন ভাল, কিন্তু ধরা পড়া ভাল নয়। রণলাল ধরা দিতে আসে না। দুখে, কাঠের পুতুলের মত কি দেখছিস? কাজ কর—সিন্দুক খোলা চাই।

দুখী। আমি বলি কি—আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌। বাধা পড়ছে—

রণ। এত ভয় বুকে নিয়ে চোর হয়েছিস্ কেন? চাষা—যন্তর্ নে।

দুখী। আমার হাত কাঁপ্‌চে—পালাই।

রণ। হুঁসিয়ার দুখে! মাথায় এখন খুন নাচছে। ভাঙ সিন্দুক—

মুরারি। সিন্দুকের চাবি বাবুর পকেটে রুমালে বাঁধা থাকৃত।

রণ। বটে! খুঁজে দেখ। (গৌরীর পকেট হইতে মুরারির চাবি বাহির করা) সাবাস্ ছোকরা! সিন্দুক খোল।

(মুরারি সিন্দুক খুলিয়া কণ্ঠহার বাহির করিয়া রণলালের হাতে দিল)

দেখি ! হাঁ, হীরের মত হীরে বটে ! এখন শোন । এ কথা যদি প্রকাশ হয়, তুমি ছাড়ান পাবে না ! তুমিও এর ভিতর আছ । আমরা সকলেই একবাক্যে বলবো —খুন তুমি করেছ ।

মুরারি । আমি কিছু বল্‌ব না—কিচ্ছু বল্‌বো না ।

রণ । সাবধান ! এখন তোমরা যেতে পার ।

নর । তুমিও এস, অনেক দেরি হয়ে গেছে ।

[দুখীরামের জানালা-পথে প্রস্থান ।

রণ । এ ছোঁড়াকে সঙ্গে নিয়ে যাও । নজর রেখো—না পালায় ।

[নরহরি ও মুরারির জানালা-পথে প্রস্থান ।

লাসটাকে একবার শেষ দেখে যেতে হবে । কি জানি যদি একটু প্রাণ থাকে, আবার যদি চেতনা হয় ! বিপদাশঙ্কা নির্ম্মূল করে, যাওয়াই ভাল । (গৌরীর পরিত্যক্ত উড়ানির দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া) না, মরে গেছে—তখনই মরে গেছে । উঃ ! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! ~~ওই ওই রক্তগঙ্গার উপর কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! পালাই—পালাই—~~

[জানালা-পথে প্রস্থান ।

(ছোরা-হস্তে নরেন্দ্রের প্রবেশ)

নরেন্দ্র । পালিয়েছে—কোথাও খুঁজে পেলাম না ! খুড়ো, মদ দাও ! ~~কুট-চক্রীর দেনা শোধ হ'লনা, মদ দাও~~ ! স্ত্রী পুত্র রাস্তার ভিখিরী ! হোক্ ভিখিরী, খুড়ো ! মদ দে আও ! এই যে—এই যে লম্পট—অকাতরে ঘুমুচ্ছে ! শয়তান ! এইবার তোকে পেয়েছি ! যমের মুখে পড়েছি—আর পরিত্রাণ নাই ! ওঠ—এখনও আমার পা ছুঁয়ে মাপ

চা'—সরোজকে 'মা' বলে ডাক, নইলে এই ছোরা তোর বুকের রক্ত পান কর্‌বে! উঠ্‌লি নি—এখনও উঠ্‌লি নি! তবে তোর মরণ ঘুনিয়ে এসেছে! (গৌরীকে আঘাত করিবার জন্য ছোরা উত্তোলন)

(বিনয়ের দ্রুত প্রবেশ)

বিনয়। সর্ব্বনাশ! খুন করলে যে! (হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা নরেন্দ্রর মস্তকে আঘাত)

নরেন্দ্র। ওঃ! (মূর্চ্ছা)

বিনয়। (মৃত গৌরীকে পরীক্ষা করিয়া) কি পৈশাচিক আক্রোশ! মরার ওপর আঘাত করতে উদ্যত। আহা! একটু আগে এলে বেচারাকে বাঁচাতে পারতুম! (নরেন্দ্রকে দেখিয়া) তাইতো! খুনেটাও যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল! লাঠিগাছটা হাতে না লেগে বে-টকরে মাথায় পড়েছে। এখন দু'চার জন সাক্ষী প্রয়োজন। বাড়ীতে জনমানবের চিহ্ন নেই! পাশের ডাক্তারখানায় দেখে এলুম—আলো জ্বল্‌ছে। সেই ভাল! medical help আর সাক্ষী, দুই-ই হবে। দোর বন্ধ করে' যাব—পালাবে কোথায়?

[প্রস্থান।

নরেন্দ্র। সরোজ! সরোজ! কোথায় আমি! (ধীরে ধীরে উঠিয়া বসা) উঃ! দারুণ যন্ত্রণা! (দণ্ডায়মান) শরীর অবসন্ন—অস্পষ্ট দৃষ্টি—মাথায় পর্ব্বত-ভার! এ কে শুয়ে? গৌরী! মনে পড়েছে—শয়তানটা অঘোর হয়ে ঘুমুচ্ছিল! একি রক্ত? গা-ময় রক্ত—ঘর ময় রক্ত—রক্ত-বন্যার উপর গৌরী শুয়ে। খুন করে গেছে! নরহত্যা! কে রে নির্ম্মম নর-ঘাতক! অ্যাঁ! তাই কি! তবে কি—তবে কি আমি? ঘুমন্ত ওকে খুন করতে গেছলুম! জগদীশ্বর! কি করলুম? কি মহাপাতক

করলুম ! গৌরী—গৌরী—ভাই ! বেঁচে আছ কি ? কথা কও—একবার নিঃশ্বাস ফেল—গৌরী ! তবে আর কেন ? আর এ নরঘাতী জীবন কেন ? (রক্ত-মাখা ছুরি ভূতল হইতে তুলিয়া লইয়া) এই ছুরি, বড় উল্লাসে নর-রক্ত পান করেছ ! তৃষ্ণা আরও মিটাবে ! গৌরী, চেয়ে দেখ—নর-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত দেখ। তোমার রক্ত-মাখা ছুরি নিজের বুকেও—আর সরোজকে দেখতে পাব না—আর শ্যামলের মুখ চুম্বন করতে পাব না। জগদীশ্বর ! জগদীশ্বর ! একবার তাদের দেখতে দাও—শেষ একবার দেখব ! (প্রস্থানোদ্যত ও তৎপরে ফিরিয়া আসিয়া) দ্বার রুদ্ধ—বোধ হয় পুলিস ডাকৃতে গেছে। হয়ত তা'রা এতক্ষণ ছুটে আসছে। কি করি ! কোন্ দিকে যাই—কোন দিকে—এই যে গরাদে বেঁকে রয়েছে ! ঝাঁপ দিই, বেঁচে থাকি—শেষ দেখা হবে, আর—মরণ হয় তো বেঁচে যাব।

(জানালা-পথে ঝম্প-প্রদান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নরেন্দ্রের বাটী

সরোজ ও মধু

মধু। আমি মা চারিদিক তন্ন তন্ন করে' দেখে এসেছি। গোয়েন্দা-বাবুর সঙ্গে থানাতেও গেছলুম। সে ভয় নাই। হয়ত তাঁর কোনও বন্ধু পথে তাঁকে বে-এক্তার দেখে যত্ন করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছেন।

সরোজ। মন আমার এত উতলা কখন হয় নি! সেই কতদিন আগে মনের আকাশের এক কোণে দুর্ঘটনার একটু কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল। দিন দিন আকাশ অল্পে অল্পে ঘন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। তার পর, আজ সকাল থেকে সেই অন্ধকার আকাশে প্রলয়ের একটানা ঝড় চলেছে। মন যেন বলছে—এ ঝড় এখন থাম্‌বে না। আমাদের সুখের ঘরবাড়ী চূরমার করে'—শান্তির নৌকা বন্যার ঘূর্ণিতে ডুবিয়ে দিয়ে এ আকাশ তবে ফর্‌সা হবে।

মধু। মা! ভাবনা যত ভাববে, ততই বাড়বে। দুটো বেজে গেছে, কেন আর রাত জেগে কষ্ট পাও, একটু ঘুমোও গে।

সরোজ। বুকের ভিতর ভাবনার একটা সুমুদ্দুর নিয়ে মানুষ কি ঘুমুতে পারে? নেশার ঘোরে তিনি হয়ত রাস্তায় কোথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কি করে' ঘুমাই মধু? আমারই দোষ! মাথা খেতে কেন তাঁকে তখনই সে কথা বল্‌তে গেলুম!

মধু। তাই তো মা! কিছুতেই খুঁজে বার কর্‌তে পারলুম না!

সরোজ। তোমার আর দোষ কি? আহা! বুড়ো মানুষ সেই অবধি ছুটোছুটী করছ! তোমার ধার জন্মেও শোধ হবে না।

মধু। পাগল মেয়ের কথা শোন! মা, তোমায় যে এইটুকু বয়েস থেকে কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছি। এই মধু ছাড়া কা'রও হাতে দুধ খেতে না! কর্ত্তা আমোদ করে' বলতেন—মেয়েটা মোধকে উইল করে যাব। সেই তুমি আজ সারারাত্রি ভাবনায় ছট্‌পট্‌ করছ, আর বুড়ো মিন্‌সে আমি—কোনও উপায় করতে পারছি না। কি বলবো মা—বুড়োর বুকটা যে কি ধড়ফড় করছে—

সরোজ। তা জানি মধু। এ দুর্দ্দিনে তুমিই তো আমাদের ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছ! তুমি গেলে আমাদের কি উপায় হবে!

মধু। মরা বাঁচা তো মানুষের হাত নয় মা! দিন ফুরুলেই যেতে হবে।

সরোজ। বালাই! সে কথা বলছি না। আমাদের সংসার তো দেখছ? কোনদিন আধপেটা জুটবে, কোনদিন হয়ত তাও না। এমন অবস্থায় আর মধু কেমন করে' তোমায় থাকতে বলি! আমরা ভাড়া-বাড়ীতে গেলে তুমি আর কোথাও কাজকর্ম্ম দেখে নিও। আমরা তো ডুব্‌তেই বসেছি, তুমি বাছা কেন আর আমাদের সঙ্গে মজ?

মধু। মা, আমার এ বুড়ো নৌকো অনেকদিন জলে ভাস্‌ছে! তলা ফুটো হয়ে এল বলে'। এখন কি আর ডোববার ভয় রাখি? ভগবান না করুন—অদৃষ্টের দোষে তোমার সোনার নৌকোই যদি এর মধ্যে ডুবে যায়, সঙ্গে সঙ্গে না হয় এ ঘুণ-ধরা ঝাঁঝরা কাঠ খানাও তলিয়ে গেল! কা'রও তাতে কোনও ক্ষতি নেই। তোমার সুখের দিনে সোনার থালের এঁটো ভাত যেমন তৃপ্তিতে খেয়েছি, আজ তোমার দুঃখের পান্তাও তেমনি হাসিমুখে খাব। বুড়োকে তাড়িয়ো না মা! তাড়াতে

পার্বেও না। তোমার শ্যামলের পাতে বুড়ো ছেলেটাকেও এক মুঠো দিতে হবে।　　　[প্রস্থান।

সরোজ। ভগবান। একটা দেবতার প্রাণ—দেবতার মমতা এই নিরক্ষর মধুর বুকে দিয়েছে!

(নিঃশব্দে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নরেন্দ্রের প্রবেশ ও সরোজের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি-স্পর্শন)

সরোজ। ওমা! কে গো।

নরেন্দ্র। চিনতে পারছ না?

সরোজ। তুমি! গা-ময় রক্ত—রক্ত-মাখা ছুরি হাতে—ওগো, কি করলে গো! কি সর্ব্বনাশ ক'রে এলে গো।

নরেন্দ্র। দেখ ছোনা—খুন করেছি—নরহত্যা করেছি! এই ছুরি গৌরীর বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছি। দেখ—দেখ—রক্ত বুঝি এখনও শুখোয় নি।

সরোজ। ওমা! কি হবে! হায়—হায়—আমার মাথা খেতে কেন এ কাজ করলে? ওগো, কেন করলে? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই।

নরেন্দ্র। কে জানে—মাথায় কি কুগ্রহ চেপেছিল! অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম! জ্ঞান হয়ে দেখলুম—মেঝের ওপর রক্তের দামোদর! তা'র বুকে রক্ত মাখা বিকট শব-দেহ—তোমার স্বামীর পৈশাচিক কীর্ত্তি।

সরোজ। চুপ কর—চুপ কর, চেঁচিও না।

নরেন্দ্র। ভেবেছিলুম—আত্মহত্যা করবো! কিন্তু, পারলুম না! মরতে ভয় হয়! প্রাণের উপর এখনও মমতা হয়!

সরোজ। বালাই! বালাই।

নরেন্দ্র। দোর থেকে ডাক্‌তে সাহস হ'ল না! যদি কেউ দেখ্‌তে পায়! গলার স্বরে যদি কেউ চিন্‌তে পারে।

সরোজ। কি হবে! ~~কি হবে~~।

নরেন্দ্র। আর কি হবে! হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে—ঘটা করে' খবরের কাগজে চেহারা ছেপে বেরোবে—তারপর ফাঁসীর দোলায় ঝুলিয়ে দেবে।

সরোজ। ওগো, অমন করে' বোলনা, আমার বুক ফেটে যায়! তুমি পালাও—পালাও! খুব দূরে—অনেক দূরে চলে যাও! কেউ সেখানে তোমায় চিন্‌তে পার্‌বে না।

নরেন্দ্র। ছেলেমানুষ—কি বলছ জান না! কোথায় পালাব? পুলিশের চোখ থেকে কোথায় পালাব? যেখানে যাব, ধরে আন্‌বে।

সরোজ। না—না, কখনও ধরতে পার্‌বে না! আমি বল্‌ছি—ধর্‌তে পারবে না! কি করে' চিন্‌বে? তুমি যাও! মাথা খাও, আর এক তিল বিলম্ব করোনা! যাও—এখনি যাও।

নরেন্দ্র। কোথায় যাব! কি ক'রে যাব? হাতে একটা পয়সা নেই!

সরোজ। তবে কি হবে! হা ভগবান্! কি করি! কোথায় কি পাই! মধু! মধু।

(মধুর পুনঃ প্রবেশ)

মধু। কেন মা? কি হয়েছে মা? অ্যাঁ! জামাই বাবু! এ সব কি।

সরোজ। সে কথা পরে শুনো! উনি এখনি বিদেশে যাবেন, কিন্তু পথ খরচ তো কিছু নেই।

মধু। ভাবনা কি মা! দেখি বাবু ছুরিখানা! (নরেন্দ্রের হস্ত

হইতে ছুরি লইয়া) মা, ওঁর জামাটা ততক্ষণ পাল্‌টে দাও, আমি এলুম বলে'।

[দ্রুত প্রস্থান।

সরোজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ও, জামাটা ছেড়ে এইটে পর। (আল্‌না হইতে অন্য জামা আনিয়া) আর একটা পুঁটলিতে দু'চার খানা কাপড় জামা বেঁধে দিই, পথে দরকার হবে ! (তথা করণ)

নরেন্দ্র। নিরাশ্রয়—নিঃসম্বল তোমাদের এ অবস্থায় ফেলে কোথায় যাব ! কাল বাদে বাড়ী থেকে দূর করে' দেবে, ছেলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে ? কার দোরে ভিক্ষে কর্‌বে ? হায় ! হায় ! নিজেও গেলুম, তোমাদেরও মজালুম !

সরোজ। আমাদের জন্যে ভেবোনা ! তুমি যাতে নিরাপদ হ'তে পার, সেই চেষ্টা কর।

(মধুর পুনঃ প্রবেশ)

মধু। এই নাও—এতে দুশো টাকা আছে।

নরেন্দ্র। না মধু, এত টাকা দরকার নেই।

মধু। বাবু, কেন কুণ্ঠিত হচ্ছ ? আমার যা ধূলো গুঁড়ো, সে তো তোমাদেরই কাছে পেয়েছি। এ টাকায় যদি তোমার প্রাণ-রক্ষা হয়, আমি জান্‌বো—এ টাকায় আমার বৈকুণ্ঠের সিঁড়ি তৈরী হ'ল !

নরেন্দ্র। তোমাদের সংসার-খরচ—বাড়ী ভাড়া—

মধু। সে ভাবতে হবে না, আমার আরও আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যতদিন মধু বেঁচে আছে, এদের গায়ে কুটোটি পড়তে দেবে না।

সরোজ। ওগো, যাও—যাও—আর দেরী ক'র না।

নরেন্দ্র। তবে চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যত)

সরোজ। দুর্গা! দুর্গা! মধুসূদন! (চক্ষে অঞ্চল দেওয়া)

নরেন্দ্র। শ্যামলকে একবার দেখে যাব, আর যদি দেখতে না পাই!

সরোজ। বালাই! মধু, তাকে ঘর থেকে তুলে আন্‌তো!

নেপথ্যে নগেন। নরেন বাবু—নরেন বাবু—কে আছ, দোর খুলে দাও! (দরজায় ধাক্কা)

মধু। জামাই বাবু, কে ডাক্‌ছে!

নরেন্দ্র। আর কে! আমার যম। সরোজ, এইবার গেলুম! (ভূতলে বসিয়া পড়া)

সরোজ। না—না—হতাশ হয়োনা! ওঠো, ওই পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পালাও। ওগো, যাও—যাও—ওরা এখনি এসে পড়বে।

নেপথ্যে বিনয়। দোর খোল—দোর খোল। (দরজায় ধাক্কা)

মধু। জামাইবাবু, শীগ্‌গীর।

নরেন্দ্র। মধু! এরা রইল—

মধু। বাবু, আমার মা রইল, আমার ছোট ভাই রইল! চল, আমিও খানিক দুর তোমার সঙ্গে যাই।

নেপথ্যে নগেন। দোর খোল—নইলে দোর ভেঙ্গে বাড়ী ঢুক্‌বো!

মধু। এই আমার কাঁধে পা দিয়ে উঠে পড়। (মধুর স্কন্ধে পা দিয়া নরেন্দ্রের প্রাচীরে ওঠা)

[মধু ও নরেন্দ্রের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রস্থান।

সরোজ। মা মঙ্গলচণ্ডি! এত বিপদে পড়ে' এত ব্যাকুল হয়ে কখনও তোমায় ডাকি নি! আমার পাগল স্বামী! অপরাধ নিওনা মা! তাঁকে বাঁচিয়ে দাও! দেখো মা, অভাগীর নো-গাছটা যেন বজায় থাকে।

(দ্বার ভঙ্গ করিয়া বিনয় ও নগেনের প্রবেশ)

বিনয়। মা, অপরাধ নেবেন না—আমরা পুলিশের লোক! নরেন বাবুর কাছে জরুরী কাজ আছে! কোথায় তিনি?

সরোজ। তিনি—তিনি বাড়ী নেই। না—না ঘুমচ্ছেন।

বিনয়। একবার 'বাড়ী নেই', তার পর 'ঘুমুচ্ছেন'। এ রকম কথা তো সত্যি হয় না! এই যে রক্ত মাখা জামা পড়ে রয়েছে! (জামা কুড়াইয়া লওয়া)

নগেন। ওহে, পাঁচীলের বাইরে ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ হচ্চে।

বিনয়। পালাল বুঝি! চল—চল— (প্রস্থানোদ্যত)

সরোজ। (বিনয়ের পা জড়াইয়া) ওগো, না না যেও না, তোমাদের পায়ে পড়ি, যেও না।

বিনয়। কি করব মা—আমরা সরকারের চাকর।

সরোজ। না গো—তাঁকে ধরোনা—আমাদের যে আর কেউ নেই! দোহাই তোমাদের! আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও।

নগেন। কি করছ হে? জোর ক'রে ছাড়িয়ে এস না।

সরোজ। না না—তার আগে আমায় তোমরা বধ ক'রে যাও।

(নিদ্রাভঙ্গে শ্যামলের প্রবেশ)

শ্যামল। মা—মা-গো—

সরোজ। ওগো, আমার ওপর দয়া না হয়, এই অবোধ ছেলের পানে চাও! এর মলিন মুখ দেখ! তোমাদের প্রাণ কি পাষাণ? একটু দয়া নেই? শ্যামল! শ্যামল! কি দেখ্‌ছিস্! এঁর পা জড়িয়ে পড়, যদি দয়া ক'রে উদ্ধার করেন।

শ্যামল। (বিনয়ের প্রতি) তুমি কে গা? মা'কে বকছ কেন?

নগেন। আরে এস হে! আসামী যে পগার পার হয়।

বিনয়। যাও বাবা, ঘুমোও গে! মা, তোমার স্বামীকে অনেক সময় দিয়েছি! এ কথা উপরওলার কাণে উঠ্‌লে আমার বিশেষ বদ্‌নাম! আর দেরী কর্‌তে পারি না—অপরাধ মার্জ্জনা করো।

[সবলে পা ছাড়াইয়া লইয়া নগেনের সহিত দ্রুত প্রস্থান।

সরোজ। ভগবান্! কি কর্‌লে।

শ্যামল। মা! মা!

সরোজ। শ্যামল রে! ওরে, কি হলো রে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাস্তা

(নরেন্দ্র ও মধুর দ্রুত প্রবেশ)

মধু। ছোটো—ছোটো জামাই বাবু—প্রাণপণে দৌড়ও, ওরা এল বলে'।

নরেন্দ্র। আর পারি না! তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—জিভ জড়িয়ে আস্‌ছে।

মধু। সর্ব্বনাশ! কোন মতে যে গঙ্গাটা পেরোতে পার্‌লে হয়! দোহাই বাবু, আর এইটুকু—

নরেন্দ্র। প্রাণ যায়—আর শক্তি নেই। (বসিয়া পড়া)

মধু। তাই তো, কি করি! কি উপায় করি।

নরেন্দ্র। জল—জল—

মধু। এ অসময়ে কোথায় জল পাই! কে দেবে! (চারিদিক চাহিয়া) ওই না একটা পানওয়ালার দোকানে আলো জ্বল্‌ছে! বাবু, কাছে দু'চারটে পয়সা আছে কি?

নরেন্দ্র। সবই নোট। (একখানা নোট প্রদান) এই নাও মধু, জল এনে দাও।

মধু। দোহাই মা কালী! মুখ রক্ষে করো মা! নইলে মা'র কাছে মুখ দেখাতে পারব না। [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। পাপের প্রতিফল প্রত্যক্ষ। জগদীশ্বরের বিধান কে এড়াতে পারে।

নেপথ্যে পাহারাওলা। জুড়ীদার হো! খুনী আসামী ভাগ্‌তা। পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—

নরেন্দ্র। (উঠিবার চেষ্টা) আর উপায় নেই। এই খানেই বসে থাকি, ওরা ধরুক।

(জল লইয়া মধুর পুনঃ প্রবেশ)

মধু। কে ধরবে জামাইবাবু?—মধু আগুরি বেঁচে থাকতে নয়! এই নাও—জল খেয়ে আবার দৌড়ও।

নরেন্দ্র। দাও—দাও মধু। (জল পান)

মধু। এইবার ছোটো—সাঁওতালদের তীরের মত ছোটো! পেছনে চেয়ো না। মনে কর—ওরা কখনও তোমায় ধর্‌তে পার্‌বে না। আমি রইলুম, মওড়া আট্‌কাব। [শূন্য গেলাস লইয়া প্রস্থান।

নরেন্দ্র। আবার আশা! দেখি—যদি পলাতে পারি। (উঠিয়া দণ্ডায়মান)

(প্রথম পাহারাওলার প্রবেশ)

১ম পাহা। শালা, আব্ যাওগে কাঁহা? (নরেন্দ্রকে ধৃত করা) হুজুর, ইধার আইয়ে। আসামী পাক্‌ড়া গিয়া! শালা, খুন কর্‌কে ভাগো গে? (প্রহার)

নরেন্দ্র। মেরোনা—মেরোনা—আমি যাচ্ছি।

(লাঠি-হস্তে মধুর প্রবেশ)

মধু। ছাড়্—ছাড়্ বেটা—জামাইবাবুর গলা ছেড়ে দে'।

১ম পাহা। তোম্ শালা কোন্ হ্যায় ?

মধু। ছাড়্লি নি। তবে এই নে। (লাঠি প্রহার)

১ম পাহা। আরে বাপ্! জান্ লিয়া—বড়ি জোর মারা।

[পলায়ন।

মধু। তবু দাঁড়িয়ে আছ! পালাও—দেরী কর্‌লে কিছুতেই বাঁচাতে পার্‌বো না।

নরেন্দ্র। কোন্ দিকে যাব ?

মধু। যে দিকে হোক্। না—না—গঙ্গার দিকে। নদী পেরোলে অনেকটা ভরসা। পুঁটলীটা ফেলে যেও না, এই নাও। (পুঁটলী নরেন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দিয়া) সুবিধে পেলেই জামাটা বদ্‌লে ফেলো। যাও—যাও— [নরেন্দ্রেকে ঠেলিয়া দেওয়া ও নরেন্দ্রের পলায়ন।

(নগেন ও পাহারাওলা-দ্বয়ের প্রবেশ)

নগেন। ওই—ওই পালাচ্চে—ধর্—ধর্।

মধু। খবরদার! যে আস্‌বে, এই লাঠিতে মাথা গুঁড়ো ক'রে দোব, তা দারোগাই হও আর ইনিস্পেক্টরই হও।

নগেন। বেটার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! আজীম খাঁ!

২য় পাহা। খোদাবন্দ!

নগেন। পাকড়্‌কে বিশ জুতি লাগাও।

(বিনয় ও ১ম পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

বিনয়। এ আবার কি! এখানে দাঁড়িয়ে গোল ক'র্‌ছ, আসামী যে পালাল।

১ম পাহা। হুজুর, ওহি শালা লেকড়ি চালায়া। উস্কো জুড়ীদার হ্যায়।

বিনয়। নগেন, লোকটাকে arrest ক'রে থানায় চালান দিয়ে এস। আমি এগোলুম। (নরেন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবনে উদ্যত)

মধু। হুঁসিয়ার গোয়েন্দা বাবু! এদিকে আসবার চেষ্টা ক'র না। এই মোধোর লাঠি একদিন বিশ জন ডাকাতের মওড়া রেখেছে!

বিনয়। বটে। (ক্ষিপ্রহস্তে মধুকে আক্রমণ ও লাঠি কাড়িয়া লইয়া) হাতকড়ি লাগাকে থানামে লে যাও   এস নগেন।

[দ্রুত প্রস্থান।

নগেন। রোস্ বেটা ! ফিরি, তারপর তোর শ্রাদ্ধ করব।

[প্রস্থান।

মধু। (স্বগত) অপরাধ নিও না মা! বয়েস হয়েছে, সে শক্তি আর নেই।

১ম পাহা। চল্ শালা—লেকড়ী কা মজা হু য়া দেখ্লায় গা।

[সকলের প্রস্থান।

For 2/3 see page 50.

তৃতীয় দৃশ্য

কাশীপুর—রণলালের বাগান-বাটী

মোহিনী

(রামীর প্রবেশ)

রামী। আহা! এমন সুন্দর ঘর-আলো-করা রূপ, এ সোণার যৌবন হেলায় হারাচ্ছ বাছা! দিন গেলে' আর ফেরে না! এখনও কথা শোন! বাবুর ঘরের গিন্নি হয়ে থাকবে—হীরে জহরতে মুড়ে

রেখে দেবে, একি কম সৌভাগ্যির কথা! হাতের লক্ষ্মী বাঁ পায়ে ঠেলা মা ঠেলনা।

মোহিনী। (স্বগত) আমার একদণ্ড নিষ্কৃতি নেই! মরণও তো আসে না! কে জানে, কতদিন আর এই বেত্রাঘাত নিরুপায়ে সহ্য করবো!

রামী। বলি, কথার একটা জবাবই দাও! বাবু রোজ ধর্য্যিহারা হয়ে পথপানে চেয়ে থাকেন! এত যে হত-গেরাহ্যি কর—মুখের ওপর যা নয় তাই বল, তবু তিনি তোমা বই আর জানেন না! আহা! ভাল মানুষের ছেলে না হয় মজেইছে, তা ব'লে কি তাকে এমনি নাকে দড়ি দে' ঘোরাতে হয় ?

মোহিনী। তোমার বাবুকে গিয়ে বল—আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা বিধবা—সতীলক্ষ্মী মা'র মেয়ে, ধর্ম্ম আমার প্রাণের অধিক প্রিয়!

রামী। এ বোকা মেয়েকে বোঝাই কি ক'রে! বলি, সতি-গিরির কথা যে বল্‌ছ, আমি ছিরাম ঠাকুরের নিজমুখে শুনেছি—ও সব ছেঁদো কথা—মেয়ে-ভুলোনো কথা! ওই যে মহাভারতে আছে না? অহল্যা, দ্রোপদী, কুন্তী, তোমার গিয়ে মন্দাদরী, এঁরাই তো ক'জন আজকালকার ডাক্‌সাইটে সতী! তা এঁদের কোন্‌টীর এক স্বোয়ামী দেখিয়ে দাও দেখি! বাবু যখন হাল আইনে পুরুত ডেকে মন্তর্ পড়ে তোমায় বিধবা-বিয়ে করতে রাজী, তখন আর এতে দোষটা কি! পাঁজি-পুঁথি দেখে একটা শুভদিন স্থির ক'রে দু'হাত এক হয়ে যা'ক্, কি বল ?

মোহিনী। আমি ও পাপ-কথার উত্তর দেবো না।

রামী। মনটা তা হ'লে আজ ভিজেছে,—না? বাবুকে বলি গিয়ে।

মোহিনী। বল—তাঁর প্রস্তাব আমি বাঁ পায়ের লাথি মেরে প্রত্যাখ্যান করলুম।

রামী। ওমা! কোথায় যাব! তেজের কথা শোন! এমন নেই আঁকুড়ে দজ্জাল মেয়ে আমার সাত পুরুষে দেখেনি! ছ—ছমাস বাপু বাছা বলে' খোসামুদী কর্‌ছি, তা বাগ্‌ মান্‌বার নামটী নেই গা! মাস গেলে বাবুর কাছে টাকা নিতে নজ্জায় মাথা কাটা যায়! আমার এমন সহরজোড়া পসার, একটা পুঁট্‌কে মেয়ে মাটি ক'রে দিতে বসেছে গা! নোকের অন্ন-মারা, তোমার কি এতে ভাল হবে!

মোহিনী। তুমি এখান থেকে দূর হ'য়ে যাও! তোমার মুখ দেখ্‌লেও মহাপাপ।

রামী। এত দপ্‌প! অকথা কুকথা বলা—আমায়? বলি ওগো, ও-সব আমরা বুঝি! চিরকালই কিছু আর এমন বুড়োহাব্‌ড়া ছিলুম না দর বাড়াচ্ছ বটে, কিন্তু এদিকে হুঁস্‌ নেই যে স্থতো টান পড়ে' ছেঁড়-ছেঁড় হয়ে এসেছে! পুরুষের মন তো! বেশী টানা-হেঁচ্‌ড়া ক'দিন সয়? এই শোন! বাবু কাল সন্ধ্যের সময় এক অপরূপ সুন্দরী দেখে এয়েছেন! তুমি তার বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি নও। কোন দিন তাকে এনে তোমায় দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন।

মোহিনী। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। আমার যেন সেই শুভদিনই হয়!

রামী। না বাপু, আমার বাবারও কর্ম্ম নয়! গোঁয়ারী ছুঁড়ী নিজের হিত চিন্‌লে না গা! হ'তো আমার বোন্‌ঝি, নুফে নিত! [প্রস্থান।

মোহিনী। মা—মা! স্বর্গ হ'তে নেমে এস মা! আমায় তোমার কাছে তুলে নিয়ে যাও মা! দিন রাতে উৎপীড়ন—এ বাক্য-যন্ত্রণা আর সইতে পারি না!

(তুলসীর প্রবেশ)

তুলসী। মা'জী! আফিঙ এনেছি

মোহিনী। এনেছ? কই দাও। (আহফেন গ্রহণ)

তুলসী। বড় ফ্যাঁসাদে কাজ। বাবু জান্‌লে বড় মুস্কিল হোবে।

মোহিনী। সে ভয় নেই। এস, যা বলছি—পুরোণ বালা জোড়া তোমায় বখসিস করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হাওড়া-পোলের নিকটস্থ গঙ্গা-তীরের পথ

ভিক্ষুকের প্রবেশ

গীত

আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে আঁখি তারা গেছে ক্ষরে।
কই মা তুলে নিতে কোলে এলোকেশী এলি ধেয়ে।
আপন জনে পরিজনে অনাদরে মুখ ফেরালে,
একা হাসি, একা বসি,, একা ভাসি নয়ন জলে,
শুনেছি— তুই অভয়া মা! দীন দুখ-হরা শ্যামা,
ভয়ে ভয়ে আমার ওমা দিন যে তারা গেল ব'য়ে।
আস্‌বি কবে—দেখ্‌বি কবে—রাখ্‌বি কবে রাঙা পায়ে॥

[প্রস্থান।

(হরেকৃষ্ণ ও নরহরির প্রবেশ)

নর। আমি মশাইকেই একটা কথা নিবেদন করি। মুরারি ছোঁড়া গোয়েন্দার কাছে কি কেলেঙ্কারটা করলে! তোমার মত ধর্ম্ম-ভীরু লোকের নামে কিনা অম্লানবদনে জুয়ার অপ[illegible]দ দিলে।

হরে। বাবা, তোমারই পাঁচজনে বিচার কর। বেটা আমার

জগতজোড়া সুনামে যা দিয়ে কি অপমানটাই না করলে! বাঁধিয়ে দিয়েছিল আর কি! কেবল আমার হুম্‌কি শুনে গোয়েন্দা বেটা, ভড়্‌কে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ বেটা মুরুলী, আমার কাছে মুড়ুলী! ওরে বেটা, আমি এই হাবড়ার পোলে গোটা দু'চ্চার কুলকুচো করলে তোর মত অমন কত বেটা তালপাতার রোথো মুরুলী ভেসে ভন্‌-ডিগ্‌বাজী খেয়ে উল্টে পাল্টে কেত্‌রে বউবাজারে খাটের ওপর গিয়ে লেপ মুড়ী দে' পালা-জ্বরে ধুঁক্‌তে থাকে!

নর। কিন্তু খুড়ো, চুপি চুপি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বলি—আজ জুয়ার আড্ডা অন্ধকার ক'রে এমন সময় যে এখানে?

হরে। কি রকম! আমি বাবা এই সাড়ে বত্রিশ বছর সান্ধ্য সমীরণ সেবন করতে রোজ ঠিক-দুকুর-বেলা মা'র কোলে পাইচারি করি, আর তুমি বাবা কোথাকার কে আজ এসে বল্‌ছো কিনা জুয়ার আড্ডা ছেড়ে? নুটিশ দিচ্ছি, তোমার নামে deformation কর্‌বো।

নর। তার আগে আমি যদি থানায় গিয়ে information করি যে কণ্ঠহারের লোভে নরেনকে লেলিয়ে দিয়ে খুনটা তুমি করিয়েছ, এবং আসামীর সন্ধানও জান।

হরে। রাধারমণ! বল্‌লেই হবে? নিরীহ ভদ্র -সন্তানের নামে যা তা' একটা বল্‌লেই হবে।

নর। তার উপর মুরুলীকে আজ যে গালটা দিয়েছ, সে তো পঞ্চমে বেজে উঠে আমার কথায় সায় দেবেই। আমার informationটা যদি conformation হলো, তখন কোথায় থাক্‌বে খুড়ো তোমার deformation?

হরে। তা আমার উপর হঠাৎ এতটা ভক্তি কেন ধরম্‌-বাপ্‌! নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে ফ্যাঁসাদে ফেলে এত কি মহা-পুণ্যিটা হবে।

নর। খুনের কিনারা হবে। এই বেলায় ভালয় ভালয় বলে ফেল, তোমার আড্ডার চোরা কুটুরি-টুঠুরি কোথায় সে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

হরে। বাবা, খুন ফুনের তোয়াক্কা রাখি না! আস্‌তো যেতো খেল্‌তো হার্‌তো দস্তুরী দিতো, আমার সঙ্গে এইটুকু সম্পর্ক। খুনে লুকিয়ে রেখে জেলে গলা বাড়িয়ে দেব, এ বুকের পাটা আমার নেই!

নর। শুনেছ তো চারিদিকে ঢেঁড্‌রা দিয়ে গেছে! আসামীর সন্ধান দিতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার। আমি বলি কি, টাকাটা পুলিশের হাতে না গিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে বখরা হয়ে গেলেই ভাল হয় না!

হরে। ভাল তো হয়ই, এবং তা হোক্ না, আমি তাতে বরং খুসী আছি। আর তোমায় বল্‌তে কি বাপ্‌ধন, সেই উদ্দেশ্যেই আজ ঠিক দুকুর্-বেলায় আমার এই সান্ধ্য-বায়ু সেবন।

নর। বটে—বটে! তা হ'লে তো দুজনেই এক নাগর-দোলায় দুল্‌ছি! ইস্—বড় মেঘ করে' এল খুড়ো!

হরে। তা বাবা এখানে দাঁড়িয়ে খুড়ো ভাইপোয় ভিজ্‌লে তো আসামী ধরা পড়্‌বে না! আপাততঃ একটা আশ্রয় নেওয়া যাক্ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নরেন্দ্রের প্রবেশ)

নরেন্দ্র। আকাশ ঘোর ক'রে এসেছে, রাস্তা নিরিবিলি, এ স্বর্ণ-সুযোগ হারালে আর বাঁচ্‌বার উপায় নেই। আশ্চর্য্য যে এখনও ধরা পড়িনি! আশ্‌ পাশ্‌ দে' শতবার পুলিশ আনাগোনা করেছে, তাদের দশ হাত দূরে কাঠগোলার কাঠের গাদার নীচে আমি! প্রতি মুহূর্ত্তে মনে করেছি—গেলুম, এই বুঝি দেখ্‌তে পেলে—এইবার ধর্‌লে! কিন্তু বেঁচে গেছি, আশ্চর্য্য এমন কেউ বাঁচে না! না, কাউকে

তো দেখ্‌তে পাচ্চিনি! এইবার—যা থাকে বরাতে! ওরে মাঝি—ওই মাঝি! (ইঙ্গিত করা) উঃ! কালো মেঘের ছায়ায় নদী কি ভীষণ মূর্ত্তি ধরেছে! তরঙ্গগুলো মাতাল হ'য়ে ছুটছে!

(মাঝির প্রবেশ)

মাঝি। কলেন কর্ত্তা।

নরেন্দ্র। ওপারে বালী ওতোর-পাড়ার ঘাটে নামিয়ে দিতে পারিস্?

মাঝি। এহন? তুফানটা দেখ্ছেছ।

নরেন্দ্র। বড় জরুরি কাজ—না গেলে নয়।

মাঝি। না বাবু, টাহার তরে জান্ খোয়াবে কেডা?

নরেন্দ্র। দশ টাকা দোব।

মাঝি। দশ টাহা!

নরেন্দ্র। কিন্তু, এক মিনিট দেরী কর্‌তে পারবিনি।

মাঝি। আসেন কর্ত্তা। আল্লা ব'লে ছেড়ে দিই। টাহা পেলে জানের পরোয়া করি না। ওরে, লা সাজা—লা সাজা। [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। দাও মা সাগর-গামিনী, তোমার গিরিশৃঙ্গঘূর্ণকারী মত্তমাতঙ্গ-বেগে আমার নৌকো ভাসিয়ে দাও! সুরধুনী! ক্ষমা কর মা—দয়া কর মা—রক্ষা কর মা। [প্রস্থান।

(বিনয়, নগেন ও দূরে পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

নগেন। ঝড় উঠেছে—বৃষ্টি এল বলে, আমি ত ভাই চল্লুম। আর, এখানে মিছে wait করা। শীকার এতক্ষণ কাশী গয়া পেরিয়ে গেছে।

বিনয়। লোকটা magicএর মত vanish কর্‌লে হে। এই বরাবর তাকে স্পষ্ট ছুটতে দেখেছি।

নগেন। ফেচাং দেখ। চাকর বেটা পথের মাঝখানে দেরী করালে।

বিনয়। এমন ঠকা, নগেন, কখনও ঠকিনি। লাঠি খেয়ে লোকটা মূর্চ্ছার ভাণ করেছিল। আমি চলে যাবা মাত্র সিন্দুক খুলে গয়না বার করে লোহার গরাদে ভেঙ্গে জানালা থেকে লাফ দিয়েছে। অদ্ভুত শক্তি! তার পরও দেখ—ধরি-ধরি হয়েও পিছলে গেল।

নগেন। দোষটা তো তোমারই! তার বাড়ীতে অতক্ষণ দেরী না করলেই পারতে।

বিনয়। আমার ঐ একটা weakness! স্ত্রীলোকের চোখের জলে বড় moved হয়ে পড়ি।

নগেন। বিশেষতঃ—সে স্ত্রীলোক যদি সুন্দরী হয়। কি বল ভায়া?

বিনয়। Nonsense! তোমার সামনে আমি তাঁকে মা বলে ডাক্‌লুম, আর তুমি একটা কুৎসিত ঠাট্টা করলে! ছি! (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওহে, দেখ দেখ, নৌকাখানা বুঝি ওলটায়। মাঝিগুলো কি desperate হে! এই দুর্য্যোগে নৌকা ছেড়েছে।

নগেন। যাত্রী তো দেখছি একজন। তোমার আসামী নয় তো!

বিনয়। ঠাট্টা নয়, আশ্চর্য্য আর কি?

নগেন। তবে আর কি, জামা জুতো খুলে ঝাঁপিয়ে পড়—সাঁতরে নৌকো ধরো।

বিনয়। ওই যে—গায়ে সেই রকম একটা ছিটের জামা! ঘন ঘন আমাদের দিকে চাইছে আর দাঁড়ীদের ইসেরা কর্‌ছে! ও সে লোক না হয়ে যায় না! পেয়েছি—আর যাবে কোথায়? ওই মাঝি—ওরে মাঝি—নৌকো থামা।

নগেন। ফিরেও দেখলে না! এতদূর থেকে—against wind—শুন্‌তে পাবে কেন?

বিনয়। নগেন, নৌকো ঠিক কর—শীগ্‌গীর্—ধরতেই হবে।

নগেন। অত ব্যস্তবাগীশ কেন? আগে certain হও যে ওই তোমার culprit!

বিনয়। আমি হলফ্ ক'রে বল্‌তে পারি—ওই লোকটাই murderer. তোমার অবিশ্বাস হয়, থানায় যাও। মাতাদীন্! [প্রস্থান।

পাহা। হুজুর। [বিনয়ের পশ্চাতে প্রস্থান।

নগেন। একদম্ খাম-খেয়ালী! আশু যে বলে—ছিট্ আছে, তা মিথ্যে নয়। যাও বাবা—গেরোয় ধরেছে, ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে এস। আমি মোদ্দা থানার ছেলে থানায় ফিরলুম। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গা-বক্ষ

নৌকার উপরে নরেন্দ্র ও দাঁড়ি-মাঝিগণ

নরেন্দ্র। চালাও নৌকো। পানসী খানাকে যদি চোখের আড়াল ক'রে দিতে পার, ভাড়ার উপর আরও দশ টাকা বখশিস!

দাঁড়ী। জয় কর্ত্তা—বদোর—বদোর। [সকলের প্রস্থান।

(নৌকা-বক্ষে বিনয় পাহারাওয়ালা ও দাঁড়ি-মাঝিগণের প্রবেশ)

বিনয়। মর্ বেটারা—আগের পান্‌সীখানা পাখীর মত উড়ে যাচ্ছে! আসামী যে ভাগে!

মাঝি। কেয়া করে বাবুজী—পাল রয়নেসে পাকড়্‌লে সক্‌তা।

বিনয়। গুষ্ঠির মাথা কর্‌তা! আপশোষে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে! চল্—চল্—বেয়ে চল্!

মাঝি। ঘাবড়াও মৎ বাবুজী। বড়া ভারী তুফান—শালালোক আভি উলট্ যাগা। চালাও ভাই—জোর কদম্। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশীপুর—রণলালের বাগান-বাটী

মোহিনী

(রণলালের প্রবেশ)

মোহিনী। আবার বিরক্ত করতে এসেছ! পাশ-বদ্ধা কুরঙ্গিনীর ব্যাকুলতা দেখে আনন্দ উপভোগ করতে এসেছ!

রণ। না মণি, আমি নিজের ওপর আজ সারাদিন বিরক্ত। তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় একটু অন্যমনস্ক হ'তে এলেম। বিশ্বাস কর— আজ আমি একান্ত অসুখী!

মোহিনী। আমার চেয়ে? ছলনার ফাঁদে স্বর্গ থেকে ভুলিয়ে এনে আমায় নরকে বন্দিনী ক'রে রেখেছ! রাক্ষসীর মত একটা দাসী চোখে চোখে পাহারা দিচ্ছে। দুঃখের ওপর মর্ম্মান্তিক জ্বালা—বিধবাকে যা' শুনতে নেই, আমার কাছে সেই সব কুৎসিত প্রস্তাব করছে। আমার চেয়ে অসুখী কি পৃথিবীতে আর কেউ আছে?

রণ। অসুখ তুমি যে ডেকে আনছ। বাক্স ভরে গয়না দিয়েছি, গঙ্গার ওপর এমন সুন্দর বাগান-বাড়ী—লোকে সাধ্যসাধনা ক'রে পায় না! যা চাইবে, মুখের কথা খসাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেতে পার, তুমি অসুখী কেন?

মোহিনী। টাকা পয়সা সোনা রূপোর কি তোমারই অসচ্ছল, তোমার তবে মন খারাপ কেন?

রণ। আমরা পুরুষ,—অর্থের জন্য সংসার-যুদ্ধে মাঝে মাঝে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ি! আমাদের কথা ছেড়ে দাও! কিন্তু, তোমার পূর্ব্বাবস্থা ভাব দেখি। কাশীর একটা ঘুঁজি গলিতে সেঁৎস্তেঁতে খোলার ঘরে থাক্‌তে! অভিভাবকের মধ্যে দূর সম্পর্কের এক অন্ধ মাসী। রাগ কোরো না—এক রকম ভিক্ষে করেই তোমাদের দিন চল্‌তো! তার চেয়ে এখানে—

মোহিনী। লক্ষগুণে অসুখী। ভিক্ষে করা পাপ নয়—অধর্ম্ম নয়! ন' বছর বয়সে বিধবা হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই মা স্বর্গে গেলেন। বছর পেরোল না, বাবাও চলে গেলেন। এমন সঙ্গতি নেই যে ঘাট-খরচ কুলোয়! কাজেই ভিক্ষে ছাড়া আমাদের আর উপায় কি? ভোরে মণিকর্ণিকায় স্নান ক'রে বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত মাথায় দিয়ে মাসীর হাত ধ'রে দশাশ্বমেধের ঘাটে বস্‌তুম। দয়া করে যে যা দিতেন, কষ্টে সৃষ্টে আমাদের দিনপাত হ'তো, কিন্তু, তখন জীবনে শান্তি ছিল—স্বচ্ছন্দ ছিল। তুমি নিষ্ঠুর, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীকে সোণার পিঁজ্‌রায় বন্দিনী করে রেখেছ।

রণ। কিন্তু, ভেবে দেখ দেখি, কাশীর মত একটা বদমাইসের জায়গায় এ রূপের ডালি নিয়ে—অসহায়া নারী—আর কতদিন তুমি সে স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করতে! তুমি জান, তোমার জন্যই গুণ্ডারা সে রাত্রে ঘরে আগুন দিয়েছিল! তোমার মাসী পুড়ে ছাই হয়ে গেল! তোমারও সেই অবস্থা হতো! শুভক্ষণে আমি তখন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম! দোর ভেঙ্গে অচেতন অবস্থায় তোমায় ঘর থেকে বার ক'রে আনি।

মোহিনী। জানি—জানি তুমি সে দিন আমার জীবন রক্ষা করেছ, আমার জন্য নিজের প্রাণ হারাতে বসেছিলে! সেদিন তোমার মুখে

দেবতার ছবি দেখেছিলুম! সেই জন্যে বড় ভরসায়—বড় বিশ্বাসে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম। হায়! সে দিন যদি আগুনে আমার মৃত্যু হ'তো!

রণ। তোমার স্বামীকে মনে পড়ে?

মোহিনী। বিয়ের দিন একবার দেখেছিলুম, সে স্বপ্নের কথা!

রণ। তার পরও দেখেছ!

মোহিনী। না, আর তিনি আমাদের বাড়ী আসেন নি। প্রয়াগে আমার শ্বশুর-বাড়ী। শুনেছি, একজন হিন্দুস্থানী বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মেলায় কি একটা মারামারি ক'রে তাঁর তিন মাস জেল হয়। একদিন চিঠি এল, জেল থেকে ফিরে তাঁর বসন্ত হয়েছে—এখন-তখন অবস্থা। বাবা তাড়াতাড়ি দেখ্‌তে গেছলেন, দেখা হয় নি।

রণ। কিন্তু, তখনও তুমি বিধবা হও নি। সে দিন অমাবস্যার রাত্রি—প্রলয়ের ঝড়বৃষ্টি! যারা পোড়াতে নিয়ে গেছল, হঠাৎ শ্মশানে একটা বিকট মূর্ত্তি দেখে ভয়ে শবদেহ ফেলে পালিয়ে যায়! তোমার স্বামী বসন্তের বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে অচৈতন্য হয়েছিল মাত্র, মরে নি।

মোহিনী। বিশ্বেশ্বর! একি শুন্‌ছি!

রণ। নবাগত লোকটি সহরের একজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। অল্প স্বল্প চিকিৎসাও জান্‌তেন। তাই তিনি সেই মৃতপ্রায় রোগীকে অতি যত্নে আখ্‌ড়ায় নিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে বাঁচান।

মোহিনী। বল—বল—তারপর?

রণ। রোগশয্যায় সে খবর পেলে—তার মা'ও ওই রোগে হাঁসপাতালে মারা গেছেন। যে বড়লোকের বাড়ী তিনি রাঁধতেন, সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে তা'রা তাড়াতাড়ি সেই স্বামিপুত্রহারা নিরাশ্রয়া বিধবাকে গরুর গাড়ী ক'রে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেয়! নিঠুর

সংবাদ তোমার স্বামীর বুকে মর্ম্মান্তিক বিঁধল। সেই দিন থেকে স্বার্থপর প্রাণহীন সমাজের ওপর হতশ্রদ্ধায় সে আমাদের দলভুক্ত হয়।

মোহিনী। এখন—এখন তিনি কোথায়? বেঁচে আছেন?

রণ। নামে গেরেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে! কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে আছে।

মোহিনী। কিন্তু, তাঁর স্ত্রীর খবর নেন নি কেন? সে দুখিনী তো তাঁর চরণে কোনও অপরাধ করে নি!

রণ। সে কথা আমি কি করে' জানবো?

মোহিনী। তুমি পিশাচ—বুঝি বা পিশাচের অধম! এ কথা জেনেও এতদিন আমার কাছে গোপন রেখেছিলে! এ কথা জেনেও আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করেছিলে! উঃ—ভগবান্! তোমার বজ্র কি শক্তিহীন? এ মহাপাতকের কি দণ্ড নেই?

রণ। দণ্ড সময়ে হবে, কিন্তু মণি, একটা কথা বলি! তোমার স্বামী স্ত্রীর খবর না নিলে, আগুন থেকে তোমায় সে দিন কে বাঁচালে? কা'র জন্য জ্বলন্ত ঘরে প্রাণ দিতে গেছলুম? পরের জন্য রণলাল মরতে যায় না।

মোহিনী। না—না কি ব'লছ! অবলার সঙ্গে প্রতারণা ক'র না!

রণ। প্রমাণ চাও? তোমার স্বামীর বাঁ পায়ে ক'টা আঙ্গুল ছিল, জান?

মোহিনী। ছ'টা। তাই নিয়ে সঙ্গিনীরা কত ঠাট্টা ক'রত।

রণ। এই দেখ। (বাম পদ দেখান) আরও দেখ—তোমার পিতৃ-দত্ত অঙ্গুরী, আমাদের বিবাহের যৌতুক! মণি, আমিই সেই মৃত হরিদাস।

মোহিনী। অ্যাঁ! তুমি? (পদদ্বয় ধরিয়া) প্রভু—স্বামী—ইষ্টদেবতা!

রণ। মণি, ওঠো।

মোহিনী। আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর—দাসী অনেক কুকথা বলেছে!

রণ। (হস্ত ধরিয়া তুলিয়া) কাশীর জনকতক লোক তোমার চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিল, তাই এতদিন পরীক্ষা কর্‌ছিলুম। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, এ কথা এখন অপ্রকাশ রেখো—জনপ্রাণীও না টের পায়।

মোহিনী। বিশ্বেশ্বর! এত করুণা তোমার!

রণ। আমি আত্মপ্রকাশ করতুম না, কিন্তু কাল তুমি বেহারাকে দিয়ে আফিঙ আনিয়েছিলে। পাছে আত্মহত্যা কর, সেই ভয়ে বল্লুম :

মোহিনী। (হাত ধরিয়া) আর তোমায় এ অধর্ম্মাচরণ করতে দোব না। চল, আজই আমরা কোনও দূরদেশে চলে যাই। এ অর্থ এইখানে পড়ে থাক্। পাপের ঐশ্বর্য্য ভোগ করার চেয়ে নিরন্ন উপবাস থাকাও ভাল।

রণ। রোজগারে আবার পাপ-পুণ্য—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কি? যা'রা বুদ্ধিমান,—সংসারে তারাই কৃতী—উন্নতিশীল। মূর্খ সরল চাষা মাঠে লাঙ্গল দিয়ে, রোদ বৃষ্টি ঝড় মাথায় বয়ে' সারাদিনে আধপেটা আহার পায় না, আর বুদ্ধিমান ভদ্রলোক ফন্দী করে দু'পাতা লেখাপড়া শিখে ফাঁকী দিয়ে স্বচ্ছন্দে দিনপাত কর্‌ছে। এ অধর্ম্মাচরণ নয়? উকীল, ডাক্তার, লোকের টাকা অম্লানবদনে পকেটস্থ করছেন, অথচ মোকদ্দমা হেরে গেলে বা রোগ আরোগ্য না হ'লে সে অর্থ প্রত্যর্পণ করেন না। এ উপার্জ্জন বুদ্ধির জোরে—বিত্তের ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়ে খাওয়া নয়? মণি, টাকা রোজগার ধর্ম্মপথে হয় না কা'রও হয়নি, কা'রও হ'বেও না।

মোহিনী। অমন রোজগার নাই বা হ'ল? ভগবান ওতে অসন্তুষ্ট হন।

রণ। ভুল। এ নিষ্ঠুর নিয়ম তিনি আপনিই করেছেন। দেখছ না —বল-বুদ্ধিতে যে যত দুর্ব্বল, সে তত উৎপীড়ন সহ্য করে! প্রাণধারণ করতে গেলে—তুমি যাকে অধর্ম্মাচরণ বলছ—তা ছাড়া অন্য পথ নেই। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) মণি, এখন যাও।

[মোহিনীর প্রস্থান।

(মুরারীর প্রবেশ)

রণ। তোমায় না এখন দিনকতক বাড়ী ছাড়তে নিষেধ করেছিলুম?

মুরারি। রাগ করবেন না—আমার ভয় করে।

রণ। না থাকলে নয়! লোকে সন্দেহ করবে—মূর্খ!

মুরারি। আজ্ঞে, মা কালীর কৃপায় আমাদের ওপর কেউ সন্দেহ করেনি। দেশ থেকে গৌরীবাবুর বাপ এসেছেন। খুনী গেরেপ্তার হ'লে হাজার টাকা বখশিস্ দেবেন বলেছেন। পুলিশ এখন নরেনবাবুর খোঁজ করছে!

রণ। তবু তোমায় সেখানে থাকতে হবে। অন্ততঃ—যতদিন না তা'রা তাড়িয়ে দেয়!

মুরারি আজ্ঞে—আজ্ঞে—

রণ। আর সাবধান! মাসখানেক তুমি আমাদের কা'রোর সঙ্গে দেখা করতে এস না! তোমার পেছনে গোয়েন্দা থাকৃতে পারে।

মুরারি। আঁ্যা! ও বাবা! সে কি কথা! মশাই, রক্ষে করুন—গরীবের ছানা মারা যায়!

রণ। ভাল মর্কট! যা বলছি, কর—বেঁচে যাবে। আর ডেঁপোমী করতে গেলেই ফাঁসী!

মুরারি। তবে যাই মশাই, বাবা তারকেশ্বর যা করেন। তা—তা—আমায় কেন আপনাদের দলে নিন্ না? আমি মজবুত আছি—প্যাল্লার-বারে দিনকতক জিম্নাষ্টিক করেছি!

রণ। তোমার মত ছিব্‌লে কাপুরুষের জন্য এ ব্যবসা নয়! এতে মাথাভরা বুদ্ধি চাই,—বুকভরা সাহস চাই।

মুরারি। আমি তবে মশাই খাব কি করে? ও বাড়ীর অন্ন তো উঠলো বলে'। জমিদার বুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে যে বিট্‌কেল গলা-খাঁ্যাকারি দেয়, বাপ্!

রণ। তোমায় হাজার খানেক টাকা দোব, একটা দোকান টোকান কোরো। যদি দেখি—উন্নতি করছ, আরও কিছু সাহায্য ক'রবো।

মুরারি। অ্যাঁ! হাজার টাকা! মশাই, আজ থেকে আপনি আমার ধরম্-বাপ। বল্‌তে কি, ছেলে বেলা থেকে সখ—একটা পিরাণের দোকান ক'রবো। বড় লাভের ব্যবসা। কাচলুম—বেচলুম—পরলুম, হাজামুখো নেই।

রণ। আচ্ছা—আচ্ছা—এখন যাও।

মুরারি। যে আজ্ঞে, দণ্ডবৎ হই।

রণ। খুব সাবধানে—চারিদিক দেখে—তবে বাড়ী থেকে বেরিও; চল—আমিও তোমার সঙ্গে গেট্ পর্য্যন্ত যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বালি—রেলওয়ে ষ্টেশন—প্লাট্‌ফরমের সম্মুখ

(যাত্রিগণ, কুলীগণ, পানচুরুটওয়ালা ইত্যাদি)

রেল-কুলী। গাড়ী হাবড়া ছোড়া—ঘণ্টি মারো—মোসাফের লোক টিকস্‌ লে লেও! (পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা)

(দুইজন লোকের প্রবেশ)

১ম লোক। টাকাগুলো যে আমি সরিয়েছি, বুড়ো বেটা টের পেলে কি ক'রে?

২য় লোক। পিছন থিকা শুন্‌লাম—কোর্‌তাবাবু দারোগারে কইতিছেন—"এ চুরি মাষ্টার ছোঁড়ারই কাম! উহারে থানায় নিয়্যা ঠ্যালা দিল্যাই টাহা বারাইবো!" য্যাম্‌নি শোনা,ওমনি ছুইটা আইসা আপনারে হংবাদ দেওয়া!

১ম লোক। জামাটা পর্য্যন্ত গায়ে দিতে পেলুম না! বাড়ী ঢুক্‌লেই গেরেপ্তার কর্‌তো! এক ছুটে চলেছি, পথে না কেউ সন্দেহ করে!

২য় লোক। পথ থিকা অ্যাট্টা পিরাণ কিনা নিবান!

১ম লোক। হ্যাঁরে বেটা। এষ্টেশানে প্রায় দরজীর দল দোকান সাজিয়ে রেখেছে। যা হোক—কি আর কচ্ছি। নজর রাখিস্‌—দারোগা বেটা না এদিকে আসে।

২য় লোক। কই—না।

১ম লোক। গাড়ীটা এলে হয়। একবার চেপে বসতে পারলে কোন্‌ বেটা ধরে? এই যা চল্লুম—আর ফিরছি না।

২য় লোক। আমারে যা দিবেন কইছিলেন?

১ম লোক। বিন্দির কাছে সব জমা আছে। তুই গেলেই ১০০৲ টাকা পাবি। বলিস্—আমার চিঠি পেলেই যেন টাকাকড়ি নিয়ে রওনা হয়। আমি মোগলসরাই এষ্টেশানে তা'কে নিতে আস্‌বো।

২য় লোক। যে আজ্ঞে।

১ম লোক। এই যে—গাড়ী আসছে। আমি চল্লুম। দেখিস্—এ কথা ক'রো কাছে ভাঙ্গিস্ নি।

২য় লোক। হুঃ। তা কি পারি বাপু। আমিও তো আপনাগর দলে আছি, আমারেই কি ছাইরা দিবে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

রেল-কুলী। গাড়ী আয়া—যানেওয়ালা আদমি হুঁসিয়ার!

(হাবড়া হইতে ট্রেণ আসিয়া অপর পার্শ্বে থামিল—যাত্রিগণ নামা-ওঠা।)

পানওয়ালা। পান—বিড়ি—দেশলাই।

রেল-কুলী। বালি—বালি।

১ম-যাত্রী। ওরে কুলী, কোথায় গেলি ?

রেল-কুলী। বালি—তিন মিনিট ঠারে গা।

জলখাবারওয়ালা। চাই জলখাবার—গরম জলখাবার!

১ম পু-যাত্রী। দেখ দেখি—এই সময় বেটার দেখা নাই! পেঁচো, তুই গাঁটরিগুলো আগ্‌লা, আমি এদের মেয়ে-গাড়ীতে তুলে দিই! এস গো—পা টিপে চলে এস।

স্ত্রী-যাত্রী (২য় পু-যাত্রীর প্রতি) দেখো ঠাকুরপো, তেঁতুলের হাঁড়িটা যেন ভুলো না।

১ম পু-যাত্রী। চুলোয় যাক্ তোমার তেঁতুলের হাঁড়ি, এ দিকে গাড়ী ফেল হয় যে!

স্ত্রী-যাত্রী। মরণ আর কি! মিন্‌সের ঢং দেখ!

জনৈক বিধবা। হ্যাঁগা বাছা!

(কুলীর প্রবেশ)

২য় পু-যাত্রী। মেজ্‌দা, মুটে এয়েছে।

১ম পু-যাত্রী। নে—নে মোটঘাটগুলো তুলে দিয়ে পেছনে আয়। আমরা এগুলুম। (স্ত্রীর প্রতি) এস না—সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

জনৈক বিধবা। বলি, হ্যাঁগা বাছা—

১ম পু-যাত্রী। দূর হ' মাগী! পেছু ডাকৃতে সুরু করলে! চল্‌—চল—

বিধবা। বাঁদর-খিঁচুনি দেখ। মর্ মুখপোড়া! যমের বাড়ী যা'।

স্ত্রী-যাত্রী। আ মলো বেটী চাকরাণী! ছোটমুখে বড় কথা! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব!

বিধবা। মাগী দু'খানা গয়না পরে, ধরাকে সরা দেখ্‌ছে গা! দর্পহারী মধুসূদন আছেন!

১ম পু-যাত্রী! বলি—ওগো বাছারা, ক্ষান্ত দাও—ক্ষান্ত দাও। চলে এস না, খোকার মা!

(টিকিট-কলেক্টারের প্রবেশ)

টিকিট-কলে। কেন মশাই মেয়ে ছেলে নিয়ে মিছে ছুটোছুটি কর্‌বেন? গাড়ীতে এক তিল জায়গা নেই!

১ম পু-যাত্রী। হ্যাঁ—নেই বললেই নেই! এত লোক তবে যাচ্ছে কি করে? চলে আয় পেঁচো! নজর রাখিস্—কুলি বেটা না পালায়!

[১ম ও ২য় পু-যাত্রী, স্ত্রী-যাত্রী ও কুলীর প্রস্থান।

বিধবা। দেখ বাপু, আমি এই কৈকালায় জামাইবাড়ী যাব। জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোন্ গাড়ীতে উঠ্‌বো? তা হতচ্ছাড়া মাগী মিনসেতে যেন খেতে এল গা!

টিকিট-কলে। এ গাড়ী নয়—এ গাড়ী নয়—আধ ঘণ্টা পরে।

জলখাবারওয়ালা। চাই জলখাবার—গরম জলখাবার!

(নরেন্দ্রের পুঁটুলী হস্তে দ্রুত প্রবেশ)

নরেন্দ্র। মশাই, এ খানা Up-train তো?

টিকিট-কলে। হাঁ, কিন্তু আপনাকে wait করতে হবে। গাড়ী packed up—একদম জায়গা নেই—First class পর্য্যন্ত ঠাসাঠাসি।

নরেন্দ্র। আমার না গেলে নয়! Urgent telegram পেয়ে বাড়ী থেকে ছুটেছি! দয়া ক'রে একজনের জায়গা করে' দিন!

টিকিট-কলে। কোথায় যাবেন আপনি?

নরেন্দ্র। এই বর্দ্ধমান।

টিকিট-কলে। 15 Upএ চেষ্টা ক'রে দেখবেন।

নরেন্দ্র। দোহাই আপনার! অন্ততঃ 3rd classএ দাঁড়িয়ে যাব।

টিকিট-কলে। পারেন, চেষ্টা ক'রে দেখুন! দেখছেন না—মেয়ে-ছেলে নিয়ে ভদ্রলোকেরা দোর দোর ঘুরে বেড়াচ্ছে! পেছনে কি দেখ্‌ছেন?

নরেন্দ্র। কিছু না—কিছু না! মশাই, বড় বিপদে পড়েছি, আমায় দয়া করুন! যে কোনও গাড়ীতে তুলে দিন, এর জন্যে দশ টাকা খরচ করতে রাজী! আপনার পায়ে ধরছি, আমায় উদ্ধার করুন!

(দশ টাকার নোট প্রদান)

টিকিট-কলে। আচ্ছা, আসুন—চেষ্টা করে দেখি!

নরেন্দ্র। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ!

টিকিট-কলে। ছুটে আসুন! [উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

পানওয়ালা। পান—বিড়ি—দেশালাই।

খাবারওয়ালা! চাই জলখাবার—গরম জলখাবার!

(১ম ও ২য় পুরুষ-যাত্রী ও ১ম স্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

১ম পু। ছুটতে পারেন না, যেন গজেন্দ্র-গামিনী! নাও, এমন রাতদুপুর পর্য্যন্ত তেঁতুলের হাঁড়ি বুকে করে' বসে থাক।

১ম স্ত্রী। (২য় পু-যাত্রীর প্রতি) শুনলে ঠাকুরপো, আমার জন্যেই যেন যাওয়া হ'ল না! এদিকে যে গায়ে এক কড়ার বল নেই! (সলজ্জ ভাবে জিভ্ কাটিয়া) এই বলছি, তোমার দাদার মুখে—

বিধবা। আহা! দপ্পহারী মধুস্থদন আছেন!

১ম পু। বেরো বেটী অযাত্রা! মুখ দেখে লোকে ট্রেণ ফেল হয়!

বিধবা। দপ্পহারী মধুস্থদন আছেন!

১ম স্ত্রী। মাগীকে কেউ মুগুর-পেটা করে না গা?

বিধবা। ওগো, দপ্পহারী মধুস্থদন আছেন!

[১ম ও ২য় পু-যাত্রী ও ১ম স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

(টিকিট-কলেক্টরের পুনঃপ্রবেশ)

টিকিট-কলে। যাক্—অতি কষ্টে successful হওয়া গেছে, বাপ্! কি rush!

বিধবা। হ্যাঁগা বাছা, আধ ঘণ্টা হয়েছে?

টিকিট-কলে। না বাপু, আধ ঘণ্টা পরে আধ ঘণ্টা হ'বে।

বিধবা। আচ্ছা বাপু, দপ্পহারী মধুস্থদন আছেন!　　　[প্রস্থান।

রেল-কুলী। ঘণ্টা মারো—টাইম্ হো গিয়া! (নেপথ্যে ঘণ্টা-ধ্বনি)

(বিনয়ের দ্রুত প্রবেশ)

বিনয়। মশাই, বলতে পারেন—ছিটের কোট গায়ে ২৭।২৮ বছর বয়েস একটি লোক এইমাত্র ট্রেনে উঠেছে কিনা? মুখ শুক্নো—চুল উস্কোখুস্কো—হাতে বোধ হয় একটা পুঁটলী আছে।

টিকিট-কলে। ওঃ—ভয় নেই। তাঁ'কে এই তুলে দিয়ে এলুম। Last momentএ এসে ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্তে পড়েছিলেন। কান্নাকাটি —হাতে পায়ে ধরাধরি—শেষে অনেক খুঁজে পেতে engineএর লাগাও 3rd class খানাতে মারামারি করে' তাঁকে তুলে দিয়েছি।

(বাঁশী দিয়া গাড়ী ছাড়িল)

বিনয়। একি! গাড়ী যে ছাড়ল! গার্ডকে থামাতে বলুন—

টিকিট-কলে। মশাই যে লাট সাহেব এলেন দেখ্‌ছি! বাদলায় খুব চলেছে বুঝি!

বিনয়। (স্বগত) তাইতো! মুটোয় পেয়েও ধর্‌তে পারবো না! ট্রেণে উঠতেই হবে। (ট্রেণে উঠিবার জন্য দৌড়ান)

টিকিট-কলে। (বাধা দিয়া) কোথাকার লোক হে! Train in motion—ওঠবার চেষ্টা করলে prosecute কর্‌বো।

বিনয়। ছেড়ে দাও! আমি পুলিশের লোক—খুনী আসামী ধরতে যাচ্ছি।

টিকিট-কলে। আঁা! তাই নাকি? [বিনয়ের দ্রুত প্রস্থান] খুনী ধর্‌তে এসে কর্ত্তা নিজে না খুন হয়! এই—গেল—গেল—hand ছাড়লেই ম'ল! না—যাক্‌ বেঁচে গেছে! ঝুল্‌তে—ঝুল্‌তে বড় ডেং foot-board পেয়েছে!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

আড্ডাবাড়ী—রঙ্গিলার কক্ষ

(হরেকৃষ্ণ ও নরহরির প্রবেশ)

হরে। বাবা, দেখেছো বটে আমায় এই ট্যানা-পরা, এমন দিন ছিল —আমার পিতোমো'র সিং-দরজা দিয়ে হাতীগুলো বাবা সার্ সার্ নেংটি ইঁদুরের মত গলে যেত।

নর। সে আর বুঝিনি খুড়ো? তুমি হ'লে বনেদী ঘরের ছেলে!

হরে। বল্লে না পেত্যয় যাবে—বাবাকে যখন চিতেয় শোয়ালুম, তাঁর দশ আঙ্গুলে বাবা দশটী হীরের আংটী ঝক্‌মক্ চক্‌চক্ করছে! মড়া দেখে মুদ্দোফরাস বেটার মুখ দে' নাল গড়াতে লাগলো। দিলুম আগুন ধরিয়ে। দেখতে দেখতে হীরেগুলো বাবা জ্বলে পুড়ে ঘুঁটের ছাই হ'য়ে ফর্-ফর্ বাতাসে উড়তে লাগল। আর, গাঁয়ের লোকগুলো সেই ছাই বাবা কুড়িয়ে একটী বছর দাঁত মেজেছে। বলে—'গাই বলদে চসে, তারা হীরেয় দাঁত ঘসে!'

নর। আর, 'রুই মাছ পালমের শাক ভারে ভারে আসে!'

হরে। একে বাবা চন্নন কাঠ, তায় গাওয়া ঘির ওপর গাওয়া ঘি, তার ওপর গাওয়া ঘি! শেষে মটকি, চন্দ্রকোণা, পাতিরাম, চাঁদ-মার্কা ইত্যাদি ক'রে সে আর তোমায় কি বল্‌বো বাবাজী—ভেসে গড়িয়ে দেশটা নদী-নালা হয়ে গেল! আর, এই ইটেল-ঘাটা, আঁতুড়-চক্, শ্যালতাড়া, রাম-ঘুঘু, বাহান্নপুর প্রভৃতি ক'রে পাঁচ-পাঁচটা গ্রামের হ্যাংলা বেটারা তিন মাস তেলটি পর্য্যন্ত কেনে নি! ঘি মেখে গামছা কাঁধে নাইতে যেতো। এখন এ সব বাবাজী গল্প-কথায় দাঁড়িয়েছে। সে রামও নেই, সে অযুধ্যেও নেই!

নর। (স্বগত) বেটা মিথ্যে কথায় আমার বাবা! (প্রকাশ্যে) তা' খুড়োর বাড়ীটি তো বেশ নিরিবিলি!

হরে। আমি বাবা ঝঞ্ঝাটে লোক নই! তোমাদের অত ইটি বিটি সিটি বারো মশাই সতেরো মশাইয়ের তোয়াক্কা রাখি না। অবুরে সবুরে একটু আধটু আমোদ আহ্লাদ করা যায়। কই রে রঙি—কোথায় গেলি?

(রঙ্গিলার প্রবেশ)

রঙ্গিলা। কিগো! চেঁচাচ্ছ কেন?

নর। বাঃ! বাঃ! বলি খুড়ো, এটী কি—(ইঙ্গিত)

হরে। হ্যাঁ বাবা, তোমার উপ-খুড়ী, আর আমার গলায় দড়ী।

রঙ্গিলা। সঙ আর কি!

হরে। রাত দশটা অবধি ঘুরিয়ে হাঁটু দুটোকে তো বাবা বে-এক্কার করে' দিলে! যা কথা ছিল, এইবার দাও! এক বোতল আমোদ কিনে আনা যাক্। কারণ-বারি পান আর স্ত্রী-কণ্ঠে গান, এ দুটি সেরার সেরা জিনিস। আমি শেষেরটীর ভার নিচ্ছি, তুমি বাবা আগের খরচটা যোগাও।

নর। আজ আর এত রাত্রে তো মিল্‌বে না খুড়ো!

হরে। সে ভাবনাটা আমার ঘাড়ে দাও না যাদু! রেস্ত ছাড়, আমি বাবা পাঁচ মিনিটে এনে দিই কিনা দেখ।

নর। তাইতো! বড় লজ্জা দিলে খুড়ো! ট্যাক্ একদম্ খালি। তবে যদি ধার দিতে পার,—

হরে। কেন বাবা, সেই যে তখন পান কেনবার সময় বুক-পাকিট থেকে একতাড়া নোট খস্ করে' রাস্তায় পড়ে গেল। আমি বাবা দেখিনি বুঝি!

নর। ওঃ! তাওতো বটে! কি জান আমি—খুচরো নেই, তাই বলেছিলুম। তা বেশ, এই পাঁচ টাকার নোটখানা ভাঙ্গিয়ে কিনে আন। (নোট প্রদান)

হরে। চিরজীবী হও বাবাজী! ওরে, বাবুকে যত্ন কর,—পান টান্ দে। [রঙ্গিলাকে ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান।

রঙ্গিলা! দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন।

নর। এই যে, বস্‌বো বই কি—বস্‌বো বই কি!

রঙ্গিলা। আপনি বসুন, আমি পানটা সেজে আনি। [প্রস্থান।

নর। কিছু খসালে! তা হোক্—ও আমার বেনো জল ঢুক্‌লো। সুদে আসলে পুষিয়ে নোব। বুড়ো যে কেপ্পন, নিশ্চয় কিছু জমিয়েছে। সন্ধানটা তো আজ নিয়ে যাই। তারপর রণুলাল আস্‌ছেন আর কি।

(রঙ্গিলার পুনঃপ্রবেশ)

রঙ্গিলা। (পান দিয়া) এই নিন্ ভাবছেন কি?

নর। এই খুড়োর বরাত ভাবছি, আর মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছি

রঙ্গিলা। অত ঠাট্টা করেন কেন?

নর। ঠাট্টা নয়! খুড়ো বুড়া বটে, একটা ভাগ্যিমান্ লোক!

রঙ্গিলা মুখপোড়ার কথা আর বল্‌বেন না। যে কষ্টে আছি, মরণ হয় তো বাঁচি!

নর। কেন—কেন—তোমায় যত্ন টত্ন করে না নাকি?

রঙ্গিলা। পোড়ার দশা! একটা পয়সার মুখ দেখতে পাই না! গয়নাগাঁটি যা দেখছো, কবে কেড়ে নেবে—কে জানে?

নর! লোক বলে—ওর হাতেবেশ পয়সা কড়ি আছে। এই তে দেখছি, একটা এবো সিন্দুক! চাবি টাবি তো সব তোমার কাছেই থাকে?

রঙ্গিলা। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না! যার টাকা, তা'রই কাছে চাবি! বলে 'সর্ব্বস্ব তোমার, চাবিকাটিটি আমার।'

নর। বটে! খুড়ো লোকটার এমন নীচ অন্তঃকরণ! তোমার মত একজন আত্মীয়া পেলে আমরা তো বর্ত্তে যাই!

রঙ্গিলা। যান—আপনি বড় তামাসা করেন!

নর। তামাসা নয়। এই তোমার গা ছুঁয়ে—তিন সত্যি বলছি :

(মদ্যের বোতল ও গেলাস হস্তে মত্তাবস্থায় হরেকৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ)

হরে। গুণে নাও বাবা তোমার নোট ভাঙ্গান বাকী টাকা—কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আছে। (অর্থ-প্রদান)

নর। খুড়ো বুঝি এর মধ্যে সুরু করেছ?

হরে। দেরী সইল না বাবাজী! কিনেই দাঁড়া-ভোগে আধখানা শেষ করেছি! রঙি, দে—বাবুকে ঢেলে দে'।

নর! না খুড়ো, আমি ও সবে নেই, আমি ও ছুঁই না!

হরে। কি রকম কথা হ'ল? চোদ্দ বছর থেকে টেনে আসছি, ভুরু দেখে বাবা বলে' দিতে পারি—কে কি রকম লোক, আর আমায় দম্ দিচ্ছ? ট্যাক্‌শালের, দাওয়ানের কাছে বাবা মেকি চালাবে?

নর। সত্যি বলছি খুড়ো, আমার এখন ও খাবার যো নাই।

রঙ্গিলা। তা' ভদ্রলোক যখন খেতে চাচ্চে না, পেড়াপেড়ি কেন বাপু?

নর। হ্যাঁ খুড়ো, তুমি ওই চালাও। আমাদের ততক্ষণ একটা গান চলুক!

হরে। আচ্ছা। রঙিলা, গা। (মদ্যপান)

রঙ্গিলা। হাঁ, আমি বুঝি গান জানি?

নর। গাও না—গাও না।

(রঙ্গিলার গীত)

অত ক'রে বঁধু চেয়ো না—হেসে চেয়ো না !
ফিরে ফিরে দেখি, হয়ে চোখোচোখী
ফিরে এল আঁখি—দেখা তো হ'ল না।
লাজনত আঁখি মাটী পানে চায়,
আঁখি-কোণে সখা দেখা বড় দায়,
রাখ ঢাকি আঁখি, আঁখি ভরে' দেখি,
না দেখে চরণ চলিতে চাহে না।

হরে। কেমন ?

নর। চমৎকার !

হরে। এবার শোন বাবা, একটা উত্তোর পাই।

(হরেকৃষ্ণের গীত)

কি টিপ্ পরেছ মনমোহিনী চাঁদপানা মুখে।
আশে পাশে কালো নয়ন হাস্‌ছে লো সুখে॥
গলায় দুলছে শিকলী হার,
ফাঁপা চুলে চেরা সিঁথির ক'ব কি বাহার,
আল্‌তা পেড়ে চরণ দু'টী রাঙা টুক্‌টুকে।

নর। বাঃ খুড়ো। বাঃ।

হরে। গলা শুকিয়ে গেছে বাবাজী, আর একটু খাই। (পান)

রঙ্গিলা। কচ্চো কি ?

নর। আহা থাক্ না—ভালবাসে! (স্বগত) বেটা ঘাল্ হয়ে পড়'লো বলে'।

হরে। (মদ্যপান) কেয়া মজা! আমি এখন শূন্যে উড়ছি! কোন্ বেটা বলে আমার নেশা হয়েছে! কোন্ শালা বলে—(শয়ন

রঙ্গিলা। দেখলে কেলেঙ্কারীটা? এই যে পড়ল, কাল দুপুরে উঠ্‌বে। হাড় ভাজা-ভাজা করে' দিলে গা!

নর। তা' তোমার যদি এখানে এতই কষ্ট হয়, আমার সঙ্গে চল না কেন?

রঙ্গিলা। আপনি কি আমায় পায়ে রাখবেন?

নর। বালাই! ষাট্‌! মাথায় ক'রে নিয়ে যাব, চূড়ো করে রাখব!

রঙ্গিলা। তোমার বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা!

নর। কিন্তু শুধু হাতে যাওয়াটা মুখ্যুমি হবে! তোমার একটা সংস্থান করে' দেওয়া যাক্‌। আর, ওর টাকায় ধর্ম্মতঃ তোমার পূরা অধিকার। সিন্দুকের চাবিটা কোথায় রাখে, বল্‌তে পার?

রঙ্গিলা। তা জানি না। ডালাটা চাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেলনা।

নর। এক বেটা চাকর আছে না?

রঙ্গিলা। সে আমার মুঠোর ভেতর!

নর। তবে আর কি। আগে এই চাবিগুলো দিয়ে চেষ্টা করে' দেখি! না হয়, কাজেই ভেঙ্গে ফেলতে হবে। (পর-চাবির থোলো বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা)

রঙ্গিলা। সিঁড়ির দোরটা দিয়ে আসি—কেউ না এসে পড়ে!

[প্রস্থান।

নর। এর মধ্যে যে এতটা সুবিধে হ'বে, কে জানতো! লেগে যা বাবা একটা চাবি! উঁহু! দেখি এইটে! (সিন্দুক খোলা) ব্যাস্‌—কেল্লা ফতে!

(রঙ্গিলার দ্রুত পুনঃপ্রবেশ)

রঙ্গিলা। (হরেকৃষ্ণের প্রতি) ওগো, ওঠো ওঠো—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, চোরে যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে যায়!

হরে। (কপট নিদ্রা হইতে উঠিয়া) অ্যাঁ! তাইতো! ওরে বেটা চোর। পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা! চোট্টা আয়া!

(পাহারাওয়ালা-বেশী লছমনের প্রবেশ)

লছ। কেয়া হুয়া! কেয়া হুয়া! কাঁহা চোট্টা?

রঙ্গিলা। এই দেখ ওই লোকটা চোরা-চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছিল!

হরে। আমার একতাড়া নোট নিয়ে পকেটে পুরেছে! ধর বেটাকে। বেটা ঘাগী সিঁদেল, নোটের তাড়া চুরি করবে!

লছ। হাঁ—হাঁ—এ শালা দাগী আছে! (নরহরিকে ধৃত করণ)

নর। (স্বগত) বেটাবেটী কি শয়তান গো! আমাদের ওপর টেক্কা মারে!

লছ। চলো থানেমে!

নর। খুড়ো, এইটে কি উচিত হ'ল বাবা?

হরে। আর, বাক্স ভেঙ্গে টাকাগুলো বগল-বাজা করাটিই কি উচিত হচ্ছিল বাবা? এখন নোটের তাড়াটি রেখে লেজ গুটিয়ে চুরণি কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে বাড়ী যাও ধন।

নর। (স্বগত) নির্ঘাৎ প্যাঁচ্! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাবা অর্দ্ধেক নাও।

লছ। নেহি—নেহি—হাম্ ছোড়্‌বে নেহি!

হরে। কেন বাবা কসাকসি করছ? ও পুরোটাই দিতে হবে ধনমণি?

নর। দূর হোক্ গে! নে শালা, এই নে! (নোটের তাড়া ফেলিয়া দেওয়া ও রঙ্গিলার উহা কুড়াইয়া লওয়া) মোদ্দা আমায় চেন না! এর প্রতিফল দোব, তখন বুঝবে আমি কে! হাঁরে মাগী, এই বুঝি তোর খুড়ো ঘাল্ হয়েছে, কাল দুপুরে উঠবে!

হরে। আমি বাবা মদের একটা জটায়ু! এক চৌবাচ্চা খেলে নেশা হয় না! আর, তুমি ঠাওরালে ওই টুকুতে জমি নিলুম।

নর। দেখে নোব তোমায়!

হরে। বাবা, ফিরিবীর একটা দিক্‌পাল আমি, তুমি বেটা বাজন্দরে হয়ে ঠকাবে? বাজ-পাখীর কাছে বাবা ডুগগো-টুন্‌টুনি!

নর। দেখে নেব বাবা, এই বলে' গেলুম! [প্রস্থান।

হরে। চল্‌—বেটাকে ভারি লপটে নোওয়া গেছে।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীরামপুর-ষ্টেশন-প্লাট্‌ফরমের এক-পার্শ্ব

বিনয়, রেলওয়ে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর ও ষ্টেশন-মাষ্টার

ইন্‌স্পেক্টর। কি নাম বল্লেন?

বিনয়। নরেন্দ্র! পরশু রাত্রে ওর একজন বন্ধুকে খুন ক'রে লোহার সিন্দুক থেকে তার বহুমূল্য হীরের কণ্ঠহার চুরি করে' পালায়। সেই অবধি আমি ওকে follow করে আসছি! ট্রেণখানা যেমন এখানে থামলো, আপনাদের দু'জন কনষ্টেবলকে নিয়ে compartment এর দরজা আটকে ওকে arrest করতে গেলুম! লোকটা তাই দেখে opposite দিকের দরজা খুলে রেল-লাইন cross করে' পালাতে যাচ্ছে, এমন সময় মালগাড়ীখানা এসে ওর ঘাড়ে পড়ল! ব্যাস্‌—একেবারে smashed!

ষ্টেশন-মাষ্টার। কুলীরা বলছিল—ধাক্কা খেয়ে লোকটা লাইনের উপর সোজা লম্বা হয়ে ঠিক্‌রে পড়ে! তাইতে ট্রেণের চাকাটা ওর মাথা চূর্‌মার্ ক'রে বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে! লাস্ দেখলেন তো। মানুষ বলে' চেনবার যো নেই!

ইন্‌স্পেক্টর। Instantaneous death!

বিনয়। তার আর ভুল আছে! Identify করাই দায়! তবে ওর গায়ের ছেঁড়া ছিটের কোটের পকেট থেকে একখানা রেলওয়ে টিকিট আর ওর নামে addressed এই চিঠিখানা পাওয়া গেছে! টিকিট দেখেও জানা যাচ্চে—বালি থেকে উঠেছে! আর এই কাপড়ের পুঁটলিটে গাড়ীর ভেতর ফেলে পালাচ্ছেল—তাড়াতাড়িতে নিয়ে যাবার অবসর পায়নি! কাপড়গুলোও enquiry ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে!

ইন্‌স্পেক্টর। আসামীর পক্ষে ভালই হয়েছে। সেই মাসখানেক জেলে পচে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হতো। তার চেয়ে এক লহমায় সব হাঙ্গামা ফুরিয়ে গেল!

বিনয় তা বটে। আমাদের শুধু পরিশ্রমই সার।

ইন্‌স্পেক্টর। এখন চলুন—আমার বাসায় রাতটুকু ঘুমিয়ে সকালে বাড়ী ফিরবেন!

বিনয়। ভেবেছিলুম—পুঁটলি থেকে চোরাই গয়নাটা বেরুবে! তা নয়, শুধু কাপড় চোপড়! কণ্ঠহারের জন্য দেখছি—আবার দৌড়ঝাঁপ করাবে। চলুন, একবার টেলিগ্রাফ-অফিসটা ঘুরে যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বালি—হপ্তা-বাজারের সম্মুখ

(কুলী-রমণীগণের প্রবেশ)

গীত

কোঠে পর্ ননদী শোতে রহি,
(হাঁ কানাইয়া) বাত্ ধীরে বোলো।
এয়সা তু পাঁওয়ার, না মান লাজ ডর,
তেরে পায়েরকে পাঁয়জর্ বাজে কতহি বোলে।
চাঁদিনি রাতি, তেরে সংহতি—
জাগি' ননদী যব্, হামে দেখেগি,
তক্‌রার হাজার জরুর হোয়েগি টুটেগি লছ বল।

প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নরেন্দ্রের বাটীর কক্ষ-সম্মুখস্থ দালান

রোগ-শয্যায় নিদ্রিত শ্যামল ও তৎপার্শ্বে সরোজ

সরোজ। বিপদ যেন শতমুখী হয়ে এসেছে! তাঁর যে কি হ'ল, কোনও খবর পেলুম না! মধুরও উদ্দেশ নেই! উৎকণ্ঠার ওপর ছেলেটার আবার এই সর্ব্বনেশে অসুখ। রোগের যন্ত্রণায় সারারাত কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করেছে, 'হা জল' 'যো জল' করে' কেঁদেছে! লোকবল নেই, অর্থবল নেই, চিকিৎসা হল না! যে কলঙ্ক রটেছে, পাড়ার কেউ একবার উঁকি মেরেও দেখলে না! যা হোক—মা রক্ষে

করেছেন ! ভোর থেকে একটু ভাল আছে—অঘোর হয়ে ঘুমুচ্ছে, এইটুকু ভরসা ! কি বিষম রোগ ! এক রাত্তিরে বাছার চোক ডোবর হয়ে বসে গেছে—মুখে যেন কে কালী লেপে দিয়েছে ! ঘুম থেকে উঠে যখন খাবার বায়না ধরবে, কি দোব ? শুনেছি—দুধ-সাবু পথ্য ! সাবু ঘরে আছে, কিন্তু গয়লা তো এল না ! পুলিশের ভয়ে যদি সে নাই আসে ! মধু থাকলে বাজার থেকে কিনে আন্‌তো ! সে কেন এল না ? তিনি নিরাপদ হ'লে মধু তো তখনই ফিরে আস্‌তো ! মনে কেবল অমঙ্গল-আশঙ্কাই প্রবল হচ্ছে ! আহা ! ভয়ে পাগলের মত হয়ে গেছেন ! চলে গেলেন, পা ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপ্‌তে লাগল ! ছেলেটাকে দেখতে চাইলেন, এমনি বরাত—তা'ও হল না ! কি যে করি, কোন্ দিকে সাম্‌লাই,—ভাবতে গেলে জ্ঞান থাকে না !

শ্যামল । মা—মা !

সরোজ । এই যে বাবা—এই যে আমি ! কেন ধন ? কেন মাণিক ?

শ্যামল । জল-তেষ্টা ?

সরোজ । আর জল খেতে নেই যে বাবা ! গয়লা এলেই দুধ-সাবু ক'রে দোব এখন ! একটু চুপ করে থাক !

শ্যামল । বড্ডো তেষ্টা মা—একটু খানি দাও ।

(সরোজের কলসী হইতে জল গড়াইয়া আনা)

সরোজ । শুয়ে থাক বাবা—আমি খাইয়ে দিচ্ছি । (জল পান করাইয়া) আর একটু ঘুমোও দেখি, ঘুমোলেই অসুখ সেরে যাবে এখন । লক্ষ্মীটি ! (মাথা চাপড়ান ও শ্যামলের নিদ্রা) পাশের বাড়ী থেকে একটু দুধ চেয়ে আনি । আমার আর লজ্জা কি ? মান অভিমান কি ? ভিখিরী ! মাগো ! (অঞ্চলে মুখ ঢাকা)

নেপথ্যে নগেন । বাড়ীতে কে আছ—ওদিকে এস ।

সরোজ। কে এল? অচেনা লোক। না জানি কি খবর দিতে এল! কি শুনবো।

(নগেন ও পাহারাওয়ালা-দ্বয়ের প্রবেশ)

নগেন। এই যে! গয়নাটা কোথায় আছে, বের ক'রে আন দেখি। ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে পার পাবে না। পুলিশের চাকরীতে ঘুণ হয়ে গেছি—অনেক ভিট্‌কেলেমি চিনি। যাও—গয়না নিয়ে এস

সরোজ। (মৃদুস্বরে) আমার তো গয়না নেই!

নগেন। ন্যাকামী রাখ। এ তোমার গয়নার কথা হচ্ছে না তোমার স্বামী বাড়ী খালাস করবার জন্যে গৌরীবাবুর সিন্দুক থেকে যে হীরের কণ্ঠহার এনে তোমার কাছে রেখেছে, কোথায় সেটা? কেন মারা যাবে! ভদ্রঘরের মেয়ে জেল খাট্‌বে, সেটা কি ভাল?

সরোজ। তিনি তো কোনও গয়না আনেন নি!

নগেন। সাধে জবরদস্তি করি! ভদ্রকথার কেউ নয়! এখনও বল্‌ছি, কথা শোন! যা হ'বার তাতো হয়েই গেছে! আর কেন নিজেকে বিপদে জড়াও? তোমার স্বামী নিজ মুখেই সব ব্যক্ত করেছে! না হয়, একদিন জেলে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কোরো! এখন বামাল বের কর দেখি।

সরোজ। তিনি কি তবে—

নগেন। হ্যাঁ গো—হ্যাঁ—ধরা পড়েছে!

সরোজ। মধুসূদন! (বসিয়া পড়া)

নগেন। বসে পড়লে চলবে না! বুঝেছ তো সব সন্ধান পেয়েছি!

সরোজ। গয়না কোথায় জানি না—আমি নিশ্চয় বল্‌ছি!

নগেন। না, এ ঘাগী বদমায়েস—মিট্‌মিটে ডান্‌—সহজে কবুল ক'রবে না! আচ্ছা বাবা, দেখি গয়না বেরোয় কি না!

শ্যামল। (শয্যা হইতে) বাবা! বাবা! বাবা এয়েছ?

নগেন। ওরে বাবা, এ বাবা নয়—বাবার বাবা!

শ্যামল। আঁ্যা! পাহারাওলা! মা! মা! ভয় করছে!

সরোজ। কেন বাবা—ভয় কি? এই যে আমি তোমার কাছে বসছি! (শয্যার কাছে গমন)

নগেন। ছেলের কাছে গিয়ে আদর বাড়ালে চলবে না। এ দিকে এস—চলে এস! search warrent আছে, বাড়ী খানা-তল্লাসী ক'রবো! তোমার মুরুব্বি পাড়া-প্রতিবেশী কাউকে খবর দাও। তোমাদের পক্ষে একজন সাক্ষী থাকা দরকার।

সরোজ। কাল থেকে তাঁরা কেউ আমাদের বাড়ী আসেন নি!

নগেন। সম্ভব! খুনী আসামীর বাড়ী কোন্ ভদ্রলোক মাড়াতে চায়? তা লোক না থাকে, উপায় কি? তুমি আমার সঙ্গে এস। বাক্স পেট্রা যা যেখানে আছে, সব তোমার সাম্‌নে খুলে তদারক ক'রতে চাই! চলে এস! আরে মর্! সঙের মত বসে রইল যে!

সরোজ। এই চাবির থোলো নিয়ে যান—বাক্স খুলে দেখুন! এখান থেকে আমি কোথাও যাব না। (চাবির থোলো ফেলিয়া দেওয়া ও নগেনের উহা কুড়াইয়া লওয়া)।

(বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। কই হে নগেন—কিনারা হ'ল?

নগেন। রাম! গয়নার কথা আমলই দেয় না! সার্চ্চ করবো, তা একজন witness পাচ্ছি না! গিন্নি তো ঢঙ্ ক'রে চাবির থোলো ছুঁড়ে বাক্স খুলতে হুকুম দিলেন, কিন্তু responsibility ঘাড়ে নেয় কে? শেষে দাবী করে বসবে—বাক্সে লাখ টাকার কোহিনূর ছিল

তুমি এসেছ, যা, হয় কর। দেখ না—বসে আছেন যেন কলা-বউটী! মাগী বজ্জাতের ধাড়ী!

বিনয়। আঃ নগেন! আচ্ছা, তুমি এদের নিয়ে বাইরে দাঁড়াও, আমি সার্চ্চ করছি।

নগেন। ওঃ—বুঝেছি! তা এ বন্দোবস্ত আগে থেকে করলেই তো হ'তো! মিছে আমায় trouble দেওয়া কেন? এই নাও তোমার সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট, আর এই নাও চাবির থোলো!

[নগেন ও পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রস্থান।

বিনয়। মা, কিছু মনে ক'র না! কার্য্যোদ্ধারের জন্য সময়ে সময়ে আমাদের বাধ্য হয়ে কঠোর হ'তে হয়! এখন—আমার একটী কথার যথার্থ উত্তর দিতে হবে। প্রতারণার চেষ্টা কোরো না—আমি সত্য মিথ্যা চিন্‌তে পারি! গয়নাটা কি—

সরোজ। আমি অন্তর্য্যামী সাক্ষী ক'রে বলছি—এই রোগা ছেলের হাত ধরে' বলছি, গয়নার কিছুই জানি না! আমাদের মাথার ওপর এখন এই বিপদের খাঁড়া ঝুল্‌ছে—আমার অমূল্য রতন হারাতে বসেছি, আর তুচ্ছ একটা গয়না লুকিয়ে রাখ্‌ব? হা ভগবান! আপনি ওই চাবির থোলো নিয়ে যেমন ইচ্ছে খোঁজ করে' দেখুন, আমার কোনও অবিশ্বাস নেই!

বিনয়। এই মা তোমার চাবির থোলো ফিরিয়ে নাও, সাহেবকে বলবো—গয়না এ বাড়ীতে পাওয়া গেল না! (চাবি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত)

সরোজ। আমায় 'মা' বললেন, সেই ভরসায় জিজ্ঞাসা করছি—তাঁ'কে কোথায় ধরে রেখেছেন? একবার কি দেখা হয় না? আপনার পায়ে ধরছি—একটী বার তাঁকে নিয়ে আসুন!

বিনয়। কা'কে নিয়ে আসব মা? তা'কে তো আমরা ধরতে পারিনি! আর, কখনও যে পারবো, এমন ভরসাও নেই!

সরোজ। বৃথা আশ্বাস দেবেন না—আমি বড় অভাগিনী!

বিনয়। সত্যই বলেছি! আমার বড় জেদ ছিল—তা'কে ধর্‌বো! মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তার পেছনে ছুটেছিলুম! কিন্তু পারলুম না। খানিক দূর যেতে যেতেই খেই হারিয়ে গেল! তবে মা - তোমার স্বামী যে আর কখনও ফিরবে, সে আশা দিতে পারি না!

সরোজ। তাই হোক—যেখানে থাকুন, তিনি নিরাপদে থাকুন, আমি আর কিছু চাই না! মধু যখন আছে, তাঁর কোনও কষ্ট হবে না!

বিনয়। না মা, তোমার প্রভুভক্ত মধু থানায় আটক আছে!

সরোজ। থানায়?

বিনয়। আদালতে হাজির করলেই জেল হবে!

সরোজ। অ্যাঁ! মধু? মধুর জেল হবে? হায়! হায়! আমাদের জন্যে সে বেচারাও মারা গেল!

বিনয়। এখানে তো মা তোমাদের দেখবার শোনবার কোনও লোক দেখছি নি! যদি কোন আত্মীয় কুটুম্ব থাকে, বল—আমি তাঁ'দের খবর দোব!

সরোজ। তিনি চলে গেছেন, মধু গেল, আর আমাদের 'আপনার' বল্‌তে ত্রিভুবনে কেউ নেই! মধু! মধু! তোমার এই হ'ল! বুড়ো মানুষ - জেল খাটতে হ'ল! (কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যায় গিয়া উপবেশন)

বিনয়। অদৃষ্ট! আমরা কি ক'র্বো? ভগবানের রাজত্বে এমন কত আছে—দু'বেলা এমন কত হচ্ছে, আমরা কি ক'রবো! [প্রস্থান।

(রতন পোদ্দার, বেলিফ, পেয়াদাদ্বয় ও মুটেদিগের প্রবেশ)

বেলিফ। জজ সাহেবের খাড়া হুকুম রয়েছে—আর পাশেই থানা,

দরকার হ'লে দু' মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে পড়বে ! আপনি ঘাবড়াচ্চেন কেন ? বাড়ী আজ আপনাকে দখল দিয়ে দোবই !

রতন। শেষে কিন্তু পুলিশ-হাঙ্গামের ভয় নেই তো ?

বেলিফ। কিছু না—কিছু না। এ কাজ আমরা হামেসা করছি, তবে টাকাটা, মশাই, পুরোপুরী করে' দেবেন !

রতন। আচ্ছা হে, তাই মঞ্জুর।

বেলিফ। আপনাকে একটু শক্ত হতে হবে, কান্নাকাটীতে ভুল্‌বেন না।

রতন। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার বুক পাথর! লোকে বলে—'পাথুরে রতন'।

বেলিফ। (মুটেদের প্রতি) ওরে, তোরা জিনিসপত্রগুলো টেনে রাস্তায় বার করে দে ! বাক্স, তোরঙ্গ, আনলা, থাল, ঘটী, বাটী, যা সামনে পাবি, তুলে নিয়ে আয়। ভাতের হাঁড়ী গুঁড়ো করে দে।

সরোজ। এ কি ! এ সব কি ?

বেলিফ। ইনিই এখন এ বাড়ীর মালিক। নিলেমে কিনে আজ দখল নিচ্ছেন ! আদালত থেকে আমি দখল দিতে এসেছি। এখন তোমরা ভালয় ভালয় না যাও, জোর করে' তাড়িয়ে দোব।

সরোজ। আমার ছেলেটীর বড় অসুখ, উত্থানশক্তি-রহিত। সে একটু সারলেই আমরা চলে যাব।

বেলিফ। এতো বাপু মামার বাড়ীর আবদার নয় ! ছেলের অসুখ, মেয়ের পেট-কামড়ান, মহাজনে শুন্‌বে, কেন ? এই মুহূর্ত্তে বাড়ী ছাড়তে হবে।

রতন। অসুখ না কচু ! কি অসুখ ?

সরোজ। কাল সন্ধ্যে থেকে ভেদ-বমি হয়েছে !

রতন। ওরে বাবা ! ওলাউঠো ! তবে তো ও গিয়েইছে ! না

বাপু আমার বাড়ীতে ও ছোঁয়াচে রোগে মরা হবে না! তোমার ওলাউঠো ছেলে নিয়ে এখনি বেরোও!

সরোজ। দয়া করুন! বড় দুঃখী আমরা নিরাশ্রয়! এ অবস্থায় বাছাকে কোথায় নিয়ে যাব?

রতন। হাঁসপাতালে। পয়সা নেই, মিনি পয়সার চিকিৎসা করাও। সেইখানে যা হয় হোক্! ও বুক-চাপড়ে মড়া-কান্না সদ্যঃ অলক্ষণ! শুভ গৃহ প্রবেশ করতে যাচ্ছি, আমার বাড়ীতে ও সব হবে টবে না!

সরোজ। মাগো! (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

বেলিফ। ছেলে কোলে করে' রাস্তায় গিয়ে কাঁদগে যাও!

রতন। যা দেখতে পারিনি, তাই!

সরোজ। আপনারা রাগ করবেন না—আমি চোখ মুচছি! আর, এখন আপনাদের তত ভয়ের কারণ নেই, সকাল থেকে বাছা একটু ভাল আছে।

বেলিফ। হ্যাঁ, ওলাউঠোর আবার ভাল মন্দ! এখন সাদা কথায় যাবে, না ঘাড় ধরে বের করে দোব?

সরোজ। (ভূমিষ্ঠ হইয়া) গলায় কাপড় দিয়ে আপনাদের চরণে ভিক্ষে চাইছি! বাছা আমার একরাত্রে বিছানার সঙ্গে পাক হয়ে গেছে! কি করে' এখন নাড়াচাড়া করি? আর দু'টো দিন! দু'দিন পরেই আমরা চলে যাব! আর—আর যদি তা'ই হয়, আমি কাঁদবো না—একটীবারও কাঁদবো না—বুক ফেটে গেলেও কাঁদবো না! অজ্ঞান ছেলেকে বুকে করে' সেই দণ্ডেই চলে যাব।

বেলিফ। কি বলেন?

রতন। বলাবলি আর কি! তোমার পেয়াদাকে বল—ছোঁড়াটাকে হিঁচড়ে টেনে আনতে! তা' হলেই মাগী পালাতে পথ পাবে না।

বেলিফ ঠিক কথা। শিউশরণ!

সরোজ। না—না—আমি আন্‌ছি—আমার বাছাকে আমিই বুকে করে' আনছি! ঠাকুর! বিপদভঞ্জন!

রতন। পথে এস বাবা! কড়া না হ'লে কি কাজ চলে?

সরোজ। বাপ্‌রে! আমি তোর মা নই, রাক্ষসী! এ দশায় কোন্ প্রাণে তোকে বিছানা থেকে তুল্‌বো?

শ্যামল। কোথায় যাব মা?

সরোজ। জগদীশ্বর জানেন। এস বাবা—কোলে এস। (কোলে করা)

শ্যামল। উহুঁ—মাগো—লাগছে যে মা—মরে যাই যে মা!

সরোজ। (শ্যামলকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) না—আমরা যাব না। আজ কিছুতেই যাবো না। গায়ে হাত দিতেই বাছা আমার নেতিয়ে পড়ল। মা হয়ে স্বহস্তে ওকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌বো না। এই পথ আগলে দাঁড়ালুম, তোমাদের যা' সাধ্য থাকে কর।

রতন। বটে রে দর্জ্জাল মাগী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! সর্ ওখান থেকে।

সরোজ। এক চুল নড়বো না। আমার প্রাণ থাক্‌তে ছেলের গায়ে হাত দিতে পাবে না!

শ্যামল। না মা—পালিয়ে এস মা—আমায় কোলে কর—আর লাগবে না!

রতন। (পিয়াদাদ্বয়ের প্রতি) ওরে, তোরা একজন মাগীর চুলের ঝুঁটী ধরে সরিয়ে দে'তো—আর একজন ওই ছেলেটাকে বার করে আন। বেটীর লম্বা-চওড়া ভাঙ্গতে হবে।

(পেয়াদাদ্বয়ের সরোজ ও শ্যামলকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ)

সরোজ। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া করজোড়ে) দীনবন্ধু! কোথায় তুমি! আমার শ্যামলকে বাঁচাও!

(পিস্তল লক্ষ্য করিয়া বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। সাবধান! যদি প্রাণের মায়া থাকে, এক পা এগিয়ো না।

[পিয়াদা ও মুটেদের পলায়ন।

বেলিফ। এ যে পুলিশের লোক!

বিনয়। এই অসহায় স্ত্রীলোকের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার করতে যাচ্চ, কে তোমরা? নরাধম! কুক্কুর!

বেলিফ। আজ্ঞে—জজ সাহেবের হুকুমে বাড়ী দখল নিতে এসেছি।

বিনয়। বাড়ী এখন পুলিশের চার্জ্জে। যাও—এখনি বেরোও। মধু! মধু! কোথায় গেল সে?

(মধুর প্রবেশ)

মধু। আমি দরোয়ান হু'বেটাকে আক্কেল দিচ্ছিলুম।

বিনয়। এদেরও একটু দাও। ঘাড় ধরে দূর করে' দাও।

রতন। আমরা যাচ্ছি—আমরা যাচ্ছি।

[রতন ও বেলিফের প্রস্থান।

বিনয়। আর ভয় নেই মা—চোখ চেয়ে দেখ!

মধু। মা! মা! আমি এসেছি! তোমার মধু এসেছে!

সরোজ। অ্যাঁ! মধু! বাবা, ফিরে এসেছ!

মধু। এই বাবুর দয়াতে ছাড়ান পেয়েছি।

সরোজ। আপনাকে আর কি বলবো! আমার বাছার প্রাণদান দিলেন। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! (গলবস্ত্রে বিনয়কে প্রণাম)

বিনয়। থাক মা—হয়েছে, ছেলের অকল্যাণ ক'র না। এখন আসি—বড় সাহেবের কাছে এখনই যেতে হবে। [প্রস্থান।

মধু। মা—মা—(ক্রন্দন)

সরোজ। কেন মধু—অমন করছ কেন? কাঁদছ কেন?

মধু। মাগো! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। জামাই বাবু—(ক্রন্দন)

সরোজ। বল--বল—তাঁকে কি ধরেছে! হ্যাঁ মধু, তাঁকে কি ধরেছে?

মধু। না মা—তা নয়!

সরোজ। তবে—তবে—

মধু। কি বলবো মা—বুক ফেটে যাচ্ছে—জামাইবাবু রেলে কাটা পড়েছেন।

সরোজ। অ্যাঁ! তিনি নেই? মাগো! (মূর্চ্ছা)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাণীগঞ্জ—নবীন বাবুর বাটী

(নবীন ও নরেন্দ্রের প্রবেশ)

নবীন। আহা! যাবেই তো গো! আমি কি আর তোমায় কয়েদ করে রাখছি? তা বাপু, জীবনটা রক্ষে করেছ—এই বয়সে আমায় সাক্ষাৎ অপঘাত-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ, জীবন-দাতার অন্ততঃ পরিচয়টুকু নেবার অবসর দাও! বুড়োকে কি এতই কৃতঘ্ন ঠাওরালে?

নরেন্দ্র। কি পরিচয় দোব? সংসারে আমার আপন বল্‌তে কেউ নেই!

নবীন। বটে! বাবাজী তবে আমারই মত সৌভাগ্যবান!

নরেন্দ্র। সে কি আজ্ঞা করছেন! আপনার ঘরে তো দেখছি মা কমলা বাঁধা! আমি একটা হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া, ভিখারী বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না!

নবীন। হ্যাঁ, দু'চারটে টাকা পয়সার মুখ দেখি বটে! তবে আপনার লোকের কথা যা বল্‌ছ, তা'রা সবাই ফাঁকি দিয়ে গেছে! (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হ্যাঁ—তারপর, নিবাস কোথায় বাপু?

নরেন্দ্র। কেন আর লজ্জা দেন? আমি নিরাশ্রয়—গৃহ-হীন!

নবীন। বলি, এক সময় একটা গৃহ তো ছিল?

নরেন্দ্র। সে কথা আর তুলবেন না! দৈবদুর্ব্বিপাকে সমস্তই অগ্নিস্মাৎ হয়ে গেচে!

নবীন। হুঁ—এমন! ভাল, তা' হলে এখন করা হবে কি?

নরেন্দ্র। দেশ-বিদেশে ঘুরে দেখব, যদি কোথাও একটা কাজ-কর্ম্ম জোটে!

নবীন। সৎযুক্তি বটে! তা বাবাজীর লেখাপড়া কতদূর করা হয়েছিল?

নরেন্দ্র। আমি-বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছিলুম। এখন তবে আসি, সন্ধ্যেও হয়ে গেছে!

নবীন। আরে রোস—রোস! কিছু জল টল খেয়ে—

নরেন্দ্র। মার্জ্জনা কর্‌বেন!

নবীন। সে কি হয়? মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে! সারাদিন হয়ত ভাল রকম খাওয়াই হয় নি! একটু দাঁড়াও বাবা, আমি এলুম বলে'! দেখো বাবাজী, বুড়োকে ঠকিয়ে চলে যেও না! [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। মন যেন লোকালয় দেখলে ছুটে পালাতে চায়! সদাই আতঙ্ক—কে কোথায় চিন্‌তে পারবে! নারায়ণ! এ সশঙ্ক জীবন কতদিন ভোগ কর্‌ব! মায়া—জীবনের এত মায়া! মনে করলেই তো একদণ্ডে সকল যন্ত্রণা এড়ান যায়! বিরাট ট্রেণ নিঃশ্বাসে আগুন উদ্গার কর্‌তে কর্‌তে অন্ধকার ভেদ করে' ছুটেছিল, একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো সব গোল চুকে যেতো! আর মুখ লুকিয়ে পথ চল্‌তে হতো না,—লোক দেখ্‌লে বুক কেঁপে উঠ্‌তো না, পাহারাওলার সঙ্গে চোখো-চোখী হ'লে ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেতো না। ভীরু মন! সে সাহস তো হল না! কলঙ্ক ধিক্কার লজ্জা অঙ্গের ভূষণ. প্রাণ বাঁচাতে তবু সাধ! আর—আশ্চর্য্য! এ প্রাণ বাঁচেও তো! ট্রেণে উঠেই জামাটা

বেঞ্চির নীচে লুকিয়ে রেখে পুঁটুলি থেকে এইটে বার ক'রে পরলুম! খানিক পরে দেখি, আর একজন সেই জামাটা প'রেছে! বেচারা স্বপ্নেও জান্‌তো না যে, সেই ছিটের কোট তাকে খুনী আসামী সাজিয়ে দেবে! পুলিশ তা'কে ধরতে উন্মত্ত, আমার দিকে লক্ষ্য করুলে না! তার পর অনাহার-অনিদ্রায় দিন রাত অবিশ্রান্ত পথ হাঁটা! কি ছিলুম, কি হয়েছি!

(নবীনের পুনঃ প্রবেশ)

নবীন। একবার এই পাশের ঘরে যে আসতে হবে বাবা। দুটো ফলফুলুরী মুখে দাও—শরীরটা জুড়োক!

নরেন্দ্র। চলুন!　　　　(নবীন ও নরেন্দ্রের প্রস্থানোদ্যত)

(ব্যাগহস্তে মুকুন্দের প্রবেশ)

নবীন। এই যে মুকুন্দ! এত দেরী হ'ল! কোথায় ভোরে এসে পৌঁছোবার কথা!

মুকুন্দ। কাল রেতে মশায় যে হাঙ্গাম! শ্রীরামপুরে ট্রেণ আটকে রইল! আবার আমার ভায়রাভাই সেখানকার ষ্টেশন-মাষ্টার, কিছুতেই ছেড়ে দিলে না! হয়েছিল কি জানেন? সহরের সেই নিম্‌কিটোলার খুনের পলাতক আসামী নরেন্দ্র আমাদের ট্রেণে ছিল! পুলিশ সন্ধান পেয়ে শ্রীরামপুরে তা'কে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়,—

নবীন। বল কি! তা'র পর? দাঁড়াও, তোমার কথা শুনছি। (নরেন্দ্রের প্রতি) বাবাজী, এই যে পাশেই ঘর—সব উদ্যোগ করা আছে! তুমি জলযোগে বসে যাও, আমি গল্পটা শুনেই যাচ্ছি! লজ্জা ক'র না বাবা, এ তোমারই ঘর!　　　　[নরেন্দ্রের প্রস্থান।

হাঁ—তা'রপর কি হ'ল?

মুকুন্দ। পুলিশ তো ধরে ধরে! আসামী তখন উপায়ান্তর না দেখে

গাড়ী থেকে লাফিয়ে রেল-লাইনের উপর দিয়ে ছুটছে, এমন সময় হুহুঙ্কারে এক মাল-গাড়ী এসে তা'র ঘাড়ে!

নবীন। সর্ব্বনাশ!

মুকুন্দ। হতভাগার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তাল গোল পাকিয়ে গেল! চেন্‌বার উপায় নেই! পরণের ছিটের কোট দেখে পুলিশ সনাক্ত করলে!

নবীন। পুলিশের চোখে ধুলো দিচ্ছেল,—অন্তর্য্যামী স্বহস্তে পাপের শাস্তি দিলেন! এখন যাও—মুখ হাত পা ধুয়ে জিরোয় গে! কাজের কথা পরে হবে! [মুকুন্দের প্রস্থান।

তাইতো! মুকুন্দকে যেতে বললুম, ওকে যে এখনই প্রয়োজন! ওহে, ও ও মুকুন্দ, শোন শোন! [প্রস্থান।

(নরেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

নরেন্দ্র। কি শুনছি? শরীর দুর্ব্বল ব'লে কি ভুল শুন্‌লুম? না—না—স্পষ্টই তো বল্‌লে! এ হতভাগ্য মৃত নিঃসন্দেহ সেই লোকটা —আমার জামা কুড়িয়ে পরেছিল! আর ভয় কি? আর পুলিশ তেড়ে আসবে না! এখন আমি আবার মুক্ত—স্বাধীন! কি শান্তি! হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠছে! মা নিস্তারকারিণি! অনুতপ্ত সন্তানের কাতর আবেদন তবে পায়ে ঠেলিস্‌ নি? ক্ষেমঙ্করী! দুষ্কৃতের প্রতি এত করুণা! সরোজ এতক্ষণ জেনেছে, সে বিধবা! জেনেছে— তা'র শ্যামল পিতৃহারা! হো'ক্—এও ভাল! ফাঁসীর চেয়ে এ মৃত্যু-সংবাদ তা'র পক্ষে অনেক ভাল! নির্লজ্জ মন! আর কেন? পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হও! আমার কেউ ছিল না, কেউ নেই। এখন—কেবল তুমি আশীর্ব্বাদ কর দয়াময়,—এই শক্তি দাও, পুনর্জ্জীবনে যেন মৃতজীবনের পাপ প্রক্ষালন করতে পারি।

(নবীন ও মুকুন্দের পুনঃ প্রবেশ)

নবীন। মুকুন্দ, আগে এই বাবুটীকে ভাল করে' দেখ! আজ বৈকালে নতুন ঘোড়াটা টম্‌টমে জু্তে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। পথে একটা হাতী দেখে ঘোড়া ক্ষেপে গেল! রাশ সাম্‌লাতে পারলুম না! পাগল ঘোড়া বাঁধের ওপর দিয়ে তীরের মত ছুটলো! সহিসটা কোথায় ঠিক্‌রে গেছে—রাস্তা শুদ্ধ লোক 'হায় হায়' করছে—আমি তখন গাড়ীর ওপর মৃতপ্রায়! খানিক পরে রাস্তা ছেড়ে ঘোড়াটা পাথুরে নদীর দিকে ফির্‌লো!

মুকুন্দ। সর্ব্বনাশ!

নবীন। পাড় থেকে ৫০৬০ হাত নীচে পাথরের ওপর শুক্‌নো 'পাথুরে' ঝির্‌ঝির করে চলেছে! আর দশ হাত এগোলেই ঘোড়া পাথরের উপর লাফিয়ে পড়ে! প্রাণ গেল—চোখের সম্মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া দেখলুম! এমন সময় একটা গাছতলা থেকে এই যুবক উন্মাদের মত ছুটে এসে উন্মত্ত ঘোড়াকে ধরলে! ইনি না থাকলে তোমাদের মনিবকে আর দেখতে পেতে না! আমার হুকুম—সকলকে বলে দাও, আজ থেকে আমার মত ইনিও তোমাদের মনিব। বিষয় আশয় ও আফিস-সংক্রান্ত সমস্ত হিসেব নিকেশ এখন থেকে এঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

মুকুন্দ। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। আপনি—আপনি কি বলছেন? আমায়—

নবীন। শোন বাবাজী, সংসারে তোমার কোনও অবলম্বন নেই, সুতরাং আমার কাছে থাক্‌তে তুমি আপত্তি ক'র না! আর, আপত্তি করলেও আমি ছাড়বো না। নগদ টাকা বা হাত-খরচা হিসেবে এখন তোমায় আমি এক পয়সাও দেব না! কারণ, অভাবের পর হঠাৎ পয়সা

এলে অনেকের স্বভাব বিগড়ে যায়! তুমি শুধু ঘরের ছেলের মত খাবে দাবে, বিষয়-কর্ম্ম শিখবে! বছরখানেক পরে তোমায় বুঝিয়ে দেবো, বুড়ো নবীন নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নয়! তোমার নামটি কি বাবা?

নরেন্দ্র। রা—রাজারাম—

নবীন। রাজারাম? বেশ—এস বাবা। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য-পথ

(হিন্দুস্থানী রমণীগণের প্রবেশ)

গীত

একেলি না যাই হো শ্রীযমুনাকে তীর।
ঠারি যা' লো সুন্দরী—কাহে অধীর?
ঢিট্‌ সো নাগর, নটবর সুন্দর,
কদম পেড় 'পর খাড়া হাজির,
কুঙ্কুম ছোড়ব, আঙিয়া রাঙায়ব,
মারব পিচকারী—লাল আবীর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কাশীপুর—কুটির-সম্মুখ

সরোজ

সরোজ। যুগের মত একটী ক'রে দিন গেছে, প্রায় দু'বছর হ'তে গেল। দু'বছর তাঁকে হারিয়েছি, তবু বেঁচে আছি। মরণ হ'য়েও হয় না! ঘুমন্ত কতবার মনে হয়েছে—তিনি যেন শিয়রে দাঁড়িয়ে তেমনি করে' 'সরোজ' বলে ডাকছেন। ধড়ফড়িয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেছে? কোথায় কি! হায়! এ সোনার স্বপন আসে যদি তো ভেঙ্গে যায় কেন? তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সুখ-সাধ মিলিয়ে গেছে! আছে শুধু নিদ্রায় স্বপ্ন, আর জাগ্রতে পূর্ব্বস্মৃতি! বিধবার সারা জীবনের এই মাত্র চিরসম্বল! কোথায় গেলে—কোথায় গেলে প্রভু! পরলোকে গিয়ে কি পর হয়ে গেছ? একবার এস—দেখা দাও! কি অবস্থায় আছি, একবার দেখে যাও। দেখে যাও—তোমার দুষ্ট শ্যামল দারিদ্র্যের কশাঘাতে এখন কেমন শান্ত হয়েছে। উপদ্রব নেই, আবদার নেই, অভিমান নেই, একমুঠো মুড়ি খেয়ে বাছা আমার হাসিমুখে একবেলা কাটিয়ে দেয়! পাছে আমার কম পড়ে, আধপেটা না হ'তে হ'তে বলে—পেট ভরে গেছে! তুমি নেই, এ দুঃখ মুখ ফুটে কা'কে জানাব?

(ধামা মস্তকে মধুর প্রবেশ)

মধু। নাও মা, সাত দিনের মত বাজার করে এনেছি! আর এই ঠোঙাতে খাবার আছে,ছেলেটা ইস্কুল থেকে এসে খাবে।

(ধামা কুটীরে রাখা)

সরোজ। মধু, এত পয়সা আজ কোথায় পেলে?

মধু। হুঁ হুঁ—এ ছাড়া আরও এক টাকা রোজগার করেছি, এই

নাও! খ্যামলা মুড়ি খেয়ে গেল—ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, এমন সময় বাঁড়ুজ্যে মশাই ডেকে বল্লেন—ডাক্তার বাবুর বাড়ীর কাজ-কর্ম্মের অবসরে যদি তাঁদের বাসন মাজা আর গরুর পাট্ করে দিই, মাসে পাঁচ টাকা ক'রে দেবেন। আর আমায় পায় কে? আজ থেকেই লেগে গেলুম। আর মাইনের দরুণ আগাম তিন টাকা চেয়ে নিলুম। আর ভাবনা কি মা? ঘর ভাড়া লাগ্‌ছে না! জমিদার বাবুর পরিবার দয়া করে' এই ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। তুমিও অসুখ থেকে সেরে উঠেছ! আড়াইটে পেট, তা আর চলে যা'বে না?

সরোজ। তা'ই কি কম মধু? জিনিষ-পত্র যে মাগ্‌গী?

মধু। আমাদের আয়ও তো তেমনি বাড়ল! ডাক্তার বাবুর সাত টাকা, আর বাড়ুয্যে মশায়ের পাঁচ টাকা!

সরোজ। এত খাটুনি কি এ বয়সে তুমি পেরে উঠবে? একে তো চোখে ভাল দেখতে পাও না!

মধু। ও কিছু নয় চাল্‌শে হয়েছে! আমার বাপ-দাদারও হয়েছিল! আর, আমার কিসের বয়েস মা? তুমি বাছা মা হয়ে অমন বয়েস খুঁড়ো না, এখন যাও, রান্না চড়িয়ে দাওগে। কাল থেকে মায়েপোয়ে উপোস করে আছ! আমি আর খাব না, খিদে একদম নেই।

সরোজ। না মধু, ও কথা আজ কিছুতেই শুনবো না! রোজ রোজ উপোস করে' কেন শরীরকে কষ্ট দাও বল দেখি? তুমি দু'মুঠো না খেলেই কি আমাদের দুঃখ দূর হবে? আজ আমি বসে থেকে তোমাদের দু'ভাইকে পেটভরে খাওয়াব!

মধু। বাপ্‌রে! হাঁসফাঁস করছি! ডাক্তার বাবুর বাড়ী পোলাও কালিয়া খেয়ে পেট জয়-ঢাক! আজ দাঁতে কুটোটি কাটবার যো-নেই!

সরোজ। রোজ তুমি ওই কথা বল, কিন্তু ডাক্তার বাবু শুধু সাত টাকা তোলা মাইনে দেন, খোরাক-পোষাক তোমার নিজের! তা—সাত টাকা আমার হাতেই তো মাসে মাসে এনে দাও, খাও কোথা?

মধু। সেই খানেই খাই।

সরোজ। মিছে কথা ব'লো না মধু!

মধু। তা—তা—কি জান—মাঝে মাঝে খাই বই কি! মাঝে মাঝে সেখানে খাই বই কি! আর, হাঁ—আমার উপরি নেই? হ'লঁ মতিলালদের তেঁতুল কাঠ চেলা ক'রে দিলুম—তোমার ওই ভট্‌চাযিদের চণ্ডীমণ্ডপটা ছেয়ে দিলুম—বাবুদের বাগান খানিকটা কুপিয়ে দিলুম! আর না মা—দেরী হয়ে যাচ্ছে—ডাক্তার বাবুর পরিবার আবার বকাবকি করবে!

সরোজ। এ ঋণ কি পরিশোধ হয়! আপনার লোকে এত করে না! [স্বামী—ইষ্টদেবতা! স্বর্গ হ'তে চেয়ে দেখ, প্রভুভক্ত ভৃত্য তোমার স্ত্রী-পুত্রের জন্য অনাহারে প্রাণ দিতে বসেছে! এখন তোমার শ্যামল যদি বেঁচে থাকে—মানুষ হয়ে ওঠে, মধুর এ প্রাণান্ত পরিশ্রম তবেই সার্থক।] (মধু-দত্ত টাকা আঁচলে বাঁধিতে গিয়া) ওমা! এই দেখ—ওঁদের টাকাটা সেই অবধি আঁচলেই বাঁধা রয়েছে! যাই—দিয়ে আসি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কাশীপুর—রণলালের বাগান-বাটী

মোহিনী

মোহিনী। আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই! যা' পাবার নয়—যে সৌভাগ্য স্বপ্নেও আশা করি নি, বিশ্বনাথের কৃপায় তা' ফিরে পেয়েছি, কিন্তু তৃপ্তি কই! এত চেষ্টায় তাঁকে কুপথ থেকে ফেরাতে পারলুম না! মিনতি করেছি—পায়ে ধরে কেঁদেছি, বিরক্ত হয়ে তিরস্কার করেছেন! লোকে বলে—স্বামী গুণবান্ বা নির্গুণ হ'ন, স্ত্রীর পরম পূজ্য—ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্ব—পৃথিবীর প্রত্যক্ষ দেবতা! আমি তো প্রাণপণ যত্নে ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে তাঁর চরণে কায়মনে নিবেদন করেছি! মনকে বুঝিয়েছি—আমি সেবিকা মাত্র, তাঁর কার্য্যের বিচারক নই! অশান্ত মন তবু বিদ্রোহ করে কেন! সে কেন শিউরে উঠে!

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। মা, এই টাকাটা নাও! ও বেলা আমাদের ঘরে ভুলে ফেলে এয়েছিলে!

মোহিনী। কই—আমার তো মনে হচ্ছে না! ও বোধ হয় তোমাদেরই টাকা!

সরোজ। না মা, তা' কেমন করে হবে! ক' দিন সংসার বাড়ন্ত, হাতে কিছুই ছিল না! এ মা তোমারই! মনে করে' দেখ!

মোহিনী। তাই যদি হয়, ও না হয় তোমার ছেলেকে সন্দেশ খেতে

দিলুম! ওটী বাছা তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে বড় মনঃক্ষুণ্ণ হ'ব!

সরোজ। এ কথায় আর কি বলবো মা! তোমার দান ছেলের হ'য়ে আমি মাথায় ক'রে নিলুম! তোমারই দয়ায় প্রাণ-রক্ষা হয়েছে! তুমি আশ্রয় না দিলে—

মোহিনী। আশ্রয়ের কথা তুলে কেন মা লজ্জা দাও? বাগানের এক কোণে মালীদের থাক্‌বার একটা পোড়ো চালা,—

সরোজ। আমাদের যে মা ঐ কুঁড়ে ঘরই রাজ-অট্টালিকা! কি অবস্থায় ছিলুম, তা তো স্বচক্ষে দেখেছ!

মোহিনী। মাগো! সে কথা মনে হ'লে এখনও গা কেঁপে উঠে! গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখি, খোলাঘাটে অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছ। ছেলেটা পাশে বসে' 'মা' 'মা' করে' কাঁদছে—মধু একধারে পাগলের মত বুক চাপ্‌ড়াচ্ছে! আবার যে উঠে হেঁটে বেড়াবে, আমার তো এ ভরসা ছিল না! ও পাড়ায় যেখানে ঘর ভাড়া করেছিলে, তা'রা নাকি ওই দুঃসময়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল?

সরোজ। বাড়ীওলার দোষ কি মা! তিন মাসের ভাড়া বাকী, তার ওপর পয়সার অভাবে প্রায়শ্চিত্ত করা হ'ল না! ঘরে মারা গেলে কিছুদিন নাকি সে ঘরে ভাড়াটে আস্‌তো না! একেই তো মা ভাড়ার জন্য ঋণী, তার ওপর ঘরে মরে তাঁর লোকসানটা বাড়াই কেন? তাই ভেবে চিন্তে পতিত-পাবনী জাহ্নবীর শরণ নিয়েছিলুম! তা' মা, মহা-পাতকীর পোড়া অদৃষ্টে সে পুণ্যি ঘট্‌বে কেন! যন্ত্রণাভোগ কর্‌তে আবার বেঁচে উঠ্‌লুম!

মোহিনী। গঙ্গা তো আর পালাচ্ছেন না! ছেলেটা মানুষ-সুনুষ হো'ক্—মরার ভাবনা কি!

সরোজ। সেই আশীর্ব্বাদই কর মা! শ্যামল বেঁচে বর্ত্তে থাক্— ওকে রেখে যেন মরতে পারি। [প্রস্থানোদ্যতা।

মোহিন। থাকনা আর একটু!

সরোজ। কাল আবার আসবো মা! পদ্মমাসির কাছে কিছু ধারি! হাতে আছে, এই বেলা শোধ করে' যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রণলাল ও নরহরির প্রবেশ)

নর। কোথায় ছিলে? তোমার বাগানের খদ্দের এনে 'হা পিত্যেস্' বসে আছি! দেখা-শোনা হয়ে গেছে, পছন্দও হয়েছে, এখন দরে বন্‌লেই হয়!

রণ। ওই পাগড়ীওলা হিন্দুস্থানীটা?

নর। হিন্দুস্থানী নয়,—পশ্চিমে বাঙ্গালী! বড় যে-সে নয় রণু! ক্রোড়পতি সদাগর। বড় রাস্তায় জুড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তোমার এ গলির ভেতর ঢুকলোই না! গঙ্গার ধারে ও একটা ভাল বাগান-বাড়ী কিন্‌তে চায়। জবর শাঁসাল খদ্দের রণু! টাকার আদি অন্ত নেই! (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) সদাগর মশাই! এই যে—এদিকে আসুন না!

(নরেন্দ্রের প্রবেশ)

(রণলালকে দেখাইয়া) ইনিই হচ্ছেন বাগানের মালিক! অতি সজ্জন—আপনারই মত মহাশয়-লোক!

রণ। আপনি কিন্‌বেন?

নরেন্দ্র। আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তবে খুড়ো মশাইকে একবার আন্‌তে হবে। তাঁর মত হ'লেই কথাবার্ত্তা পাকা করে' ফেলা যাবে।

রণ। বেশ, সুবিধে মত একদিন তাঁকে নিয়ে আস্‌বেন! বলেন

তো—আপনার ওখানে গিয়ে আস্‌বার জন্য তাঁকে আমরা অনুরোধ করেও আসতে পারি।

নরেন্দ্র। বেশ তো! সন্ধ্যের পর যে দিন ইচ্ছে যাবেন।

রণ। আর—একটা কথা বলে রাখা ভাল। আমি গরজে বা দেনদার হয়ে বেচ্‌তে যাচ্ছি না। যদি ন্যায্য দর ওঠে, তবেই ছাড়ব।

নরেন্দ্র। সে জন্য চিন্তিত হবেন না! নেওয়া যদি মত হয়, তবে বাজার-দরের উপর কিছু বেশী দিতেও আমরা প্রস্তুত। আচ্ছা, এখন তবে আসি!

নর। যে আজ্ঞে! আপনি এগোন—এ পাড়ায় আমার আরও দু' চারটে কাজ আছে! [নরেন্দ্রের প্রস্থান।] কি রকম বুঝ্‌লে?

রণ। হৃষ্টপুষ্ট শিকার বটে! থাকে কোথায়?

নর। নিবাস—শুনেছি রাণীগঞ্জের ওদিকে। মাস দুই হ'ল, হাবড়ায় মস্ত এক সদাগরী হৌস খুলেছে। সে বোল-বোলাও কি! কিন্তু, ভায়া, এমন বাগানখানা হাতছাড়া কর্‌বে? এর পর না পস্তাতে হয়!

রণ। আমি আর এ দেশে থাক্‌ছি কই? দোকান-পাট তুলে পশ্চিম যাবার মনস্থ করেছি।

নর। সে কি! চল্‌তি খাতা, এর মধ্যে বন্ধ করবে? আমাদের কি উপায় হবে?

রণ। ইচ্ছে হয়, আমার সঙ্গে চল, কিন্তু যাবার আগে এ কাত্‌লাটা শিকার ক'রে গেলে হয় না? কি রকম বুঝছ? সুবিধে হ'তে পারে?

নর। উহুঁ—লোক-লস্কর গিস্‌গিস্ করছে। আমার তো ভরসা হয় না।

রণ। আচ্ছা, বাড়ীটা দেখে আসি, তারপর বিবেচনা করা যাবে।

নর। একটা কথা বলি। গৌরীর দরুণ কণ্ঠহারটা তো সিন্দুকে

মরুচে পড়ে যাচ্ছে—এ পর্য্যন্ত কায়দা করা গেল না! যাবার আগে তার তো একটা হিল্লে কর্‌তে হবে!

রণ। এখানে বেচ্‌বার সময় এখনও আসে নি। বিনয়টা তক্কে তক্কে রয়েছে, কেঁচো খুঁড়তে শেষে সাপ বেরোবে! তাই ভাব্‌ছি— পশ্চিম থেকে বেচে তোমাদের বখ্‌রা পাঠিয়ে দোব। ভয় নেই, আমার কাছে টাকা মারা যাবে না।

নর। রাধে-মাধব! তা'কি বল্‌ছি?

(মুরারির প্রবেশ)

মুরারি। এই যে খোদ কর্ত্তা! বেয়ারা বেটা আজও তাড়িয়ে দিচ্ছেল। আমি দশদিন এসে ফিরে গেছি।

রণ। আমার কাছে আর মিছে আসা! দু'হাজার টাকা দিলুম, তা তো দু' দিনে বকামিতে উড়িয়ে দিলে!

মুরারি। ব্যবসায় মশাই লাভ লোকসান দুই-ই আছে। আমার দোষ কি? এই যে ইনিও রয়েছেন।

নর। আরে কেও! বাবাজীবন যে! তারপর? মনের আনন্দে আছ তো!

মুরারি। মহা আনন্দে আছি! হাতে একটা পয়সা নেই, পায়ে একজোড়া জুতো নেই, গায়ে একখানা র‍্যাপার নেই, পেটে একমুঠো ভাত নেই! সে আনন্দের কথায় আর কাজ কি!

রণ। তোমারই মূর্খতার পরিচয়!

মুরারি। নিজেরা এদিকে বাগান-বাড়ীতে তোফা মজা লুটছেন!

রণ। কি?

মুরারি। রাখুন মশাই! খেতে দিয়ে চোখ রাঙাবেন! অনাহারেই যদি আমায় মর্‌তে হয়, আমি সকলকে জড়িয়ে নিয়ে যাব!

রণ। বটে! একটা ছুঁচো এসে ভয় দেখাবে, আর আমি তাই চুপ করে' শুনবো! আমি? না ছোক্‌রা—রণলালকে চিন্‌তে পার নি! বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে!

নর। আহা-হা! থাম রণু—থাম! বোঝ! (মুরারির প্রতি) বলি, তুমি কি চাও?

মুরারি। আগে পেটভরে খেতে চাই। দু'দিন খাইনি! তারপর, হয় আমাকে দলে নাও, নয় একটা কাজকর্ম্ম দাও! আর লোকের দোরে হাত পাততে পারি না।

রণ। নরু, এই টাকাটা নিয়ে দোকান থেকে এটাকে খাইয়ে আন্‌তো! তারপর ওর ব্যবস্থা করবো। (অর্থপ্রদান)

নর। এস হে।　　[নরহরি ও মুরারির প্রস্থান।

রণ। অসহ্য! যা'কে নখে টিপে মেরে ফেল্‌তে পারি, সে এসে মুখের উপর গর্জ্জন করে—ভয় দেখাতে চায়! না—বাগানটা বেচে দিন-কতক পশ্চিম ঘুরে আসি। এখানে থাকলে আবার হয়ত একটা খুন করে' বস্‌বো।　　[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রণলালের বাগান-বাটীর সন্নিকটস্থ গ্রাম্যপথ

(নরেন্দ্রের প্রবেশ)

নরেন্দ্র। কলনাদিনী সুরধুনীর বুকের ওপর সুন্দর বাগানখানি! পল্লীটিও মনোরম! লোকের কলরব—গাড়ীর ঘড়্ঘড়—ধোঁয়ার অন্ধকার—কোনও জঞ্জালই নেই! চতুর্দ্দিকে কেমন একটা সুমধুর শান্তি!

সুন্দর কিছু চোখে পড়লেই বুকের ভেতর ব্যাকুল হ'য়ে উঠে! তা'রা যে কোথায় গেল! (দীর্ঘনিঃশ্বাস) যে উদ্দেশ্যে দেশে ফিরলুম—যা'দের জন্য প্রাণ হাতে ক'রে পুলিশের চোখে প্রত্যহ আনাগোনা করছি, তা'র তো কোন ঠিকানাই হ'ল না। মুকুন্দ বলেছিল, মানকীডাঙ্গানে আছে। সেখানে বাড়ী বাড়ী খোঁজ ক'রেও উদ্দেশ পেলুম না! হয়ত কোন্ দেশে চলে গেছে! কি অবস্থায় আছে, কে জানে! প্রাণে প্রাণে সকলে আছে কিনা তা'ই বা কে বলতে পারে! [প্রস্থান।

(একদিক হইতে প্রাইজ্ হস্তে স্কুল-প্রত্যাগত বালকগণের ও অপর দিক হইতে শ্যামলের প্রবেশ)

শ্যামল। দেখি না ভাই কেমন প্রাইজ।

১ম বা। যা-যা প্রাইজ ছাখে না!

শ্যামল। আচ্ছা, না দেখাও! আমারও ফাষ্ট প্রাইজ আছে—কাল ইস্কুলে গিয়ে নোব।

২য় বা। ফাষ্ট্ হয়েছে বলে জাঁক্ দেখ!

১ম বা। ইঃ—মাইনে দিতে পারে না—'ফিরি' পড়ে, তার আবার জাঁক্!

৩য় বা। ও ভাই, তা বুঝি জানিস্ নি! ওই ছেঁড়া কাপড় পরে' প্রাইজ্ আন্তে গিছ্ল! 'স্যার্' ওকে আমাদের মত ভাল জামা কাপড় পরে' আস্তে বল্লেন! নেই কি না,—ও আর গেলই না!

১ম বা। হ্যাঁরে তুই আঁচল গায়ে দিয়ে থাকিস্, শীত করে না? তোর মা বুঝি একখানা দোলাইও দিতে পারে না?

শ্যামল। না, পারে না বই কি! ভারি তো জান! আমাদের ভাল কাঁথা আছে! যে ভারী, তাই গায় দিই না! মধুদাদা আমার জন্যে কেমন রাঙা র‍্যাপার কিনে আনবে তখন দেখো!

৩য় বা। ওরে, সেই মেধো চাকরটা—আমাদের বাড়ী বাসন মাজে, সেই ওদের খেতে দেয়! বুড়ো ভারী পাজী!

শ্যামল। দ্যাখো, মধুদাদাকে যদি গাল দাও, আমার গায়ে জোর হ'লে সকলকে এমন মার্‌বো!

সকলে। কলা করবি! ছি ছি ছি! [বালকগণের প্রস্থান।

(নরেন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ)

নরেন্দ্র। (স্বগত) পেয়েছি—এইবার দেখা পেয়েছি! এ আমার শ্যামল—আমার হারানিধি! আহা! পথের ওপর চাঁদ হেঁটে যাচ্ছে!) (প্রকাশ্যে) কেন বাবা,—কি হয়েছে? ওরা ঝগড়া করেছে?

শ্যামল। আমার দোলাই নেই বলে' ওরা ঠাট্টা কর্‌লে! আমার শীত করছে, তা ওদের কি!

নরেন্দ্র। ছিঃ! কাঁদতে নেই! ওরা সব দুষ্টু। এই আমার গায়ের কাপড়খানা গায়ে দাও! (শাল পরাইয়া দেওয়া)

শ্যামল। এ ভাল নয়! রাঙা কিন্‌তে পার নি? আঃ! বেশ গরম, আর শীত কর্‌ছে না!

নরেন্দ্র। তোমার মা আছেন?

শ্যামল। হ্যাঁ।

নরেন্দ্র। আর কে আছে?

শ্যামল। মধুদাদা! মধুদাদাকে জান? আমায় কত ভালবাসে!

নরেন্দ্র। (স্বগত) মধু—মধু তা হ'লে বেঁচে আছে। (প্রকাশ্যে) তোমার বাবা নেই?

শ্যামল। না বাবা অনেকদিন মরে গেছে! আর তো আসে না, একটিবারও আসে না!

নরেন্দ্র। তাঁ'কে তোমার মনে পড়ে?

শ্যামল। হ্যাঁ—বাবাকে আমরা খুব ভালবাসি। মা'র যখন অসুখ করেছিল, মা কত কাঁদতো—মধুদাদা কাঁদতো!

নরেন্দ্র। অসুখ করেছিল! কি অসুখ? শক্ত অসুখ নয় তো?

শ্যামল। হাঁ বড্ডো অসুখ করেছিল! মধুদাদা কত ওষুধ আন্‌লে তবুও অসুখ সারল না। তাই বাড়ীওলা তাড়িয়ে দিলে। এ বাড়ীতে এসে মা এখন ভাল হয়ে গেছে!

নরেন্দ্র। কোথায় তোমরা থাক?

শ্যামল। ওই যে—দেখ্‌তে পাচ্ছ না!

নরেন্দ্র। ও তো একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে!

শ্যামল। ওই আমাদের বাড়ী। আমরা যে দুঃখী।

নরেন্দ্র। (স্বগত) এতটা হয়েছে? ভগবান্!

শ্যামল। কি ভাবছ?

নরেন্দ্র। তুমি বাড়ী যাবে না?

শ্যামল। তোমার র‍্যাপার নাও।

নরেন্দ্র। ও যে তোমায় দিয়াছি। দিলে কি ফিরিয়ে নিতে আছে।

শ্যামল। কুকুর হয়, না?

নরেন্দ্র। আচ্ছা, তোমায় যদি কেউ অনেক টাকা দেয়, কি কর?

শ্যামল। বল্‌বো? অনেক সন্দেশ রসগোল্লা কিনে মা, মধুদাদা আর আমি খুব পেটভরে' খাই! আর,—ওদের মত ভাল জামা, চক্‌চকে জুতো কিনে ইস্কুলে যাই! আর হ্যাঁ—দপ্তরীকে দিয়ে বইগুলো বাঁধিয়ে নিই! সোণার জলে নাম লিখে দেবে! বেশ হয়, না?

নরেন্দ্র। এই নাও—এই টাকাগুলো তোমায় দিলুম। (অর্থপ্রদান)

শ্যামল। বাঃ! আমায় দিলে সত্যি সত্যি? একেবারে দিলে?

নরেন্দ্র। হাঁ বাবা!

শ্যামল। যাকে দিইগে! দেখো—আবার চাইবে না তো?

নরেন্দ্র। আমায় ভালবাসবে?

শ্যামল। হাঁ—খুব ভালবাস্‌ব! মধুদাদার মতন। না—না—অতো নয়, তবুও অনেক ভালবাস্‌ব!

নরেন্দ্র। আমায় একটা চুমু দিয়ে যাও! (মুখচুম্বন)

শ্যামল। তুমি কি কাঁদছ?

নরেন্দ্র। যাও বাবা, বাড়ী যাও! [শ্যামলের দৌড়িয়া প্রস্থান। আমার সরোজ! আমার সরোজ! না, সন্ধান পেয়েছি—বেঁচে আছে—এই ঢের, আর বেশী প্রত্যাশা করবো, সে অদৃষ্ট আমার নয়! টের পেলে তখনই সে উজ্জ্বল করে' মাথায় সিঁদুর দেবে! কথা কানা-কানি হ'য়ে পুলিশের কানে উঠবে! তার পর, দু' দিন না যেতে যেতে সেই সিঁদুর আবার চিরদিনের মত মুছে যাবে। যেমন ক'রে হোক্—স্বামীর শোক এখন সে অনেকটা সাম্‌লেছে। এর ওপর নতুন করে' বিধবা হ'লে অভাগিনী আর বাঁচবে না। দূর থেকে শুধু একবার দেখে যাই। আহা! কতদিন দেখিনি!

[প্রস্থান।

(নরহরি ও মুরারির প্রবেশ)

নর। পেট তো ভরেছে, আবার উস্‌খুস্‌ করছ কেন? চলে এস না!

মুরারি। যাই কি না যাই ভাবছি!

নর। কেন হে?

মুরারি। দেখ বাবা, মনে বড় খট্‌কা লেগেছে। ওই লাল রঙা বাড়ীর জানলায় একটি মেয়েমানুষ দেখলুম—হুবহু আমাদের রঙ্গিলা!

নর। খুড়োর সঙ্গে বুঝি ঝগড়া ক'রে চলে এসেছে?

মুরারি। আরে, সে বেটা তো এখন জেলে। গেল মাসে একটা চুরির হাঙ্গামে বিনয় গোয়েন্দা আড্ডা ঘেরাও ক'রে খুড়ো বেটাকে গেরেপ্তার করে নিয়ে গেল, আর ও ছুঁড়ী অমন গয়নাগাঁটী টাকাপত্র সব নিয়ে সেই রাত্রেই উধাও। মুকুন্দ ব'লে একটা লোক মাঝে মাঝে বর্দ্ধমান থেকে খেল্‌তে আস্‌তো! গুজব সে বেটাও নাকি সঙ্গে আছে!

নর। মাগীর হাতে তবে কিছু আছে! চল—চল—রণুর সঙ্গে একটা মতলব করা যাক্!

মুরারি। না বাবা, সে গোঁয়ার-গোবিন্দর পাল্লায় আর যাচ্ছি না! ছুঁড়ী আমায় একটু সুনজরে দেখ্‌তো, তাই খুড়ো বেটা রিষে জ্বলে মরত। এখন তোমাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে সত্যিই যদি ও রঙ্গিলা হয়, নিরোজগারে পা'র ওপর পা দিয়ে ব'সে খাব! [প্রস্থানোদ্যত।

নর। আহা! শোন—শোন। রণু যে তোমার ব্যবস্থা করবে বল্‌লে।

মুরারি। পেছু ডেকো না বাবা—তা'র চেয়ে ভাল ব্যবস্থার ফিকিরে চলেছি! [প্রস্থান।

নর। এ—হে—হে! আগে টের পেলে টাকাটা এদ্দিন কবে আমাদের হাতে এসে পড়তো! আর, বেটীর বজ্জাতির শোধটাও দেওয় হ'তো। মাঝ থেকে মুরারিটা দাঁও মারলে গা!

(শ্যামলের পুনঃপ্রবেশ)

শ্যামল। (স্বগত) মা তো ঘরে নেই! মাসীমার বাড়ী গেছে বুঝি!

নর। আ মোলো! ওরে—ওই ছেলেটা! এ শাল কোথায় পেলি?

শ্যামল। কেন? আমায় যে দিলে!

নর। (স্বগত) সদাগর দেখছি খয়রাত করে' গেছে! (প্রকাশ্যে)

যাচ্ছিস্ কোথা? দাঁড়া! তুই এ চুরি করেছিস্! দে—তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে!

শ্যামল। আমি তো চুরি করেনি! শীত করছিল বলে' দিয়েছে। এই দেখ না—আর কত টাকা দিয়েছে!

নর। ওরে বেটা পুঁটকে চোর! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! খোল্!

শ্যামল। নিও না—নিও না—শীত করবে।

নর। তবে তো আমার চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হ'বে! (শাল কাড়িয়া লওয়া) এক রত্তি ভিখিরীর ছেলের সখ্ দেখ! ট্যানার ওপর শাল উড়িয়েছে। এইবার টাকাগুলো নে' আয়!

শ্যামল। তোমায় কেন দোব? মা'র কাছে দোব?

নর। তক্‌রার করবি তো এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দোব! ছাড়—মুঠো খোল বলছি!

শ্যামল। মা! মা! দেখনা মা! টাকা কেড়ে নিচ্ছে!

নর। আবার চেঁচান! তবে থাক্ বেটা এখই থানায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে। (শ্যামলকে ফেলিয়া দিয়া টাকা কাড়িয়া লওয়া)

শ্যামল। উহু—হু বড্ডো গেলেছে! মা! মা'গো মরে গেলুম মা (মূর্চ্ছা)

নর। ফাঁক্‌তালে বাজীটা মারলুম মন্দ নয়! শালখানা দামী। শ' দেড়েকে টাকা বে-ওজর হ'বে। এইবার যা বাবা—মা'র বাছা মা'র কোলে চলে যা! একি! ছোঁড়া ওঠে না যে! ম'ল নাকি? খুনের দায়ে পড়বো যে। না বাবা, ঘাঁটা-ঘাঁটিতে কাজ নেই। [দ্রুত প্রস্থান।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। কথায় কথায় দেরী হ'য়ে গেল! চলে আস্‌তেও পারি না—রাগ করতো! শ্যামল হয়ত এতক্ষণ ইস্কুল থেকে এসে দোরের পাশে

ক'রে বলে পথের পানে চেয়ে আছে ! খাবার দেখে কত আহ্লাদ করবে এখন।

শ্যামল। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) মাগো ! কোথায় তুমি মা ?

সরোজ। (চমকিত হইয়া) শ্যামল ! এ যে শ্যামলের গলা ! কই বাবা ! কোথায় তুমি ? (কাছে গিয়া) একি সর্ব্বনাশ ! কি হ'ল বাবা ? কি ক'রে পড়ে গেলে ?

শ্যামল। উঠ্‌তে পাচ্ছিনি যে মা ! মরে গেলুম যে মা !

সরোজ। ঠাকুর ! আর যে পারি না ! অনাথিনী বিধবার—এ সুখটুকুও কি তোমার সইল না !

শ্যামল। কোলে নাও মা—আর আমি বাঁচবো না !

সরোজ। বালাই ! ষাট্‌ ! যাদু আমার—সোণা আমার—ভয় কি ? সেরে যাবে এখন ! এস বাবা,—বাড়ী নিয়ে যাই ! (স্কন্ধে উত্তোলন) দোহাই মা কালী ! দেখো মা, তোমায় বুক চিরে রক্ত দোব, আমার শিবরাত্রির সল্‌তে শ্যামলকে বাঁচিয়ে দাও। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাশীপুর—ভাড়াটে বাটীর কক্ষ

মুকুন্দ ও রঙ্গিলা

রঙ্গিলা। তা যাও না, কিন্তু বাড়ীওলার দরোয়ান যে এবেলা ওবেলা ভাড়ার তাগাদা কচ্ছে, তা'র কি ?

মুকুন্দ। তাইতো। হাতে কিছু নেই ! আচ্ছা, তুমি আমায় আপাততঃ কিছু ধার দিতে পার না ?

রঙ্গিলা। বটে! আমার টাকার ওপর নজর পড়েছে! সে সব হবে টবে না, তা আমি ব'লে রাখছি! তখন যে বলেছিলে—"রাণীর মত আস্‌বাব" 'গা ভরা গয়না', সব বুঝি ভুজং দেওয়া কথা!

মুকুন্দ। দু' দিন সবুর করনা—ভুজং কি সত্যি দেখতে পাবে! সিন্দুকের চাবিটা একবার হাতে পেলে হয়! ছোটবাবু যে আজকাল সাবধান হয়েছে।

রঙ্গিলা। চাবি তোমাদের কর্ত্তার কাছে থাকে না?

মুকুন্দ। কর্ত্তা—নামে কর্ত্তা—ছোটবাবুই সব! বুড়ো 'রাজারাম' বলতে অজ্ঞান! স্থাবর অস্থাবর যথাসর্ব্বস্ব তা'কে লেখা পড়া করে দিয়েছে! আর, আমরা এতদিন শরীর পাত্‌ করে' খাটলুম যে চাকর —সেই চাকর! কোথা থেকে উড়ে এসে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে! ও না থাক্‌লে আমিই তো আজ ছোটবাবু!

রঙ্গিলা। অর্থাৎ রাজারাম হঠাৎ মারা গেলে তোমারই ছোটবাবু হ'বার সম্ভাবনা!

মুকুন্দ। সম্ভাবনা কি? নিশ্চয় হ'য়ে বসে আছি! ও আসবার আগে কর্ত্তা আমায় উত্তরাধিকারী কর্‌বার কথা আঁচে-ইসারায় কত লোকের কাছে প্রকাশ করেছে।

রঙ্গিলা। তবে চুপ করে বসে আছ কেন?

মুকুন্দ। (দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত) বরাত মন্দ, কি করবো! ক'দিন একটা কথা ভাবছি,—কিন্তু, না বাবা ভরসা হয় না!

রঙ্গিলা। কি? রাজারামকে খুন করা?

মুকুন্দ। (সভয়ে) আস্তে—আস্তে—

রঙ্গিলা। আমি স্ত্রীলোক, আমার যা' সাহস আছে, তোমার তা' নেই! যে তোমার শত্রু,—উন্নতির হন্তারক,—সুখের পথে কণ্টক,

যা'র অবর্ত্তমানে তুমি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে তোমার সাহস হচ্ছে না? ছি-ছি! তোমার ওপর ঘৃণা হচ্ছে!

মুকুন্দ। আমি পারবো না! বাপ্—ধরা পড়লেই ফাঁসী। কিন্তু—কিন্তু, আমার জন্যে কেউ যদি এ কাজ করে, বিষয় পেলে আমি তা'কে পঞ্চাশ হাজার টাকা দোব।

(মুরারির প্রবেশ)

মুরারি। আর, এমন একজন লোক আমি যদি খুজে এনে দিই, আমায় কি দেবে?

রঙ্গিলা। মুরারি যে! এ কি অবস্থা?

মুরারি। মানুষের জীবনেও জোয়ার ভাঁটা খেলে। তোমাদের ভরা জোয়ার আমার মরা ভাঁটা।

মুকুন্দ। তাইত—তাইত! হঠাৎ কি মনে করে?

মুরারি। চাপান দিও না! যা বললুম, তার জবাব দাও।

মুকুন্দ। ক্ষেপেছ! ও সব রঙ্গির সঙ্গে তামাসা কর্‌ছিলুম!

মুরারি। এই তো বাবা মচ্‌কে গেলে! শুনে রাখ—এই বেলা সন্ধানে পাকা লোক আছে, যা'কে পৃথিবীর পুলিশ এক্‌কাট্টা হলেও ধরতে পারবে না।

রঙ্গিলা। এমন লোক?

মুরারি। এমন লোক। টাকা তো আগে দেবে না বাবা! কাজ ফরসা হয় দিও—না হয় দিও না।

মুকুন্দ। তা'কে এনে দাও, তোমায় দশ হাজার দোব!

মুরারি। আর, তা'কে ওর পাঁচ গুণ। কেন? এই তো কাজের কথা! কাল সন্ধ্যের সময় এইখানে তা'র দেখা পাবে। কিন্তু,

সাবধান মুকুন্দ, এর পরে কথায় নড়চড় হ'লে ধড়ে মুণ্ডু থাক্‌বে না! সে বড় সর্ব্বনেশে লোক!

মুকুন্দ। রাজারামটা নিকেশ হ'লে আমি তখন ক্রোড় টাকার অধিপতি। এক লাখ্‌ বাজে খরচে আসে যায় না। তাহ'লে কথা রইল—কাল সন্ধ্যের সময়! আসি রঙ্গিলা! [প্রস্থান।

রঙ্গিলা। লোকটা কে মুরারি?

মুরারি। কালই দেখ্‌তে পাবে।

রঙ্গিলা। নাম কি?

মুরারি। শুনে লাভ নেই, চিন্‌বে না।

রঙ্গিলা। তবু বল—আমার আগ্রহ হচ্ছে।

মুরারি। রণলাল।

রঙ্গিলা। রণলাল? চমৎকার নাম!

মুরারি। কাজ তা'র আরও চমৎকার! বাঘের মত সাহস, হাতীর মত শক্তি, শৃগালের মত চতুর, কেউটের চেয়ে নিষ্ঠুর! জ্যান্ত মানুষের বুকে আমূল ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। স্বচক্ষে দেখেছি তা'র চোখে পলক পড়েনি!

রঙ্গিলা। পুলিশ ধরলে না?

মুরারি। হাঃ হাঃ—পুলিশ তোমায় আমায় ধরে, তা'র কাছে যেতেও সাহস করে না।

রঙ্গিলা। কা'কে খুন করেছিল?

মুরারি। সে আমি জানি না।

রঙ্গিলা। এই যে বল্‌লে—স্বচক্ষে দেখেছ!

মুরারি। সে কথা বল্‌বার নয়।

রঙ্গিলা। বল্‌বে না? আমায় বল্‌বে না?

মুরারি। মাপ কর—প্রকাশ হলে আমারও প্রাণ যাবে।

রঙ্গিলা। আমি কি তোমার শত্রু? মুরারি। সেই তুমি, আজ এমন হয়েছে! আমায় অবিশ্বাস।

মুরারি। রাগ ক'র না রঙ্গিলা। সে আমি পারবো না।

রঙ্গিলা। আচ্ছা—তবে থাক্। এখন এস, কাপড়-চোপড় ছেড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হও। সেই চেহারা কি হ'য়ে গেছে, আর্‌সীতে একবার দেখ্‌বে এস দেখি।

সপ্তম-দৃশ্য

রণলালের বাটীর কক্ষ

রণলাল ও নরহরি

নর। আমি তো আল্‌তো ছিনিয়ে নিতেই গেছলুম। হতভাগা ছোঁড়ার মরণ ঘুনিয়ে এসেছে কি না। হাত পাকড়া-পাকড়ি করতে লাগল। একটু জোর দিছি, আর টক্কর খেয়ে কেমন বেকায়দায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।

রণ। মারা যাবে না কি?

নর। বাঁচে ব'লে ত বোধ হয় না! মুখ চোখ পাঁশবর্ণ হয়ে গেছে, প্রাণটা মনে হ'ল ঠোঁটের আগায় এসেছে।

রণ। ভয়ের কথা! চুণী ডাক্তার আবার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। মাগীর অসুখের সময় অমনি দু'বেলা দেখে যেতো। মরবার আগে ছেলেটা যদি তা'র কাছে সমস্ত ঘটনা ব'লে যায়, ব্যাপার সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াবে। পুলিশ তো অম্নে ছাড়্‌বে না।

নর। কি হবে রণু? এ যাত্রা বাঁচাও—এই নাক কাণ মল্‌ছি।

রণ। আর, ওরা আমার সীমানার মধ্যে থাকে, সুতরাং পুলিশ এই খানেই আড্ডা গাড়বে। অযাত্রাগুলোকে এত কাছে ঘেঁস্‌তে দেওয়া তো উচিত নয়!

নর। তা তো নয়ই! একটা কিছু উপায় কর দাদা, আজীবন তোমার কেনা হ'য়ে থাক্‌বো। তোমার সঙ্গে কত সুমুদ্দুর পার হ'য়ে এসে শেষে কি না ডোবায় ডুবে মর্‌বো?

রণ। এক কাজ কর। এই দণ্ডেই ওদের ঘর থেকে তুলে দাও। এ ছাড়া উপায় দেখছি না! মাগীটা হয়ত অনেক মাথামুড় খুঁড়বে—কান্নাকাটী কর্‌বে, শুনো না! রাস্তায় যাক্—পুকুরে ডুবে মরুক্—গঙ্গায় ঝাঁপ দিক্, কোনও কথা নয়! পার্‌বে তো?

নর। এ আর শক্ত কি? বলিহারী বুদ্ধি! যেটুকু প্রাণ আছে টানা-হেঁচড়াতেই বেরিয়ে যাবে! তখন আর ডাক্তার বেটা কর্‌বে কি?

রণ। কালুকে আমার নাম ক'রে ডেকে আন! তা'কেও তোমার সঙ্গে দোব!

[নরহরির প্রস্থান।

(মোহিনীর প্রবেশ)

মোহিনী। কি কর্‌ছ? দয়া-মায়া কি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়েছ? মাথার ওপর ভগবান আছেন, দু'বেলা এখনও চন্দ্র সূর্য্যি উঠছে। ওগো, এমন নিষ্ঠুর কাজ কর্‌তে নেই।

রণ। আড়াল থেকে শুনেছ বুঝি?

মোহিনী। তোমার হাতে ধর্‌ছি! বেচারীর ছেলেটি মর-মর, হাতে পয়সা নেই, অসময়ে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবে!

রণ। আর আমার মা যখন মর-মর, তা'রা কেমন ক'রে অনাথাকে শ্যাল-কুকুরের মত বাড়ী থেকে বিদায় করেছিল ? তা'দের মনে তো কই দয়া হয় নি ? চক্রান্ত ক'রে—হলফ মিথ্যে ক'রে সাক্ষী দিয়ে যা'রা আমায় জেল খাটালে, তা'রা তো একবার কষ্ট ক'রে ভেবে দেখেনি যে একটা লোক বিনা দোষে চিরজীবনের জন্য কলঙ্কিত হ'ল ! না—না মণি তা হবে না ! পৃথিবী নির্ম্মম, আমি সেই পৃথিবীর চেলা।

(সরোজের দ্রুত প্রবেশ)

সরোজ। মা ! মা ! একবার এস মা ! একবার শ্যামলকে দেখবে চল। বাছা আমার অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। মধুও বাড়ী নেই যে ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠাব ! একা আমি,—হাত পা আস্‌ছে না !

রণ। হাত পা আসতেই হবে, কারণ এখানে তোমাদের আর থাকা হচ্ছে না। এখনই আমার ঘর ছেড়ে উঠে যাও।

সরোজ। এখনই ?

রণ। এই দণ্ডেই ! লোক পাঠাচ্ছি—সহজে না যাও, তা'রা জোর করে' বার করে' দেবে !

সরোজ। আপনি বোধ হয় শোনেন নি, আমার ছেলের—

রণ। তোমার ছেলের কথা ভাবতে গেলে তো আমার চলে না ! যেতেই হবে। তোমাদের এই দণ্ডে তুলে দেওয়া একান্ত আবশ্যক !

সরোজ। দয়া ক'রে এত দিন আমাদের আশ্রয় দিয়ে আজ এই দুঃসময়ে বিমুখ হ'বেন ? না—না, আপনি কখনই নির্দ্দয় নন্ !

রণ। আমি আশ্রয় দিয়েছি ! স্বপ্নেও ভেব' না ! একটা অলক্ষণে লক্ষীছাড়ার পল্টন সখ্ ক'রে আমি বাড়ীতে পুষেছি ! এত নির্ব্বোধ আমি নই ! ওই তোমার আশ্রয় দাত্রী !

সরোজ। কি হ'বে মা? কি কর্‌বো মা? আমি যে অকূল-পাথার দেখছি। আর একদিন এমন বিপদ এসেছিল—চারিদিকে এমনি অন্ধকার দেখেছিলুম, এক মহাপুরুষ রক্ষা করেছিলেন! সেই বিপদ আজ আবার গ্রাস করতে এসেছে! (রণলালের পদতলে পড়িয়া) রক্ষা করুন, নিরুপায় হয়ে আপনার চরণে শরণ নিচ্ছি—বাছা আমার মৃত্যুমুখে!

মোহিনী। তোমার দয়া হচ্ছে না? চোখ ফেটে জল আস্‌ছে না? কি জানি, কেমন প্রাণ!

সরোজ। না মা, রাগ ক'র না অমন ক'রে ব'ল না, উনি অপ্রসন্ন হবেন!

রণ। কেবল এক সর্ত্তে তোমাদের থাক্‌তে দিতে পারি।

সরোজ। বলুন—আমি দাসীর মত আপনার সংসারে সব কাজকর্ম্ম ক'রে দোব।

রণ। দেবতার নাম নিয়ে শপথ কর, তোমার ছেলে যতদিন না রোগমুক্ত হয়, ডাক্তার কিম্বা বাইরের কোনও লোককে তা'র—চিকিৎসা করা দূরে থাক্—কাছে যেতেও দেবে না!

সরোজ। এর উদ্দেশ্য কি! হ্যাঁ মা, বাছাকে কি বিনা-চিকিৎসায় মেরে ফেল্‌বো।

রণ। তবে স্থানান্তরে গিয়ে সমারোহ ক'রে চিকিৎসা করাও গে, এখানে হ'বে না!

মোহিনী। মা, ছেলেকে এ অবস্থায় স্থানান্তরে নিয়ে যেতে গেলে হয়ত তখনই বিপদ ঘটবে। তার চেয়ে—তা'কে ভগবানের চিকিৎসায় রাখ! বিপদের মধুসূদন—অনাথের তিনি ধন্বন্তরি! তাঁ'র মত সুচিকিৎসক আর কে আছে!

সরোজ। তাই হো'ক্ মা। তোমার উপদেশ নোব। কোথায় তুমি দেব—আর্ত্তের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, গতিহীনের অবলম্বন! আমার বুকপোরা ধন তোমার চরণে অর্পণ করলুম। অনাথনাথ! তুমি তা'র চিকিৎসা কর। তা'কে আরোগ্য ক'রে আমার বাছা আমার কোলে ফিরিয়ে দাও! দুখিনীর যে আর কেউ নেই ঠাকুর! (মোহিনী ও সরোজের উভয় দিকে প্রস্থান।

রণ। অর্থ আর আত্মরক্ষা—এই দু'টী জীবনের মূল-মন্ত্র। মায়া-মমতা বুক থেকে শেকড় শুদ্ধু উপড়ে ফেলতে না পারলে এ ব্যবসায় ফতুর হওয়া অনিবার্য্য! কে কা'কে দেখে! কে কার মুখ চায়! জগৎ দিনরাত স্বার্থ নিয়ে ঘুরছে। প্রেম, কৃতজ্ঞতা, সখ্যতা, আত্মীয়তা সব মৌখিক—কথার চাতুরী। সব মেকি—সব ভুয়ো! তবে—হ্যাঁ, আছে এই ছলের একছত্র রাজত্বে এখনও কেবল একটী খাঁটী জিনিস অতি সন্তর্পণে বেঁচে আছে। সেটি মাতৃস্নেহ! সন্তানের প্রতি জননীর বুক-ঢালা অপরিমেয় বাৎসল্য। প্রতিদান সে চায় না—প্রতিদান সে পায় না।

(নরহরির পুনঃপ্রবেশ)

নর। কালু আসছে। ছেলেটার আর মা বেটীর টুঁটি ধরবে আর দূর করে' দেবে।

রণ। কালুকে বারণ করে এস। আমি তাদের থাকতে অনুমতি দিয়েছি।

নর। কেন হে! এ কুমতি আবার হ'ল কেন!

রণ। খেয়াল! রণলালের মর্জ্জি!

নর। শয়তানী বেটী বুঝি ছেলের দোহাই দিয়ে খানিকটে মায়াকান্না কেঁদে গেছে!

রণ। হ্যাঁ—ভারি মায়া-কান্না কেঁদেছে। মুমূর্ষু ছেলেটার প্রাণ-ভিক্ষের বুক-ফাটা কপট মায়াকান্নায় শয়তানী আজ এই ডাকাতের চোখেও চক্ষুলজ্জা এনেছে!

নর। ছি রণু! এ লজ্জার কথা।

রণ। নয়? বড় লজ্জার কথা মনে প'ড়ল—বহুদিনের কথা—ঠিক এমনই মায়া-কান্নার অশ্রু আর একদিন আমার জননীর দুই চোখে সহস্র ধারায় ঝরেছিল! নিস্তব্ধ বিচার-কক্ষে রক্ষীবেষ্টিত কাটগড়ায় নিরপরাধে অভিযুক্ত সন্তানের কারাবাসের হুকুম শুনে অনাথিনী বিধবা এমনই বিকল হ'য়ে মাটির বুকে আছ্‌ড়ে পড়েছিল! যখন তারা তা'র নয়নের মণি—সংসারের একমাত্র আশ্রয়টীকে মা'র বাহু-ডোর হ'তে হিঁচ্‌ড়ে টেনে এনে শৃঙ্খলাবদ্ধ চোরেদের গাড়ীতে তুলে' কয়েদখানায় নিয়ে গেল, অভাগিনী এমনি পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাসে—এমনি কাতর কণ্ঠে মধুসূদনকে ডেকেছিল! মধুসূদন রণলাল সৃজন করতে মনস্থ কিনা, শুন্‌তে পেলেন না!

নর। কিন্তু রণু, আমার নিয়ে টানাটানি!

রণ! ভয় নেই, আমি কাজ হারাই না—তুমি নিরাপদ। কিন্তু, খবরদার—আমার বিনা-হুকুমে ওই বিধবা আর ছেলেটার উপর আর না অত্যাচার হয়!　　　　[প্রস্থান।

নর। আর কিছু নয়। ভিখারী বেটীর সুন্দর মুখ-খানাই ভায়াকে কাহিল করেছে।　　　　[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

কুটীর-সম্মুখস্থ গ্রাম্য-পথ

নরেন্দ্র ও চুণীলাল

নরেন্দ্র। কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?

চুণী। কিছু তো ধরতে পারলুম না। Heart ভাল, pulse ভাল, কোথাও ভেঙ্গে-চুরে যায় নি।

নরেন্দ্র। আমি যখন প্রথম দেখেছিলেম, বালক অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। মনে হ'ল—heart এখনই fail করবে! ভাল ক'রে দেখেছেন তো? serious কিছু নয়?

চুণী। আমার বিদ্যেতে তো মশাই তা' বলে না! weak শরীরে হঠাৎ একটা shock লেগেছিল বোধ হয়। যাই হোক্—dangerটা এখন কেটে গেছে! মধুকে ডাক্‌তে লোক গেছে কি?

নরেন্দ্র পাড়ার একটি ছেলেকে আমার গাড়ী ক'রে পাঠিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল। নইলে—আমি বিদেশী লোক ডাক্তার খুঁজতে অনেক ঘুরতে হ'তো।

চুণী। এ পাড়ায় একটা callএ এসেছিলুম। কিন্তু আপনাকে তো এখানে কখনও দেখি নি! এদের কোনও আত্মীয় বুঝি? ছেলেটার মা ই বা কোথায়?

নরেন্দ্র। আমি হাবড়ায় থাকি কার্য্যগতিকে এদিকে এসেছিলেম। বাড়ীতে ফিরতে দেরী হ'বার সম্ভাবনা দেকে সহিসকে ঘোড়া খুলে দিতে ব'লে ফিরছি, দেখ্‌লুম—একটি বিধবা স্ত্রীলোক আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে এই ঘর থেকে বেরিয়ে ওই বাড়ীটার দিকে গেল! এখানে

আসতেই ঘরের ভেতর ছেলেটীর কাতরানির শব্দ শুনতে পেলুম। ডাক্তার খুঁজতে যাব, এমন সময় আপনার সঙ্গে দেখা।

চুণী। নাপতের ঝাঁড়ু মুটের ঝাঁকা আর আমাদের ষ্টেথিস্কোপ্ মার্কা-মারা, কি বলেন? এই যে—মধু এসে হাজির হয়েছে!

(মধুর প্রবেশ)

মধু। কই—কোথায় ডাক্তার বাবু!

চুণী! এই যে! ভয় নেই হে! ছেলে ভাল আছে—গরম দুধ খেয়ে ঘুমুচ্ছে।

মধু। বাঁচবে তো? বলুন ডাক্তারবাবু—শ্যাম্লা আমাদের বাঁচবে তো? (চুণীলালের পদধারণ)

চুণী। আরে পাগল, হয়েছে কি যে অমন কচ্ছিস্? অবেলায় পা ছাড়্! তোর মা বাবুদের বাড়ী গেছে। এলে, বলিস্, ডাক্তারবাবু বলে গেছে—কোন ভয় নেই! (প্রস্থানোদ্যত।)

নরেন্দ্র। আপনার ফী'টা নিয়ে যান। (নোট প্রদান)

চুণী। এদের বাড়ী তো ফী নিই না। আর, আমরা পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার! দু' টাকা ফী, দশটাকার নোটই বা দিচ্ছেন কেন?

নরেন্দ্র। তা হোক্,—ও খানা আপনি নিন্। আমার কাছে খুচ্রো টাকা নেই। আর আপনাকে আমি এ call দিয়েছি। আমার কাছে ফী নিতে কুণ্ঠিত হ'বেন না!

চুণী। বেশ! আমরা professional লোক—এ রকম হাতের লক্ষ্মী ফিরিয়ে দিলে ব্যবসার অকল্যাণ হবে। (নোট গ্রহণ করিয়া) মধু, এই কাগজখানা মুদীর দোকানে দিয়ে দশ টাকার ঘী, চাল, ডাল এনে মা'র হাতে দিও। বোলো, তাঁর ডাক্তার-ছেলে এসে একদিন পেটভরে খেয়ে যাবে। (মধুর হস্তে নোট প্রদান)

নরেন্দ্র। এ যে চিকিৎসার ফী—আপনাকে দিয়েছি!

চুনী। আমিই নিয়েছি। ছোট ভাইয়ের নাড়ী টিপে টাকা উপার্জ্জন অদৃষ্টে আজ এই প্রথম! এ রোজগার মা'র প্রণামী ছাড়া কি আর কিছুতে খরচ করতে পারি? [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। আশ্চর্য্য! এমন লোকও আছে!

মধু। কে বাবু তুমি? আমাদের জন্যে এত কর্‌ছ—কে তুমি গলাটাও যে চেনা চেনা!

নরেন্দ্র। আমায় তোমাদের কল্‌কেতার বাড়ীতে দেখে থাকবে। তোমাদের জামাইবাবুর আমি নিকট-আত্মীয়। তোমাকে তো চিন্‌তে পার্‌ছি মধু।

মধু। চোখে আর ভাল ঠাওর কর্‌তে পারি না বাবু! মা'র শ্বশুর বাড়ীর লোক বুঝি?

নরেন্দ্র। হ্যাঁ, কিন্তু তিনি আমায় চিন্‌তে পার্‌বেন না। বিয়ের পর কথনও তো আমাদের দেশে যান নি!

মধু। তা বটে!

নরেন্দ্র। সহরে এসে অবধি তোমাদের খোঁজ কর্‌ছি। তারপর সকলে ভাল আছ?

মধু। হা ভগবান! ভাল? বাবু, এই ভাঙ্গা ঘর দোর,—আমাদের অবস্থা দেখ! আর, মেধোর কি কঠিন প্রাণ, তা'ও দেখ! সোণার লক্ষ্মী মাকে কাঙ্গালিনী সাজিয়েছি, দুধের গোপাল টুক্‌টুকে শ্যামল সারাদিন মুড়ী খেয়ে আছে, একমুঠো ভাত দিতে পারি নি! বাবু, আমার মরণ নেই—মরণ নেই! এততেও বুড়োর বুকটা চৌচাক্‌লা হয়ে যায় নি!

নরেন্দ্র। চুপ কর—চুপ কর। মধু, তুমি আমার—তোমাদের জামাইবাবুর বাপের অধিক করেছে!

মধু। আর পারি না—আর রাখ্‌তে পারি না। তোমাদের জিনিষ প্রাণে প্রাণে বজায় আছে। তোমরা নাও, আমায় এখন জিরেন্ দাও!

নরেন্দ্র। লোক মারফত তোমাদের যে দু' হাজার টাকা পাঠিয়েছিলুম, তা'কি সব খরচ হ'য়ে গেছে?

মধু। সে কি বাবু! জামাইবাবু মারা যাবার পর একটি পাই-পয়সাও তো কেউ আমাদের দেয় নি!

নরেন্দ্র। গত বৎসর তোমরা কি দিনকতক সানকীভাঙ্গায় ছিলে?

মধু! না। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?

নরেন্দ্র। (স্বগত) টাকারগুলো তবে মুকুন্দই চুরি করেছে; পিশাচ! (প্রকাশ্যে) শোন মধু আর তোমরা দরিদ্র নও। মা কমলা তোমাদের ব্যথায় মুখ তুলে চেয়েছেন। দৈবানুগ্রহে এক ধনবান সদাগর আমায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়েছেন। তা ছাড়া—আমার নিজেরও যথেষ্ট উপার্জ্জন আছে। তোমাদের জামাইবাবু আমার পর নয়! আর, তোমরা জান না, তাঁর কাছে আমি অনেক প্রকারে ঋণী। পরিশোধের জন্য যথাসর্ব্বস্ব আমি শ্যামলকে দান ক'রে যাব! আমার আর উত্তরাধিকারী কেউ নেই। আপাততঃ—সংসার খরচের জন্য প্রতি মাসে হাজার টাকা ক'রে পাঠাব নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

মধু। আমার কি বাহাত্তুরে হ'ল! ভুল শুনছি না তো? বাবু, এ সব কি সত্যি?

নরেন্দ্র। তোমাদের পুরোণো বাড়ী কিনে মেরামত ক'রে রেখেছি।

আমার জুড়ী তৈরী রয়েছে, এখনি সকলকে সেখানে নিয়ে যাও। এ ঘরের জিনিসপত্র যেমন আছে, তেমনি পড়ে থাক্।

মধু। বল কি! বাবু—বাবু! আহ্লাদে যে আমার নাচ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে! পুরোণো বাড়ী ফিরে পাব? মা কোথায় গেল! এ সময় পাগলী কোথায় গেল!

নরেন্দ্র। স্থির হও! কিন্তু, একটা কথা—টাকা যে কোথা থেকে পাচ্ছ, এ কথা কেউ জান্‌তে না পারে! তোমার মা'ও না! সাবধান—প্রকাশ হ'লে আমার সমূহ বিপদ! আর, তোমাদেরও টাকা আসার পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে।

মধু। তা বারণ করছ যখন, ছাপিয়ে রাখব। কিন্তু মা'র সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবে তো?

নরেন্দ্র। না—না—না মধু। এখন না—এখন না। ওই সে আস্‌ছে। দেখো—আমার কথা ঘুণাক্ষরেও না।

মধু। আবার কোথায় দেখা পাব?

নরেন্দ্র। আমি নিজেই দেখা করবো? [দ্রুত প্রস্থান।

মধু। আহা! ছুড়ীর বোধ হয় আকু-বিকুলী ক'রে ছুটে আসছে! জানে না—আজ আমাদের কি সুখের দিন! ভগবান্! আমাদের দুঃখেরও তবে শেষ আছে।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। মধু! মধু! শ্যামল কেমন আছে।

মধু। এসেছ মা! ভয় নেই, ঠাণ্ডা হও। বড় ভাল খবর—আমরা রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে গেছি—মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি।

সরোজ। কি বল্‌ছ?

মধু। বলছে এই যে, দুঃখের মাথায় ঝাঁটা মেরে চল মা এখনি আমাদের সেই কল্‌কেতার বাড়ীতে ফিরে যাই! আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে গর্‌গমে জুড়ী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। চল মা—এই মুড়ীর রাজত্ব থেকে আমার ছোট্টটো ভাইটীকে আবার সেই ক্ষীর-সরের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাই!

সরোজ। এ কি পাগল হ'য়ে গেল! শ্যামলকে বড় ভাল বাসত! অ্যাঁ! তবে কি—তবে কি বাছা আমার—(উচ্চৈঃস্বরে) শ্যামল—শ্যামল—　　(ছুটিয়া কুটিরের দিকে অগ্রসর)

(শ্যামলের কুটীর হইতে বাহির)

শ্যামল। কেন মা! এই যে মা!

সরোজ। যাদু আমার—বুক-জুড়োন ধন আমার—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঙ্গিলার বাসাবাটী

রঙ্গিলা, মুকুন্দ ও মুরারি

রঙ্গিলা। ওই যে কা'রা আস্‌ছে—দেখ দেখি!

মুরারি। তা'রাই বটে! ওই যে দেখছো জরীর টুপি মাথায়—

রঙ্গিলা। (বিস্মিতভাবে) ওই রণলাল? দিব্যি সুন্দর তো!

(রণলাল ও দুখীরামের প্রবেশ)

মুরারি। কি স্থির করলেন?

রণ। টাকার কথা স্থির হইলেই আমি প্রস্তুত!

মুকুন্দ। আমিও প্রস্তুত! কথার বেঠিক পাবেন না।

রণ। তবে এই কাগজখানা সই ক'রে দাও! তারিখ এর পর বসিয়ে নোব।

মুকুন্দ। (পড়িয়া) পঞ্চাশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট! এর মধ্যে সই ক'রে দোব! কাজ যদি হাঁসিল না হয়?

রণ। হ্যাণ্ডনোট বাক্সে পচবে! তোমার কি আছে যে নালিশ ক'রে আদায় করবো? যা' কিছু রোজগার, সবই তো জুয়া আর এঁর পাদ-পদ্মে অর্পণ কর।

মুকুন্দ। জেল খাটাতে তো পারেন?

রণ। ঘরের পয়সা খরচ ক'রে তোমার মত জীবকে জব্দ ক'রে লাভ? বিবেচনা করে দেখ! সই করতে অস্বীকৃত হও, আমরা চল্লুম!

মুকুন্দ। যা থাকে কপালে! দিই সই করে'! এস্পার কি ওস্পার্!

মুরারি। (স্বগত) আমিও একটা হাণ্ডনোট করিয়ে নোব!

রঙ্গিলা। দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন, তামাক-টামাক খান!

রণ। অভ্যর্থনার প্রয়োজন নেই, আমি নেশা-ভাঙ করি না।

রঙ্গিলা। দু' একটা পান—

রণ। তা'ও না!

মুরারি। এই যে-দুখীরাম! ভাল তো হে?

দুখী। আর বাবু, দুঃখীর দিন গড়িমাসি ক'রে চলছে! দয়াময়ের ইচ্ছে!

মুকুন্দ। এই নিন—সই তো কর্লুম, এখন কাজটা ক'রে দিন!

রণ। কাজ আমরা করবো, তবে তোমাদেরও কতকটা সহায়তা চাই!

মুকুন্দ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—যথাসাধ্য কর্‌বো!

মুরারি। আমার মশাই শরীর অসুখ, তা আগেই বলে' রাখছি।

রণ। ভয় নেই মুরারি! এ কাজে তোমার মত অপদার্থের সাহায্য একটা বিপদ বলেই মনে করি!

মুরারি। (স্বগত) ঘাম্ দে জ্বর ছাড়্‌ল! মর্ বেটারা খুনোখুনি করে!

রঙ্গিলা। আর, আমি তো দুর্ব্বলা অবলা, আপনার ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষের কোনও উপকারেই আসব না।

রণ। না সুন্দরী! নরহরির মুখে তোমার গুণপনার বিশেষ পরিচয় পেয়েছি! আমি তোমারই সাহায্য চাই!

রঙ্গিলা। দাসীর সৌভাগ্য!

রণ। বিনা-পয়সায় খাটিয়ে নোব, এমন মনে ক'র না! মুকুন্দর টাকা আদায় হ'লে তুমিও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে!

রঙ্গিলা। আমি টাকার কাঙ্গাল নই! আমার যা' আছে, একলার সুখে-স্বচ্ছন্দে চলে যায়!

মুকুন্দ। (স্বগত) টাকার কাঙ্গাল না হ'ন, টাকার জোঁক বটে!

রঙ্গিলা। ভাবছেন কি। হিসেবে কিছু গরমিল হয়েছে?

রণ। যদি রহস্য না ক'রে থাক, কতকটা গুলিয়ে যাচ্চে বটে! কাজটা সোজা নয়! তোমার ভরসা কতকটা করেছিলুম!

রঙ্গিলা। কি করতে হবে শুনি! বিষ টিস্ দিতে পারবো না!

রণ। সদাগরের বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই! মুকুন্দ বোধ হয় জানে, তা'রা একটা রাতদিনের ঝি খুঁজছে!

রঙ্গিলা। ঝি হ'য়ে থাকবো!

রণ। রাণীর মাইনে দোব! আর শুধু এক হপ্তা!

রঙ্গিলা। আবার সেই টাকার কথা! টাকার কথা তুলবেন না, আমি অমনি আপনার কাজ ক'রে দোব! তা হলেই তো হ'ল!

রণ। আমাদের বখরার পক্ষে তাতে সুবিধে—সন্দেহ নেই, কিন্তু এ স্বার্থ-ত্যাগের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না!

ভুখী। বোঝাবুঝি আর শক্ত কি! ঠাকরুণ পরোপকার করছেন!

রঙ্গিলা। তারপর! আর কি করতে হবে?

রণ। রাজারাম কোন্ ঘরে শোয়—কোথায় টাকাকড়ি থাকে, এই রকম গোটাকতক খবর দিতে হবে! কোনও দিন আমি, কোনও দিন ভুখীরাম, ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গে দেখা করবো!

ভুখী। তারপর, আসল কাজের দিন মাঝ-রাত্তিরে খিড়কি-দোরটা খুলে রেখে! ব্যাস্!

রঙ্গিলা। আপনার যদি এতে সাহায্য হয়, আমি সম্মত!

রণ। বেশ! তা হ'লে—তোমার নামটা ভুলে যাচ্ছি!

রঙ্গিলা। রঙ্গিলা! 'রঙি' ব'লেই ডাকবেন।

রণ। ও নাম বদ্‌লাতে হবে! তৈরী হয়ে থাক, এক ঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যাব! স্মরণ রেখো—উপকারের প্রত্যুপকার আছে! রণলাল ভোলে না!

[রণলাল ও দুখীরামের প্রস্থান।

মুকুন্দ। লোকটা বেজায় অহঙ্কারী!

রঙ্গিলা। এই তোমাদের দলপতি?

মুরারি। এই রণলাল সাংঘাতিক লোক!

রঙ্গিলা। একটা মানুষ বটে! এমন আমি কখনও দেখি নি!

মুকুন্দ। বাবা, চকিতের দেখায় এত। একেবারে যে বরফ গলে গেলে!

রঙ্গিলা। আমি তো আর তোমার ঘরের মাগ নই!

মুকুন্দ। চটো কেন? ইয়ারকি বোঝ না—দেখ দেখি!

রঙ্গিলা। বেশ—এখন যাও!

মুরারি। একখানা ষ্ট্যাম্প কিনে আনি! আমাকেও তো একটা হ্যাণ্ডনোট দিতে হ'বে!

মুকুন্দ। ব্যস্ত কেন? দেশ ছেড়ে তো পালাচ্ছি না?

[মুরারি ও মুকুন্দের প্রস্থান।

রঙ্গিলা। পলকের দেখায় হৃদয়ের ওপর রাজত্ব বিস্তার ক'রে গেল! নইলে নরহত্যা করতে যাচ্ছে, নিঃস্বার্থ হয়ে কে তার সাহায্য ক'রতে যায়! ছি ছি মন! সাধ ক'রে শেষে খুনের হাতে ফাঁসী পর্‌লি! যাদু জানে! এমন কিন্তু কখন দেখিনি! এ রত্ন যে রমণীর

আঁচলে বাঁধা, যা'র অভিমানের দায়ে রাগপ্রাণ বিব্রত, সার্থক বটে তা'র রূপ-যৌবন !

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরেন্দ্রের পুরাতন বাটীর দ্বিতলের কক্ষ—পশ্চাতে বারান্দা

নরেন্দ্র ও মধু

মধু। এ ঘরটা দিব্যি সুবিধের ! রাস্তার সিঁড়ি দে' এস যাও—দেউড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই ! আর, খবর পাঠালে আমি আগে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব !

নরেন্দ্র। আপিস থেকে দেখলুম—তোমাদের শ্যামলের বয়সী একটী খোট্টার ছেলে গাড়ী-চাপা গেছে ! তার বাপ আছাড়-পেছাড় খেয়ে কাঁদছে ! মনটা এমন খারাপ হ'য়ে গেল ! ভাবলুম—ছেলেটাকে একবার দেখে আসি !

মধু। তা ডেকে দিচ্ছি ! কিন্তু বাবু, আগে আমার একটা বিহিত কর ! এ সব জামাজুতো পরে' আড়ষ্ট হ'য়ে আর তো থাকতে পারি না ! তোমার গে—পিরেনটা তো পয়লা পরাই মুস্কিল ! তারপর পরলুম তো, গা চুল্‌কোতে সুরু হ'লো—কুল্‌কুল্ ক'রে ঘাম বেরোতে লাগল ! আর, এই আবাগের বেটা চটী জুতো চল্‌তে গেলেই পা থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় ! পথ চলি, না জুতো সম্‌লাই ! তার চেয়ে ফাটা পায়েও আমি বিশ কোশ যেতে আস্‌তে পারি। না বাবু, বুড়ো বয়েসে কেন আর আমায় এমন ক'রে সং সাজাও ?

নরেন্দ্র। এ সব ভড়ং দরকার মধু। নইলে তোমার যে এত টাকা লোকে প্রত্যয় করবে কেন ?

মধু। আর ছাই, শুধুই কি এই ! পাড়ার মান্তিমান্ ভদ্দর লোকেরা পথে ঘাটে দেখা হ'লেই আরম্ভ করলেন 'মধুসূদন বাবু যে !' কেমন আছেন ?' 'কোথায় গমন হচ্ছে ?' দেখ দেখি লেঠা ! আমি বেটা তেরকেলে মোধো, আমায় কিনা এই সব বাক্যি-যন্ত্রণা। এর ওপর মা আবার ধরেছে—সোণার চশমা পরতে হ'বে ! ও বাবা ! যেটুকু জর আছে, সেটুকুও অন্ধকারে হয়ে যাবে। তুমি দাঁড়াও, ছেলেটাকে ধরে আনি ! [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। সেই বাড়ী—সেই ঘর—লক্ষ-স্মৃতি-বিজড়িত ! সেই দরোজ এত কাছে ! হা জগদীশ ! তবু আমার 'আমার' বল্‌বার আর অধিকার নেই ! সে-কালের 'আমার' বল্‌তে যা কিছু ছিল, সেই কাল-রাত্রির পর সকলই পর হয়ে গেছে। (পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া) আছে শুধু—এইটুকু শেষ স্মৃতি-চিহ্ন। আহা নরাধম স্বামীর জন্য পতিব্রতা বড় যত্নে পদ্ম এঁকেছিল ! অন্তর্য্যামি ! মরণে কি এর চেয়ে শাস্তি আছে ? এরও চেয়ে শাস্তি কি হয় ? নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) তাইতো ! নিমন্ত্রিতেরা যে এই দিকে আস্‌ছে !

[বারান্দার দরজা দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

(ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

১ম ব্রা। উঃ ! কি উদর-বিদারক ভোজনটাই হ'ল ! আর, আয়োজনের গুঁতোটাই বা কি !

২য় ব্রা। বলি, হ্যাঁ হে !—দক্ষিণের ব্যবস্থাটা কি রকম ?

১ম ব্রা। পয়সা, দোয়ানী, সিকি নয়, একেবারে নগদ একটী ক'রে আ-ভাঙ্গা রৌপ্য-মুদ্রা।

২য় ব্রা। সাধু! বটব্যাল, সাধু! বদনে ফুল-চন্দন পড়ুক।

৩য় ব্রা। কিন্তু, এদের ব্যাপারটা কি হে? বেটা মোধো,—আজন্ম বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দে এল, আর আজ কি না একেবারে বড়লোক, —পাড়ার মাথা!

১ম ব্রা। আরে শোনো নি। আবাগের বেটা যে 'লটারি' খেলায় মবলক মেরে দিয়েছে। টেঁপির মা'র সেই রাম-ছাগল, হল কিনা ঐরেবত! হতভাগা বেটা—

(মধুর প্রবেশ)

এই যে—স্বয়ং মধু বাবু! আহা কিযে কান্তিপুষ্টি নধর গঠন! ভাই রে! এ মুখ শ্রীর কি তুলনা আছে!

মধু। পেরণাম হই ঠাকুর ম'শায়রা!

সকলে। আস্‌তে আজ্ঞা হোক—আস্‌তে আজ্ঞা হোক!

মধু। (স্বগত) নাঃ—এরা দল বেঁধে প্রিতিজ্ঞে করেছে, আমায় পাগল না ক'রে ছাড়বে না!

২য় ব্রা। বাবু, অত্যুত্তম আহার হয়েছে।

১ম ব্রা। এখন দক্ষিণেটা প্রাপ্তব্য হ'লেই 'দুর্গা' বলে 'শ্রীহরি' করি।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। এই যে দক্ষিণে! মধু, এঁদের ভাগ ক'রে দাও তো! (অর্থ-প্রদান ও মধুর বিতরণ)

১ম ব্রা। চিরায়ুষ্মতী হও মা! বড় আনন্দ! আজ আনন্দের আর অবধি নাই।

২য় ব্রা। আশীর্ব্বাদ করি মা,—রাজপুত্র ছেলে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার কর।

সরোজ। ঠাকুর, মধুকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমাদের অবস্থার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন শুধু মধুর কল্যাণে। এ অর্থ সমস্তই মধুর।

মধু। তোমার কেবলই ওই কথা! বলি—মা আর ছেলে কি ভিন্ন? কি বল—ঠাকুর ম'শায়রা!

১ম ব্রা। বাবু প্রকৃত কথাই বলেছেন! কি উদার প্রকৃতি দেখ হে! লক্ষ্মীমন্ত লোক কিনা!

সকলে। না হ'বে কেন! না হ'বে কেন!

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

মধু। এখন যাও, মুখে একটু জলটল তো দিতে হবে। এত বেলা অবধি না খেয়ে আছ!

সরোজ। আজ তাঁর জন্ম-তিথি! আমায় নির্জ্জলা উপোস করতে হয়।

মধু। তার চেয়ে শরীরটাকে কেন হামান্‌দিস্তেয় গুঁড়িয়ে ফেল না। মাসে দু'কুড়ী উপোস! ভাটপাড়ার বাপের জন্মে দেখে নি!

সরোজ। পাগল! [প্রস্থান।

মধু। উপোস ক'রে ক'রে ছুড়ীটা কোন্ দিন মারা পড়বে! তাই তো—শ্যাম্‌লা কোথায় গেল! ~~অনেকক্ষণ ডেকে পাঠিয়েছি~~!

(বারান্দা দিয়া নরেন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ)

নরেন্দ্র। ফুল-বাগানে ছিল, আমায় দেখে ছুটে আসছে। তোমাদের ছেলেটার ওপর আমার কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে!

মধু। হ'বারই কথা। ওকে দেখে পথের লোক হাঁ ক'রে চেয়ে

থাকে, আর তুমি তো আপনার জন! আর ও'ও তোমার খুব ন্যাওটো হয়েছে। মা'র কাছে কেবলই তোমার কথা! মা জিজ্ঞেস করেছিল, আমি ব'লে দিলুম—অচেনা লোক।

নরেন্দ্র। দেখো মধু!

মধু। বল্‌তে হবে না বাবু, আমার তেমন আল্গা মুখ নয়!

(শ্যামলের দৌড়াইয়া প্রবেশ)

শ্যামল। কেমন ফুল দেখেছ! তোমাদের বাগানে আছে?

নরেন্দ্র। না বাবা।

শ্যামল। এই নাও—তোমায় দিলুম।

নরেন্দ্র। অমন ক'রে কি রোদ্দ্‌রে ছুটোছুটি করতে আছে! অসুখ করবে যে বাবা!

শ্যামল। বা রে! আমি তো ফুল তুল্‌ছিলুম!

নরেন্দ্র। দেখ দেখি ঘেমে গেছ! এস—মুখটা মুছিয়ে দিই। (রুমালে মুখ মুছান)

শ্যামল। বাঃ বেশ তো ছবি! দেখি! (রুমাল লইয়া দেখা) (নেপথ্যে সরোজ) শ্যামল—শ্যামল—

শ্যামল। মা ডাক্‌ছে। এই যে মা! ডাচ্চ কেন? তুমি ডাচ্চ কেন?

[নরেন্দ্রের দ্রুত প্রস্থান।

(সরোজের পুনঃপ্রবেশ)

সরোজ। মধু! মধু! কে চলে গেল? কে উনি? কে উনি?

মধু। ও মা সেই অচেনা লোকটি! শ্যামলকে দেখতে এসেছিল।

সরোজ। মধু, কেন আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছ? কে উনি? আমার মাথার দিব্যি—সত্য বল, কে উনি?

মধু। আমি তো মা ওঁর নাম জানি না!

সরোজ। পায়ে পড়ি মধু, বল—প্রাণ আমার বড় ব্যাকুল হয়েছে। বুকের ভেতর হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! ওঁর মুখ দেখতে পাইনি, কিন্তু চল্‌বার ভঙ্গী ঠিক যেন—ঠিক যেন—

মধু। ধর্ম্ম সাক্ষী মা, আমি ওঁর পরিচয় জানি না। তবে—আর মিছে বল্‌ব না—এ বাড়ী উনিই আমাদের কিনে দিয়েছেন। খরচপত্রও সমস্তই ওঁর।

সরোজ। কেন—কেন—আমাদের জন্যে কেন উনি এত কচ্ছেন? চলে গেলেন, ঠিক তেমনি! ঠাকুর! ঠাকুর! একি প্রহেলিকা!

মধু। আমারও মা এখন কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে। এমন কি কখনও হয়! তা' কি হ'বে!

শ্যামল। ওই যা—রুমালটা তো নিয়ে গেল না! দেখ মা, কেমন ছবি আঁকা!

সরোজ। (রুমাল দেখিয়া) অ্যাঁ! এ যে আমারই হাতের পদ্ম! তাঁ'র রুমাল! মধু, এ তিনি—তিনি! বেঁচে আছেন! আমার সিঁথের সিঁদুর—আমার হাতের নোয়া—আমার দেবতার দেবতা—

মধু। মা! মা! এমন ভাগ্যি কি আমাদের হ'বে?

সরোজ। এ তিনি—আমার তিনি! বেঁচে আছেন! শ্যামল—বাবা—বুকে আয়। আর দুঃখ কি? আমাদের কপাল ভাঙ্গেনি

তৃতীয় দৃশ্য

হাবড়া—নবীনের বাসা-বাটি

নবীন ও মুকুন্দের প্রবেশ

নবীন। তোমার ছোট বাবুর একটা বিবাহ দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'তেম! তা ছোক্‌রা রাজী হ'ল কই!

মুকুন্দ। আপনার কথা অগ্রাহ্য করলেন, বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

নবীন। গোড়ায় একটা সংসার পেতেছিল, বিধি-নির্ব্বন্ধে না হয় গিয়েইছে, কিন্তু স্মৃতিটা তো বজায় আছে। পুনরায় দার-গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় রাজুর মনুষ্যত্বই প্রকাশ পাচ্ছে!

মুকুন্দ। যা' বলেন! কিন্তু, লোকে বল্‌ছে, এতে আপনাকে ডাহা অপমান করা হয়েছে।

নবীন। বলে নাকি? বটে বটে চিরকাল অ-গঙ্গার দেশে কাটিয়েছি, এখন দিনকতক গঙ্গা-স্নান করে বাঁচি! আবার শুন্‌ছি, গঙ্গাতীরে একখানি বাগানও কেন্‌বার চেষ্টায় আছে! ঐ যে বারাণসী যা'বার মানস করেছি, তাই আমায় আটকে রাখবার কল কৌশল!

মুকুন্দ। হাতে ওঁর অচেল টাকা! আমোদ-আহ্লাদ করতে এক-খানা বাগান চাই বই কি!

নবীন। না হে, তা নয়—স্বভাব-চরিত্র বড় ভাল। আর, যে রকম বুঝছি, এখানকার নতুন আপিসটাও চল্‌বে ভাল।

মুকুন্দ। আজ্ঞে হাঁ, ছোটবাবু কার-কারবারটা বোঝেন মন্দ নয়! তবে—

নবীন। অল্প দিনে এই দুরূহ ব্যাপার কেমন আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে! আর, তা' ছাড়া—বলতে কইতে লিখতে পড়তে যেন বিলিতি সাহেব!

মুকুন্দ। ব্যবসার কথা মশাই বলা যায় না! চল্লেই চল্লিশ-বুদ্ধি, না চল্লেই হতবুদ্ধি!

নবীন। তা বটে। ভাল কথা হাঁ হে! রাজুর টাকা নিয়ে না তোমার সঙ্গে কি একটা গোলযোগ হয়েছিল?

মুকুন্দ। কি বল্‌ব মশাই। আমারই অদৃষ্টের দোষ। গেল পয়লা বোশেখে—ওই যে দিন আপনি হিসেবপত্র দেখে খুসী হয়ে ছোটবাবুকে প্রথম হাত-খরচা দু' হাজার টাকা দিলেন,—তিনি সেই নোটগুলি আর এক টুক্‌রো কাগজে একটী বিধবার নাম আর ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিয়ে চুপি চুপি বল্‌লেন—"কল্‌কেতায় গিয়ে এই স্ত্রীলোকটিকে টাকাগুলি দিয়ে এস। ঠিকানা সম্ভবতঃ বদলে গেছে! সন্ধান ক'রে তাঁ'দের হালি বাসা বের করতে হবে" হাঁ, আর ছোটবাবুর নাম-ধামও বিধবার কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন।

নবীন। কারণ?

মুকুন্দ। জগদীশ্বর জানেন। আমায় তো বল্‌লেন—বিধবার স্বামীর কাছে তিনি ঋণী! যা হো'ক্—মনিবের হুকুম, আমি তো সেই দিনই রওনা হ'লুম! তার পর, মশায়, মাস খানেক খোঁজাখুঁজির 'পর সান্‌কী-ভাঙ্গায় বিধবাটির সঙ্গে দেখা ক'রে নোটগুলি গুণে তাঁ'র হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরলুম।

নবীন। বেশ।

মুকুন্দ। এখন শুনছি নাকি সে টাকা তা'রা পায় নি!

নবীন। তা হ'লে সেই স্ত্রীলোকটীকে ধর!

মুকুন্দ। সে চেষ্টা কি করি নি! কিন্তু, মাগী যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে, কোন ঠিকানাই পাচ্ছি না।

নবীন। আমার মনে হচ্ছে—সেই টাকার ভেতর যেন একখানা নম্বরী নোট দিয়েছিলুম। তা থেকে তো—

মুকুন্দ। দুঃখের কথা আর বলেন কেন। খাতায় যেখানে নোটের নম্বর টোকা ছিল, সে পাতাখানা পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্দ্দৈব আর কা'কে বলে?

(নরেন্দ্রের প্রবেশ)

নবীন। এই যে। অফিস থেকে আসতে এত দেরী হয় কেন? অত খাটা কিছু নয়। শরীরটা তো দেখতে হ'বে বাপু। হাঁ, মুকুন্দর সঙ্গে তোমার সেই হারানো টাকার কথা হচ্ছিল।

নরেন্দ্র। সে কথা আর কেন?

নবীন। অতগুলো টাকা জলে যা'বে! জোচ্চরে ঠকিয়ে নেবে। ও বাপু, আমি সহ্য করতে পারি না। পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।

নরেন্দ্র। প্রয়োজন দেখি না। সে টাকা কে নিয়েছে, আমি জানি।

নবীন। বল কি!

নরেন্দ্র। আইনে প্রমাণ না হ'তে পারে, তবে আমার মনে হয়—আমার অনুমান ভুল নয়।

নবীন। কে সে? আমায় বলতে হ'বে—সে কে।

নরেন্দ্র। মার্জ্জনা করুন! এ কথা নিয়ে উচ্চবাচ্য করা বৃথা।

নবীন। বলবে না। ভাল, কিন্তু তোমার সাহায্য না নিয়েও আমি চোর ধরব। সৌভাগ্যক্রমে সেই একশো' টাকার নোটখানার নম্বর আমার নোট বইতেও আলাদা লেখা ছিল। সেই নম্বর আমি গোপনে পুলিশকে পাঠিয়ে দিয়ে ইনকোয়ারী করতে বলি। এই মাত্র একটি গোয়েন্দা এ বিষয় তদন্ত ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মশায় গো, ভেতরে আসুন।

মুকুন্দ। আমি তবে এখন যাই! (প্রস্থানোদ্যত)

(বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। একটু দাঁড়িয়ে যাবেন ঘোষাল মশায়।

মুকুন্দ। কেন—কেন—আমি কি করেছি—আমি কি করেছি?

বিনয়। বিশেষ কিছু নয়। টাকাগুলো হরেকৃষ্ণের আড্ডায় জুয়া খেলে উড়িয়েছে! (নরেন্দ্রকে) আপনি চমকে উঠবেন না—এ প্রকৃত কথা! এমন কি আড্ডাধারির কাছে এখনও ইনি কিছু ধারেন।

মুকুন্দ। ডাহা মিথ্যে—এক বর্ণ সত্যি নয়! হে মা কালী! ধর্ম্ম কি নেই!

বিনয়। হাতকড়ি দেখেছ! মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাক! (নবীনের প্রতি) কিছুদিন পূর্ব্বে আর একটা case এর connectionএ সেই gambling houseটা আমরা search করি। Fortunately অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এই মহাপ্রভুর লিখিত একখানি চিঠি পাওয়া যায়। এই নিন। হাতের লেখা আর চিঠিখানা পড়লেই সমস্ত clear হয়ে যাবে! আর, হরেকৃষ্ণ জেলে আছে, তা'কে দিয়েও সাক্ষী দেওয়াব!

মুকুন্দ। জাল! জাল!

নবীন। মুকুন্দ, তোমার অদৃষ্টে 'জাল' এর 'আ'কারটা না 'এ'কার হয়ে দাঁড়ায়। হতভাগা!

বিনয়। তা ছাড়া, এই দেখুন সেই নম্বরী নোট। পেছনে শ্রীমুকুন্দ-রাম ঘোষাল জ্বল্-জ্বল্ করছে।

নবীন। বিশ্বাসঘাতক। নেমক-হারাম! আর কি বল্‌তে চাস?

মুকুন্দ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

নরেন্দ্র। কাকাবাবু, ওকে আমি ক্ষমা করেছি। সেই জন্য এ কথা জেনেও এত দিন আপনার কাছে গোপন করেছিলুম।

নবীন। দেখ্—কি মহৎ হৃদয় দেখ্। এই লোকের তুই হিংসে করতিস্। এই লোকের নামে আমার কাছে নিত্য নানা অপবাদ রটাতিস। পাষণ্ড।

মুকুন্দ। মাপ করুন বাবু। ছোটবাবু, রক্ষে করুন।

নরেন্দ্র। Caseটা withdraw করে' নেওয়া চলে তো।

বিনয়। আপনারা proceed করতে না চা'ন, মিটে গেল। কিন্তু, এ রকম scoundrelকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।

নরেন্দ্র। কাকাবাবু।

নবীন। যাও,—এই দণ্ডে বাড়ী থেকে বেরোও। তোমার এখানকার চাক্‌রী আজ থেকে খতম্।

মুকুন্দ। বাবু, গরীবের অন্ন মারবেন না, অনাহারে মারা যাব।

নরেন্দ্র। কাকাবাবু, দয়াই যদি করলেন, বেচারার চাক্‌রীটা বাহাল রাখুন। আমি ওর জামিন রইলুম। এস মুকুন্দ।

[নরেন্দ্র ও মুকুন্দের প্রস্থান।

বিনয়। এ বাবুটী আপনার কে?

নবীন। হাঃ হাঃ আমার কে? কেউ নয়। রক্তের সম্পর্কে ও আমার কেউ নয়। কিন্তু, স্নেহের সম্পর্কে—প্রাণের সম্পর্কে—ধর্ম্মের সম্পর্কে ও আমার বাপ—আমার ছেলে—আমার অন্ধের নড়ি—আমার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। এমন সৎ ছোকরা কদাচ দেখা যায়। ভাগ্যবলে আমি ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। যা হো'ক—আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। বিদায়ের পূর্ব্বে স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ যৎসামান্য উপহার আপনাকে দিতে ইচ্ছা করি।

বিনয়। কিছু দরকার নেই! পরিশ্রমের জন্য সরকার থেকে আমরা নিয়মিত মাইনে পাচ্ছি। ও অনুরোধ করবেন না, আমি রক্ষা করতে অশক্ত।

নবীন। তবে আর কি বল্‌বো! তা—আমার বাড়ীতে কিছু মিষ্টিমুখ করতে তো আপত্তি নেই। দয়া ক'রে বৈঠকখানায় গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন! দু' মিনিট। [প্রস্থান।

বিনয়। আশ্চর্য্য! এমনি মুখের ভাব—এই রকম উজ্জ্বল দৃষ্টি নিশ্চয় কোথায় দেখেছি। যেন একটা পুরাণো স্বপ্ন মনের কোণে ঈষৎ উঁকি মেরে আবার চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে। এ মুখ কোথায়—কোথায়—কোথায় দেখেছি! (চিন্তা) না—হ'ল না! আপিসে গিয়ে missing culpritদের ফটো-লিষ্টটা খুঁজতে হবে! আর একবার ভাল ক'রে মুখখানা দেখে যাই। কে এ? কোথাও যে দেখেছি, হলফ্ ক'রে বল্‌তে পারি!

চতুর্থ দৃশ্য

কাশীপুর—বাগান-বাটীর চাতাল

রণলাল ও রঙ্গিলা

রণ। আমার সম্মতি না নিয়ে হঠাৎ হাবড়া থেকে চলে এলে কেন?

রঙ্গিলা। যা' বল্‌তে এসেছি—শোন, তারপর তিরস্কার কোরো।

রণ। সংক্ষেপে বল।

রঙ্গিলা। যা'কে তোমরা 'রাজারাম' বলে জান, তার প্রকৃত নাম ও নয়! রাজারাম একটা কাল্পনিক নাম। তার আসল নাম তোমাদের বিশেষ পরিচিত।

রণ। বিশেষ পরিচিত!

রঙ্গিলা। চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও—নাম শুন্‌লেই তা'কে চিন্‌তে পারবে।

রণ। দর বাড়াচ্ছ কেন ? স্পষ্ট বল না—কে সে !

রঙ্গিলা। তার আসল নাম—নরেন্দ্র ! নিমৃকি-টোলার পলাতক হত্যাকারী নরেন্দ্র।

রণ। কি কি বলছ ! সে তো অনেক দিন মরে গেছে ! এ কি সম্ভব যে, দেশ-বিখ্যাত সদাগর রাজারাম—

রঙ্গিলা। জুয়ার আড্ডার লোক, গৌরীকান্তের হত্যাকারী ! হাঁ সে, তাই। এখন বুঝলে—কেন হাবড়া থেকে পালিয়ে এসেছি !

রণ। ভুল—নিশ্চয় ভুল করেছ !

রঙ্গিলা। ভুল করেছি ? ও যদি ভুল হয়, তবে তুমি ভুল—আমি ভুল—ওই তোমার জাহ্নবীর দুকুল-ব্যাপী কুলুকুলু ধ্বনি,—সে'ও ভুল ! তিন বছর প্রত্যহ যে আড্ডায় এসেছে—তিন বছর প্রত্যহ যা'কে দেখেছি সে চেহারা ভুল হয় না ! রাজারাম আর নরেন্দ্র এক।

রণ। কিন্তু, নাম শুন্‌লেই যে আমরা তা'কে চিন্‌তে পারবো, এ কথা কেন বল্‌লে ? সত্য বোলো রঙ্গিলা !

রঙ্গিলা। অত বড় একটা খুন—সহরে সোরগোল প'ড়ে গেল। খুনে নরেন্দ্রের নাম কে না জানে !

রণ। তাই বলেছিলে ?

রঙ্গিলা। হাঁ—তাই বলেছিলুম !

রণ। মুরারি এ কথা শুনেছে ?

রঙ্গিলা। তা'র সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি ! আর, এ কথা তা'কে বল্‌বারও আবশ্যক দেখি না। এখন তবে কি করবে ? আর বোধ হয় ছোরাছুরীর প্রয়োজন হ'বে না

রণ। তুমি বুদ্ধিমতী! রাজারামের জন্য আমাদের আর নিজের হাতে চেষ্টা করতে হ'বে না। পুলিশের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হ'বে। রঙিলা, শুভক্ষণে তুমি আমাদের সহায়তা করতে রাজী হয়েছিলে—শুভক্ষণে তোমায় রাজারামের বাড়ী রেখে এসেছিলুম। আমাদের ঘাড় থেকে অনেক ভার নেমে গেল! দল শুদ্ধু—সকলেই তোমার কাছে উপকৃত।

রঙ্গিলা। সেদিন বলেছিলে—উপকারের প্রত্যুপকার আছে!

রণ। আছে! কি প্রত্যুপকার চাও? তুমি তো অর্থের প্রত্যাশী নও!

রঙ্গিলা। এখনও তো বলছি—নই।

রণ। তবে কি চাও? তোমার কি কোনও দুর্ভাবনা আছে?

রঙ্গিলা। সম্প্রতি হয়েছে! রণলাল, মন আমার দুরন্ত দুর্দমন! তা'কে দমন করতে না পেরে আজ আমি তোমার শরণাগত হয়েছি।

রণ। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) কি!

রঙ্গিলা। রাগ করলে? আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'লে?

রণ। এ রঙ্গ-তামাসার সময় নয়। আর, আমি সেটা কোনও সময়েই পছন্দ করি না!

রঙ্গিলা। রণলাল, তোমায় দেখে সে দিন থেকে আমি পাগল হয়েছি! নির্জ্জনে তোমার মূর্ত্তি শতবার কল্পনা ক'রে—মনে মনে কাল্পনিক মূর্ত্তির গলায় ফুলের হার পরিয়ে আনন্দে বিভোর হ'য়ে গেছি। ভালবাসা কা'কে বলে, কখনও জানতুম না। লোকের মুখে প্রেমের কথা শুনে অনেক উপহাস করেছি! বুঝি তা'র শাস্তি দেবার জন্য—আমার জীবন-মরণের দণ্ডদাতা—তুমি এসে মনোহর বেশে চোখের

সামনে উদয় হয়েছে। রণু, আমার সব দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমি তোমার দাসী—তোমার রূপের নাগপাশে বন্দিনী!

রণ। ভুল করেছ রঙ্গিলা! এ মুকুন্দ, নরহরি বা মুরারি নয়! রণলাল সুদূর উচ্চে। অনেক মাথা ঘামিয়ে শক্ত অথচ রঙিন্ সুতো দিয়ে জাল বুনেছো বটে, কিন্তু ও জালে বাঘ বাধা পড়ে না।

রঙ্গিলা। অবিশ্বাস কর্‌ছ! ছল মনে করছ! কিন্তু, অন্তর্যামী সাক্ষী—মিথ্যা বলিনি। যে অর্থলোভে একদিন কোন কর্ম্মই আমার অসাধ্য ছিল না, কেবল তোমার মন ভেজাবার জন্যে—তোমার মুখে দু'টো প্রশংসার কথা শোন্‌বার আশায় সে দিন অম্লানবদনে বলেছি—অর্থের কাঙ্গাল নই! লজ্জার মাথা খেয়ে বুকের বেদনা বুক ভেঙ্গে তোমার নিবেদন করেছি! তোমার কথায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি!

রণ। প্রাণ দিতে পার?

রঙ্গিলা। পরীক্ষা কর!

রণ। তুমি সাঁতার জান?

রঙ্গিলা। না।

রণ। আমার সঙ্গে এস। পান্‌সী ক'রে নিয়ে যাব, ওই মাঝগঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে! স্মরণ রেখো—আমি কঠিন বিচারক, যমের মত নিষ্ঠুর! যদি পার, তোমার মৃত্যুতে—যতদিন বাঁচবো, মনে করব—রঙ্গিলা যথার্থই বটে ভালবেসেছিল!

রঙ্গিলা। গঙ্গায় ডুবতে হবে?

রণ। এস—চলে এস।

রঙ্গিলা। নির্দ্দয়! আমার প্রাণের কথা নিয়ে ব্যঙ্গ করছ!

রণ। দেখলে! ও রকম কথায় কথায় প্রাণ দেওয়া, বইয়ের

কথা, মুখের কথা,—কাজের কথা নয়। ভালবাসতে তুমি জান না, ভালবাসতে আমি জানি না, ভালবাসতে কেউ জানে না! ভালবাসা ডুমুরের ফুল। নাম আছে, বস্তু নেই! দু'দণ্ডের ঝোঁক দু'দণ্ডের আড়েলেই কেটে যায়। এখন যাও, আমার অনেক কাজ!

রঙ্গিলা। (পদতলে পড়িয়া) তোমার পায়ে পড়ি, আমায় তুমি পায়ে ঠেলোনা! একেবারে পাথরের মত কঠিন হয়ো না।

(মোহিনী প্রবেশ)

মোহিনী। বাড়ীর ভেতর এই কীর্ত্তি! কলঙ্কিনী! তোর মরণ হয় না! জীবনে ধিক্কার হয় না!

রঙ্গিলা। (উঠিয়া) আমি কলঙ্কিনী, আর তুমি কি সতীর শিরোমণি? তুমি কলঙ্কিনী নও! ~~রণলালের রক্ষিতা বিলাসিনী নও~~।

রণ। কি! একটা বেশ্যার এত স্পর্দ্ধা! দুশ্চারিণি!

(রঙ্গিলার গলা টিপিয়া ধরা)

মোহিনী। ওগো, কি কর—কি কর! ছেড়ে দাও—ও জানে না, তাই অমন কথা বলেছে!

রণ। (রঙ্গিলাকে ছাড়িয়া দিয়া) খবরদার! মণি আমার ধর্ম্ম পত্নী!

মোহিনী। আর একটু হ'লে যে নারী-হত্যা হ'ত! তোমার ভয় ডর নেই?

রঙ্গিলা। না, তোমার স্বামী যে বীরপুরুষ! হত্যায় বড় একটা ভয় ডর নেই!

মোহিনী। যাও—দূর হও সর্ব্বনাশী!

রঙ্গিলা। (রণলালের প্রতি) কট্‌মট্ ক'রে দেখছ কি? আমি মুরারি নই যে তোমার ভয়ে বোবা হ'য়ে থাক্‌ব। সাবধান রণলাল! আজ থেকে রঙ্গিলা তোমার মরণ-শত্রু। পুলিশের চোখে এতকাল

ধুলো দিয়ে এসে বুকের ছাতি বড় বেড়ে গেছে! ভেবেছ—তোমার তুল্য শক্তিমান—বুদ্ধিমান আর বুঝি দুনিয়ায় কেউ নেই! কিন্তু দেখবো —কত শক্তি ধরো তুমি! কত বুদ্ধি ধরো তুমি! আদর ক'রে অমৃতের পাত্র এনে তোমার মুখে ধরেছি, পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করেছ! নির্ব্বোধ! এবার গরল নিয়ে আসব, আকণ্ঠ পান কোরো! [প্রস্থান।

মোহিনী। (রঙ্গিলার পশ্চাদ্ধাবনোদ্যত রণলালাকে বাধা দিয়া) যাক্ —যাক্, পাপ বিদেয় হ'য়ে যাক্।

রণ। (স্বগত) আর সন্দেহ কি! নিশ্চয় এ মুরারির কাজ। আবার—সময় বুঝে নরেটাও কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে! রণলাল! হুঁসিয়ার! সমঝে পা ফেল!

মোহিনী। কি ভাবছ? ও'কে কি তুমি ভালবাস্‌তে?

রণ। আমি ভালবাসতুম! মণি, এতদিনেও আমায় চিন্‌লে না! ভাল আমি কাউকে বাসি না!

মোহিনী। তা জানি! (প্রস্থানোদ্যত)

রণ। একটা কথা আছে, শুনে যাও! হপ্তাখানেক পরে আমাদের বেনারস্ যা'বার কথা ছিল, কিন্তু কার্য্যগতিকে আর বিলম্ব করবার আবশ্যক দেখছি না! প্রস্তুত হও, আজকের গাড়ীতে রওনা হ'ব।

মোহিনী। আজই?

রণ। কেন! আপত্তি কি?

মোহিনী। আমার আবার আপত্তি! আমি তো দু' বছর ধরে' তোমায় সাধাসাধি করছি!

রণ। বেশ! তা হ'লে গোছগাছ ক'রে নাও! [প্রস্থান।

মোহিনী। কাল এতক্ষণ কাশীতে! আবার দেখব! দয়াল বিশ্বনাথ কাল তোমায় আবার দেখ্‌ব। স্বামীর মুখ মনে হ'ত না, স্বপ্নে তাঁ'কে

একবার দেখবার মানসে তোমার ঠাটমন্দিরে কত মাথা খুঁড়েছি! কল্পতরু! তোমার কৃপায় এখন তাঁ'কে জাগ্রতে দেখছি! তাঁ'র অধর্মে আশক্তি দেখে তোমার চরণে আশ্রয় পাবার জন্য নিত্য তোমায় ডেকেছি, কাল আমার সে বাসনাও পূর্ণ হ'বে! কিন্তু, দুখিনীর যে আরও দুঃখ আছে ঠাকুর! আমার স্বামীকে উদ্ধার কর—তোমার আশীর্ব্বাদে তাঁ'র যেন ধর্ম্মে মতি হয়, চরণে দাসীর এই শেষ ভিক্ষা! [প্রস্থান।

(রণলাল, নরহরি ও দুখীরামের প্রবেশ)

নর। বল কি! আজই!

রণ। আমি তো যাচ্ছি, তোমরা না যেতে চাও থাক। কিন্তু জেনে রাখ, আর দু'চার দিনের মধ্যেই বুকের ওপর পাহাড় ধ্বসে পড়বে। তখন এখানে থাক্‌লে কিছুতে পরিত্রাণ নেই।

দুখী। না বাবু, আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব!

নর। আমিও! তুমি যখন বল্‌ছ ও সরে পড়াই ভাল। বিনয় গোন্দার নামে বেনামী চিঠিখানা ডাকে ফেলে গেলেই হ'বে। সদাগরের ছেলেকে 'দুর্গা' বলে যদি একবার ঝুলিয়ে দেয়, পুলিশ তখন নিজেই চেপে যেতে পথ পাবে না।

রণ। আর, মুকুন্দর হাতে যদি বিষয়-সম্পত্তি আসে, আমাদের পঞ্চাশ হাজার মারে কে?

নর। খাসা মতলব!

রণ। কিন্তু, মুরারিকে সঙ্গে নিতে হ'বে! এটি চাই নরু! সে ছোঁড়া হাতে থাক্‌লে পুলিশ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী-সাবুদের ছায়ামাত্র পাবে না। রঙ্গিলা বেশ্যা—তা'র কথায় কে বিশ্বাস করে! যেমন ক'রে পার, মুরারিকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস।

নর। টাকার ভেল্কী দেখা'লে তা'র ঘাড় যে সে আস্‌বে!

রণ। ব্যাস্—তা' হলেই নিশ্চিন্ত আমাদের মণ্ডড়া নেয় কে? তখন একবার রঙিকে দেখব।

(মুকুন্দের প্রবেশ)

নর। আরে! মুকুন্দ ভায়া যে! খবর কি?

মুকুন্দ। রঙি উড়েছে।

নর। ভয় নেই হে! পাখী বাসাতেই ফিরছে। কেমন! প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল তো!

মুকুন্দ। আর ঠাণ্ডা! ওদিকে পিণ্ডি হয়ে গেছে। টাকাকড়ির একটা ভুলচুক্ হয়েছিল বলে' বুড়ো নবীন রেগে দিব্যি গেলেছে—জীবনে আর আমার মুখ দেখবে না। তাড়িয়েই দিয়েছিল, অনেক কষ্টে চাক্‌রিটে বজায় আছে। এখন রাজারাম বাঁচলেও যা—মলেও তা। সম্পত্তির এক কাণাকড়িও বেটা কস্মিন্ কালে আমায় দে' যাবে না।

নর। তাই তো রণু। এ যে ইতো ভ্রষ্ট ততো নষ্টঃ।

রণ। আবার একটা কু-খবর!

মুকুন্দ। মশাই হাড় হিম ক'রে দিয়েছে। ওই রাজারামটাই 'কু'এর গোড়া।

দুখী। সর্দ্দার বাবু, আর গোলে কাজ নেই, জাল গুটিয়ে ফেল। এ লোকটা ভারী অপয়া।

নর। তুই বাপু থাম্!

রণ। রাজারামের ওপর তোমাদের কর্ত্তার কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে, না?

মুকুন্দ। ছেলের ওপর এতটা হয় না। শেকড়-মেকড় কিছু খাইয়েছে বোধ হয়।

রণ। আচ্ছা, বাড়ীর সিন্দুক-বাক্সে নগদ টাকাকড়ি কি রকম থাকে?

মুকুন্দ। তা বেশী নয়। তবে আজ কিছু আছে। ওই গিরীমাটীর জমীদার দেনা শোধ ক'রে গেল কি না! তা মশাই, আমার সে কাজ তো হ'ল না, হ্যাণ্ডনোটখানা ফিরিয়ে দিন।

রণ। নরু, এদের দু'জনকে ছোট ঘরে নিয়ে যাও। আমি এখনই যাচ্ছি।

[নরহরি, দুখীরাম ও মুকুন্দের প্রস্থান।

মেঘ করে আসে—অন্ধকার হয়ে যায়, কিন্তু তাই বলে' বৃষ্টি যে হবেই, এমন তো কথা নয়! অকস্মাৎ একটা ঝড় উঠে সে অন্ধকার মেঘ ছিন্ন ভিন্নও তো করে' দেয়! হটব কেন? হাতের সাম্‌নে সুন্দর খেলা থাক্‌তে ভয় পেয়ে কাপুরুষের মত ছুটবো কেন? লড়াই চাই। যা হয় হোক—হার কিম্বা জিত—একটা লড়াই চাই। মণি! মণি!

(মোহিনীর প্রবেশ)

বন্দোবস্ত কোরে গেলুম। কালু গাড়ি আনলেই তার সঙ্গে ষ্টেশনে চলে যেও।

মোহিনী। তুমি যাবে না?

রণ। ষ্টেশনে দেখা হবে। দেরী হলে ভয় পেয়োনা। ট্রেণ ছাড়বার আগে নিশ্চয় হাজির হব।

মোহিনী। যা তোমার ইচ্ছে, আমি আর কি বলব!

রণ। মণি! তুমি আমায় ঘৃণা কর, না?

মোহিনী। হঠাৎ আজ—এ সময়—এ কথা কেন?

রণ। কথার উত্তর দাও।

মোহিনী। মিছে কথা বল্‌ব না। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে অচলা ভক্তি—অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকা উচিত, আমার দুর্ভাগ্য, তা' তোমায় দিতে পারিনি। কিন্তু তোমায় দেখলে আমার আহ্লাদ হয়—তোমার জন্য

আমার দুঃখ হয়! দেবতার কাছে এই প্রার্থনা, তোমার মতি পরিবর্তন হোক্! অসৎ সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে—পাপ-সঞ্চিত অর্থ ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করে প্রায়শ্চিত্ত কর। আমি জান্‌ব—আমার তুল্য ভাগ্যবতী আর নেই।

রণ। তুমি তবে আমার মঙ্গলাকাঙ্খী!

মোহিনী। কায়মনোবাক্যে। তোমার পায়ে কাঁটাটি ফোটবার আগে আমার যেন মরণ হয়।

রণ। আমি বিশ্বাস করি। (কক্ষান্তর হইতে হাত-বাক্স আনিয়া) এই গয়নার বাক্সটি তোমায় সঙ্গে নিতে হবে। এর উপর আমার জীবন নির্ভর কর্‌ছে। সতর্ক থেকো, কিছুতে না হাতছাড়া হয়।

মোহিনী। ও সব তো আমি স্পর্শ করি না! তুমি তো জান।

রণ। এ ভার তোমায় নিতেই হবে। মণি, আজ আমার বড় বিপদ—ঘরে বাইরে শত্রু—কাউকে বিশ্বাস্ হয় না! আমার একান্ত অনুরোধ, ষ্টেশনটুকু তুমি নিয়ে চল।

মোহিনী। ও জিনিষ আমায় ছুঁতে বল না! তোমার পায়ে পড়ছি!

রণ। পারবে না?

মোহিনী। আমায় মার্জ্জনা কর।

রণ। আমি যা'ই হই তোমার স্বামী তো! এক সময়ে অগ্নিমৃত্যু হ'তে তোমায় বাঁচিয়েছি তো? আজ আমায় মরণ থেকে বাঁচাবার জন্য—

মোহিনী। বালাই! দাও গয়না।

রণ। (হাত-বাক্স দিয়া) গাড়ী এলেই চলে যেও। দেখো, বাক্সট ভুলো না—এ জীবন-মরণের কথা।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

থানা

বিনয় ও নগেন

নগেন। রাজারাম সদাগর—বল কি! সে যে একটা টাকার monument. আর এদিকেও তেমনি respectble. শুনেছি, বড় বড় সাহেব merchantরাও তাঁকে খাতির করে চলে।

বিনয়। তা সত্যি। আর, এটাও সত্যি যে তার মত d are-devil murdere ফাঁসি-কাঠে ঝোলে নি। অন্ততঃ Indiaয় তো নয়।

নগেন। হুঁসিয়ার ভায়া। অত বড় একটা নামজাদা লোকের ঘাড়ে ঝাঁ ক'রে murder-charge দেওয়া—

বিনয়। আমি perfectly convinced যে রাজারাম ও নরেন্দ্র একই লোক। এই খানিকক্ষণ আগে সাহেবকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বলে এলুম। তিনি তো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এসে আমার সঙ্গে shake-hand করলেন!

নগেন। তা succesful হ'তে পারলেই ভাল। আমাদের মুখ উজ্জ্বল! তবে কি না—রামসন্নার মত যত হাসি তত কান্না না হয়!

বিনয়। এর ভেতর আরও রহস্য আছে। তুমি তো জান—বছর দু' তিনের ভেতর সহরে এতগুলো daring burglary হয়ে গেছে! কিন্তু একটাও এ পর্য্যন্ত ধরা পড়েনি! Congratulate me, আমি সে গুলোরও কিনারা করেছি! শুনলে অবাক হবে—সেরেফ্ তিন চারটে লোক মিলে এই চুরিগুলো করেছে! আর, আজকের ঘটনায় আমার

স্থির বিশ্বাস—এ দলেরও commander-in-chief তোমার সেই repectable রাজারাম বা নরেন্দ্র— যা'ই বল।

নগেন। তুমি যে কলম্বসের discoveryকে ছাপিয়ে গেলে হে!

বিনয়। একটা চোরাই নোটের caseএ মুকুন্দ বলে' ওর একজন দলের লোককে পাক্‌ড়াও করি। পাছে নিজের implication বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সদাগর magnanimityর দোহাই দিয়ে আসামীর againstএ proceed করলে না! তারপর, ওদের দু'জনকে follow করে' পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝলুম! বলব কি নগেন, কাল থেকে এক মিনিট বিশ্রাম করি নি! কিন্তু, এ চব্বিশ ঘণ্টায় যা' কাজ হয়েছে, হাজার চব্বিশ ঘণ্টায় হয় না।

নগেন। Good luck! তবে আজ arrest কর্‌ছো!

বিনয়। না, আরও দু' দিন যাক্! রাজারাম ছাড়া দলের অন্য লোকগুলোর বিপক্ষে বিশেষ কোনও evidence এখনও পাই নি। দলপতিকে arrest কর্‌লেই আর সকলে সাধাধান হ'য়ে পড়বে। বিশেষতঃ, রাজারামের জন্যে ফেরারী আসামীদের ফটো-লিষ্ট খুঁজতে গিয়ে দলের আর একজনের ওপর সন্দেহ হয়েছে! N. W. P. পুলিশকে telegraphic reference করেছি, জবাবটা না দেখে কিছু করতে পারি না!

নগেন। তা এখন ধড়াচুড়োগুলো খুলে ফেল গে, আমি এই পাশেই একটা inspectionএ যাচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নরেন্দ্রের পুরাতন বাটী

মধু, সরোজ ও নরেন্দ্রের কোলে শ্যামল

নরেন্দ্র। আমায় তুমি কত ভালবাস বাবা?

শ্যামল। অনেক ভালবাসি! তোমাকেও অনেক ভালবাসি, মধু দাদাকেও অনেক ভালবাসি!

নরেন্দ্র। আর, একে বুঝি বাস না?

শ্যামল। হ্যাঁ—মাকেও ভালবাসি। সকলকে এক সমান! বাবা, তোমায় আমরা আর যেতে দোব না! আমাদের বাড়ী রোজ রোজ থাক্‌তে হ'বে!

নরেন্দ্র। কেন?

শ্যামল। নইলে মা যে কাঁদ্‌বে!

সরোজ। তুমি থাম দুষ্টু!

নরেন্দ্র। আর, যদি ছুটে পালিয়ে যাই?

শ্যামল। ইস্! মধুদাদা এক লেঙ্গী মেরে ফেলে দেবে না! দাদার জোরে তুমি পারবে?

মধু। না—পার্‌বে না! এখন তুমি এস' ঘুমুবে চল!

শ্যামল। আমার যে ঘুম পায় নি।

মধু। হাঁ-হাঁ—পেয়েছে, এস। [মধু ও শ্যামলের প্রস্থান।

নরেন্দ্র। অনেকক্ষণ সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে—আমিও এখন আসি।

সরোজ। আর একটু থাক! একেবারে খেয়ে দেয়ে যেয়ো।

নরেন্দ্র। না—সরোজ, দেরী হ'য়ে গেছে, আজ যাই।

সরোজ। ইস্—যাবে বই কি! কই—যাও দেখি! (হস্তধারণ) অমন কর তো একেবারেই ছেড়ে দোব না।

নরেন্দ্র। তোমার রাজত্বের আইন-কানুন তো আগে এত কড়া ছিল না!

সরোজ। এখন যে ঠেকে শিখেছি! যা' বল্লুম—স্বীকার কর, তবে হাত ছাড়ব!

নরেন্দ্র। যো হুকুম! শ্রীমুখের আজ্ঞা দাস নতমস্তকে পালন করবে।

সরোজ। যাও-যাও—কথার ছিরি দেখ! ভাগ্যি—রুমালটাতে পদ্ম বুনেছিলুম, তাই তো ধরা পড়্‌লে।

নরেন্দ্র। আর, রুমালটা যদি হারিয়ে ফেল্‌তুম্!

সরোজ। তা তুমি পার। (প্রস্থানোদ্যত)

নরেন্দ্র। রাগ ক'রে চল্‌লে কোথায়?

সরোজ। খাবার তৈরী হ'ল কি না, দেখি গে! [প্রস্থান।

(নবীন, মুকুন্দ ও পুলিশ-ইন্সপেক্টার-বেশী রণলালের প্রবেশ)

নবীন। রাজারাম!

রণ। আর 'রাজারাম' কেন? নরেন্দ্র! তোমার নামে warrant আছে। গৌরীকান্তের হত্যাপরাধে তোমায় arrest করলুম।

নবীন। ভয় পেয়োনা রাজু। আমি জানি—তুমি নির্দ্দোষ! নিশ্চয় এ তোমার কোনও শত্রুর ষড়যন্ত্র! আমি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় ক'রেও এ মিথ্যা অভিযোগ হ'তে তোমায় খালাস ক'রবো। ধর্ম্ম তো আছেন!

নরেন্দ্র। কাকাবাবু (নতমস্তকে অবস্থান)

নবীন। বল—চুপ কর্‌লে কেন?

মুকুন্দ। বুঝতে পাচ্ছেন না? 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং'। শুনে না

হ'লে অমন ভিজে-বেড়াল হয়! গোয়েন্দার সঙ্গে যড়্ ক'রে যার বাড়া নেই—আমাকেই মিনিদোষে চোর বানিয়েছিল।

নবীন। আর তবে মানুষকে বিশ্বাস ক'রবো না! এ'ও কি সম্ভব! রাজারাম—আদর্শ-চরিত্র রাজারাম খুনী আসামী! ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আমি যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস করি না!

রণ। খুন-সম্বন্ধে এঁর বিপক্ষে সব মারাত্মক প্রমাণ রয়েছে। প্রথমতঃ, আমাদের বিনয়বাবুর সাক্ষী,—তারপর ওঁর রক্তমাখা জামা, পালানো, নাম-ভাঁড়ানো, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করা, এই সব ঘটনাগুলো যখন এক এক ক'রে আদালতে প্রমাণ হ'য়ে যাবে, কি সঙ্গীন ব্যাপার বুঝুন দেখি। আপনি জজ হ'লে কি করতেন?

নবীন। রাজুর ফাঁসি! মুকুন্দ, আমার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে!

মুকুন্দ। (জনান্তিকে) বাবু, এক উপায় আছে। ইন্সপেক্টরবাবুকে হাজার কতক টাকা দিয়ে ছোটবাবুকে সরিয়ে দেওয়া যাক্!

নবীন। (জনান্তিকে) রাজী করতে পার? এ হয় মুকুন্দ? ও আমার প্রাণরক্ষা করেছিল!

মুকুন্দ। (জনান্তিকে) দেখি—চেষ্টা ক'রে। (রণলালের নিকটে গিয়া কথোপকথন)

নরেন্দ্র। কাকাবাবু, আমায় মার্জ্জনা করুন। নিরুপায় হ'য়ে আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছি!

নবীন। (জনান্তিকে) কবুল ক'র না। কিছুতে কবুল ক'র না! আমি বিলেত থেকে কৌঁসুলী আনাব।

মুকুন্দ। (ফিরিয়া আসিয়া জনান্তিকে) অনেক কষ্টে রাজী হয়েছে, কিন্তু চল্লিশ হাজারের কমে নয়। ইন্সপেক্টারেরে বিশ, আর বাইরে দু'জন সব-ইন্সপেক্টার আছে, তা'দের দশ দশ।

নবীন। (জনান্তিকে) এ আর বেশী কি? প্রাণ-রক্ষার তুলনায় এ তো যৎসামান্য।

মুকুন্দ। (জনান্তিকে) টাকাটা কিন্তু নগদে, আর এখনই দিতে হ'বে। চেক নিতে চায় না।

নবীন। বাড়ী নিয়ে এস, এই মুহূর্ত্তে চুকিয়ে দোব!

মুকুন্দ। ইন্সপেক্টারবাবু, আপনার আসামী নিয়ে আসুন!

(রঙ্গিলার প্রবেশ)

রঙ্গিলা। কা'র আসামী! কে নিয়ে যায় গো!

(বিনয় ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

বিনয়। (রণলালকে দেখাইয়া) উস্কো গেরেপ্তার করো!

(পাহারাওয়ালাগণের রণলালকে হাতকড়ি পরান)

রঙ্গিলা। (রণলালের প্রতি) ইন্সপেক্টারবাবু! আমায় চিন্‌তে পার? আমি রঙিলা! [প্রস্থান।

বিনয়। নরেন বাবু, গৌরীকান্তের মৃত্যু-সম্বন্ধে আপুনি নির্দ্দোষ! সূর্য্যের মত নিষ্কলঙ্ক!

নরেন্দ্র। অ্যাঁ! অ্যাঁ! কিন্তু—তা' তো—

বিনয়। অসম্ভব মনে কর্‌ছেন! এই মুরারির confessionটা পড়ুন—ঘটনা-চক্র বুঝতে পার্‌বেন! অনর্থক আপনাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। তা'র জন্য আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত। (পাহারাওয়ালার প্রতি) উধার খেয়াল্ করো বেকুব, দোস্‌রা আদমী ভাগতা! (পলায়নোদ্যত মুকুন্দ পাহারাওলা কর্ত্তৃক ধৃত)

মুকুন্দ। আমি কিছু জানি না বাবা! আমায় বল্‌লে ইন্সপেক্টার, আমি ভাবলুম ভাল ইন্সপেক্টার।

[মুকুন্দকে লইয়া পাহারাওলার প্রস্থান।

নবীন। তবে রাজু খুন করেনি? হ্যাঁ বাবা, ও তবে নির্দ্দোষী?

বিনয়। নিঃসন্দেহ! খুন করেছে—ওই লোকটা!

রণ। কে বলে—আমি খুন করেছি? মিথ্যা কথা!

বিনয়। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওহে নগেন, রত্নগুলিকে আন্‌তো! (নগেন ও মুরারির প্রবেশ) একে চিন্‌ছো? এ আমাদের কাছে voluntarily সমস্ত confess করেছে!

রণ। মুরারি? ও তো একটা জোচ্চর মিথ্যাবাদী—আমার পরম শত্রু। ওর কথায় বিশ্বাস ক'রে লোকের ঘাড়ে খুন চাপাচ্ছ? বাঃ। গোয়েন্দা!

(হাতকড়ি-বদ্ধ নরহরি ও দুখীরামকে লইয়া পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

বিনয়। আর, তোমার এ দু'টী বিশ্বাসী সাক্‌রেদও মুরারির কথায় অক্ষরে অক্ষরে সায় দিয়েছে! এখন কি বল হরিদাস?

রণ। (চমকিত হইয়া) অ্যাঁ!

বিনয়। হ্যাঁ হরিদাস! N. W. P. পুলিশ তোলপাড় ক'রে এসে আজ বছর আড়াই রণলাল-সাজে আমাদের জ্বালাচ্ছ!

রণ। সর্ব্বৈব মিথ্যা! এরা পুলিশের সাজান সাক্ষী! টাকা খেয়ে আমায় ফাঁসাবার মতলব।

নগেন। আর, গৌরীকান্তের এই হীরের কণ্ঠহারও দেখে রাখ। মুরারির কাছে খবর পেয়ে রঙ্গিলা তোমার স্ত্রীর হাত থেকে কেড়ে এনেছে!

রণ। ওঃ—ভুল করেছি! শয়তান মুরারিটাকে খুন করতে ভুল করেছি! এই আপশোষ রয়ে গেল! উঃ—(দন্তে ওষ্ঠাগ্র দংশন করিয়া মুরারির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত)

বিনয়। এদের ক'জনকে নিয়ে তুমি এগোও হে! খোদ পরে যাচ্ছেন! [নগেন, মুরারি, দুখীরাম, নরহরি ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

বিনয়। (নরেন্দ্রকে) কাগজখানা দিন। ফাঁড়াটা আপনার রগ ঘেঁসে গেছে! (কাগজ গ্রহন)

(মধুর দ্রুত প্রবেশ)

মধু। জামাইবাবু, যা' শুনছি, এ কি সতি তোমার নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছিল?

নরেন্দ্র। হ্যাঁ মধু, আজ আমি কলঙ্ক-মুক্ত!

মধু। জয় ভগবান। আজ কি আনন্দের দিন!

নবীন। বাবা, তুমি রাজা হও! বুড়োকে নিদারুণ দুর্ভাবনা থেকে বাঁচালে! রাজু, আমি তা' হ'লে আর বাঁচতুম না!

নরেন্দ্র। কাকাবাবু, ঠাণ্ডা হ'ন—ঠাণ্ডা হ'ন।

বিনয়। এই পাষণ্ডের সতীসাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে একবার শেষ দেখবার জন্য নিতান্ত কান্নাকাটী করায় আমি তাঁ'কে গাড়ী ক'রে এনেছি। যদি অনুমতি করেন তো—

নবীন। নিশ্চয়। মা লক্ষ্মীকে এখনই ডেকে আসুন।

নরেন্দ্র। মধু, এদের বল—খিড়কী দিয়ে তাঁকে যেন নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।

[মধুর প্রস্থান।

রণ। (স্বগত) মণি আসছে! শেষ দেখা। হৃদয়, এইবার তোমার পরীক্ষা। আহা। কখনও তাঁকে একটা মিষ্টি কথা বলি নি।

বিনয়। নরেনবাবু তবে আসামীর charge নিন, আমি বাইরে আছি।

নরেন্দ্র। কিছু দরকার নেই! আপনি আমার জীবনদাতা। আমার স্ত্রী আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ।

বিনয়। আপনি জানেন না, তিনি আমার মা।

(সরোজ ও মোহিনীর প্রবেশ)

মোহিনী। মা! মা! আমার কি হ'ল মা! আমার যে আর কেউ নেই মা! (ক্রন্দন)

রণ। মণি, এ সময়ে কাঁদিয়ো না! এ চোখে জল কেউ দেখেনি, আজ দেখলে লোকে কি বল্‌বে! পুলিশের টিক্‌টিকি টিট্‌কিরী দেবে! কেঁদ' না—আক্ষেপ কি? একটা ভুল—একটা সাংঘাতিক ভুল করেছি, তারই মাশুল দিতে চলেছি!

মোহিনী। দারোগাবাবু, এবারটি ওঁকে ছেড়ে দাও। আর কখনও ওঁকে এমন কাজ করতে দোব না। ওগো, ওঁর বদলে আমায় হাতকড়ি পরিয়ে নিয়ে যাও। (বিনয়ের পদধারণ)

রণ। মণি! মণি! লোক হাসিয়ো না! ছি ছি ছি!

বিনয়। আর না—দেরী হয়ে যাচ্ছে!

রণ। যাবার সময় একটা কথা বল্‌বার আছে! আমার যথাসর্ব্বস্ব—প্রায় লাখো টাকার সম্পত্তি—এর নামে বেনামী করা। যদি কেউ পারেন, বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন—অসহায়া নারী যেন কাশীতে গিয়ে সেই অর্থ যথেচ্ছা ব্যয় করতে পারে। আমাদের মত লোকে না ঠকিয়ে নেয়।

মোহিনী। ওগো, আমি তোমায় সব টাকা লিখে দিচ্ছি, ওঁকে নিয়ে যেয়ো না!

বিনয়। তা কি হয় মা?

রণ। আর, তা'তে আমারও আপত্তি আছে। আমার বুকের উপার্জ্জিত অর্থ আমারই চোখের ওপর ঠকিয়ে নেবে! না—না—ফাঁসি? কুচ পরোয়া নেই!

দীন। গোয়েন্দাবাবু! আরও অর্থ, আপনার আশাতিরিক্ত অর্থ যদি দেয়, এর কি কোনও উপায় হ'তে পারে?

বিনয়। অসম্ভব! আর, অসম্ভব না হ'লেও আমার দ্বারা হবে না! নেমক্-হারামী করি নি—করবো না!

রণ। ব্যাস্—ব্যস্—ঢের ভিট্‌কেলেমী হয়েছে! আমার অনুরোধটা তবে—

নবীন। বাপু, আমি নিজেই মনে মনে কাশীবাসী হ'বার সঙ্কল্প করেছি। তোমার কাছে প্রতিশ্রুত হচ্ছি, জগদীশ্বর না করুন—মা'র আমার যদি সেই দুর্দ্দিনই উপস্থিত হয়, মায়ে-পোয়ে একসঙ্গে বিশ্বনাথ-দর্শনে যাত্রা করব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, মা'কে আমার একা ছেড়ে দোব না।

রণ। আমি নিশ্চিন্ত। আপনাকে প্রণাম করি। (প্রণাম ও পরে বিনয়ের প্রতি) এস হে!

[রণলাল ও পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রস্থান।

(প্রস্থানোদ্যত বিনয়কে সরোজ গলবস্ত্রে প্রণিপাত করিল)

বিনয়। মা! ছেলের কথা তবে মনে আছে! [প্রস্থান।

মোহিনী। বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ!

সরোজ। মা! মা! স্থির হও মা!

মোহিনী। মাগো! (ক্রন্দন)

নবীন। বউ মা! মেয়েকে ওপরে নিয়ে যাও। আজ আর কাছছাড়া হ'য়ো না। (সরোজের নবীনকে প্রণাম) জন্ম-জন্ম সধবা হও মা। এর বাড়া আশীর্ব্বাদ আর নেই।

যবনিকা